

সাপ্তাহিক জন্মভূমি

প্রবাসে বাংলাদেশের মুখ

Vol 26 No.30 Thursday 01 October 2026 Weekly Janmobhumi New York Free in USA
২৬তম বর্ষ, ৩০তম সংখ্যা, বৃহস্পতিবার ০১ অক্টোবর ২০২৬ / ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ মূল্য ছাড়া (ফ্রি)



দুবাইয়ের বিমান কি 'হাইজ্যাকের' চেষ্টা?

দিল্লি ডেস্কঃ ভারতীয় পাইলটকে ছুরির কোপ ৩৪০০০ ফুট উঁচুতে! দুবাইয়ের বিমান কি 'হাইজ্যাকের' চেষ্টা? সন্ত্রাসবাদী হানা বলল ইজরায়েলি বৃধবার সকালে ফ্লাইদুবাইয়ের এফজডে১০৭৩ বিমানটি চালাচ্ছিলেন শ্মিত মচ্ছর। ২০২২ সাল থেকে তিনি দুবাইয়ের বিমান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তার আগে ছিলেন ভারতীয় সংস্থায়। সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই শহর থেকে ফ্লাইদুবাই সংস্থার যে বিমানটি ইজরায়েলের তেল আভিভে যাচ্ছিল, তার ক্যাপ্টেন ভারতীয় নাগরিক। ইজরায়েলি সংবাদমাধ্যম সূত্রে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। শুধু তা-ই নয়, বিমান সংস্থার ইন্ডাস্ট্রিতে খোঁজ নিয়ে তাঁর নাম ও পরিচয়ও প্রকাশ করেছে কয়েকটি সংবাদমাধ্যম। সূত্রের খবর, আক্রান্ত ওই পাইলটের নাম শ্মিত মচ্ছর। ২০২২ সাল থেকে তিনি দুবাইয়ের বিমান সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। তার আগে ছিলেন ভারতীয় সংস্থা স্পাইসজেটে। বৃধবার সকালে ফ্লাইদুবাইয়ের এফজডে১০৭৩ বিমানটি চালাচ্ছিলেন শ্মিত। অভিযোগ, মাঝ-আকাশে ককপিটের মধ্যেই তাঁর উপর হামলা হয়। শ্মিতকে কোপানো হয় ছুরি দিয়ে। -বাকী অংশ ১৪ পাতায়

দেশে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাস, মাদকসহ আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে

ঢাকা ডেস্কঃ দেশে অপরাধের মাত্রা বেড়ে গেছে। অপরাধীরা আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে এখন আগের মতো ভয় পাচ্ছে না। সাধারণ মানুষও আত্মায় নিতে পারছে না পুলিশকে। এ কারণে বিভিন্ন স্থানে ঘটছে একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনা। এসব সরকারের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করছে। পুলিশের প্রতি জনগণের আস্থার পরিবেশ তৈরি না হলে অস্থিরতা আরও ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা আছে। মঙ্গলবার পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত মর্নিং মিটিংয়ে (সভা) পুলিশের উচ্চপর্যায়ের কর্মকর্তারা এ মত দেন। তারা বিরাজমান পরিস্থিতি বিবেচনায় নিয়ে শক্ত হাতে অপরাধ দমনের প্রস্তাব করেন। প্রয়োজনে অপরাধীদের ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনে ডিটেনশনে নেওয়ার কথা বলেন। তারা নিজেদের মধ্যে দ্বিধাদ্বন্দ্ব দূর করে গোটা বাহিনীকে স্ট্রিমলাইনিং (সুসংগঠিত) করা জরুরি বলে মত দেন। কর্মকর্তারা বলেন, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন ফৌজদারি মামলার আসামিরা আইনি বাধ্যবাধকতার কারণে জামিন পাচ্ছে। -বাকী অংশ ১৫ পাতায়



রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট

- ▶ প্রাইভেট অকশনের বাড়ি
- ▶ পাবলিক অকশনের বাড়ি
- ▶ ব্যাংক মালিকানা বাড়ি
- ▶ শর্ট-সেল ও REO প্রপার্টি

কল করুনঃ ৫১৬ ৪৫১ ৩৭৪৮

Eastern Investment
159 Great Neck Road, Great Neck, NY 11021
nurulazim67@gmail.com

Nurul Azim

বাঙ্গালীদের সর্ববৃহৎ ট্রাভেল এজেন্ট

BANGLA TRAVEL
JACKSON HEIGHTS NEW YORK

সবচেয়ে কম দামের গ্যারান্টি দিচ্ছি
7305 37th Road, Jackson Heights, NY 11372
Phone: 917-396-4140, 917-592-7828

সুপার সেল \$৫৪৯+ AA, Qatar, Delta, etc.

MOHAMMAD B HOSSAIN (BELAL)
President & CEO

BISMILLAH
HALAL LIVE POULTRY MEAT & FISH MARKET

এক যুগ ধরে বাংলাদেশী কমিউনিটির সেবায়
phone: 718-205-7200
ফ্রি ডেলিভারী EBT Accepted
37-15 -55 Street Woodside
New York-11377



জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান

নিউইয়র্কঃ জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ৮১তম অধিবেশনের সভাপতি হিসেবে নির্বাচিত হওয়ায় আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি। সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় আমরা আপনাকে পূর্ণ সহায়তা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। একইসঙ্গে আমি বিদায়ী সভাপতি ম্যাডাম এনালোনা বোয়ারবক-কেও তাঁর সুযোগ্য নেতৃত্বের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি। শুরুতেই আমি বাংলাদেশের সকল শহীদ মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। স্বাধীনতার পর থেকে দেশে গণতন্ত্র, ন্যায়বিচার এবং মানুষের অধিকার-বাকী অংশ ১৫ পাতায়

ইরাক থেকে সরছে মার্কিন সেনা, ইরানি গোষ্ঠীকে সামলাতে পারবে বাগদাদ?

ওয়াশিংটন ডেস্কঃ বাইডেন প্রশাসনের আমলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে এতদিনে তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। শেষ হাসি হাসলেন সাদ্দামই! ইরাক থেকে সরছে মার্কিন সেনা, ইরানি গোষ্ঠীকে সামলাতে পারবে বাগদাদ? দেখতে দুই দশক। -বাকী অংশ ১৬ পাতায়

পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতে সামিল হতে নিয়ন্ত্রণরেখায় ২৫০০০ জনতা

দিল্লি ডেস্কঃ পাক অধিকৃত কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে বিপুল মানুষের জমায়েত। পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিদ্রোহের আশঙ্কা আরও ভয়াবহ আকার নিল। এবার প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখার মাত্র ৭ কিলোমিটার দূরে ভিড় জমালেন অধিকৃত কাশ্মীরের প্রায় ২৫ হাজার জনতা। একটাই দাবি, পাকিস্তান নয়, ভারতে সামিল হতে চান তারা। অধিকৃত কাশ্মীরের -বাকী অংশ ১৭ পাতায়

রাশিয়ায় ভেঙে পড়ল পরমাণু অস্ত্র বহনকারী বোমারুবিমান, মৃত ৬

লন্ডন ডেস্কঃ মঙ্গলবার দেশটির পূর্বাঞ্চলের আমুর অঞ্চলে প্রশিক্ষণ চলাকালীন দুর্ঘটনা ঘটে। ওড়ার কয়েক মিনিট পরেই ভেঙে পড়ল পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম রাশিয়ার একটি ভারী বোমারু বিমান। এই ঘটনায় বিমানে থাক সাত জনের মধ্যে ৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রক জানিয়েছে, মঙ্গলবার দেশটির পূর্বাঞ্চলের আমুর অঞ্চলে প্রশিক্ষণ চলাকালীন দুর্ঘটনা ঘটে। তদন্ত শুরু হয়েছে। এখন স্পষ্ট নয় বিমান দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ। -বাকী অংশ ১৬ পাতায়

পাকিস্তানের পাহাড়ে এবার হামলা চালাল বালোচ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মহিলা ডিভিশন!

ইসলামাবাদ ডেস্কঃ কাদ' ব্রিগেড সোমবার বালোচিস্তানের কেচ জেলার তুরবাত শহরে অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের সেনার কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স (কিউআরএফ) কনভয়ে হামলা চালিয়েছে। বালোচিস্তান লিবারেশন আর্মি (বিএলএ)-র পরে এ বার বালোচিস্তান লিবারেশন ফ্রন্ট (বিএলএফ)-এর নিশানায় পাক সেনা। চলতি মাসেই বালোচিস্তানের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীটি তাদের মহিলা শাখা 'করিমা আর্মড অ্যাসল্ট ডিভিশন' (কাদ) গড়ার -বাকী অংশ ১৬ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘোষণায় দুর্গাপুজোয় আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি, বাড়ল ছুটিও

ঢাকা ডেস্কঃ দুর্গাপুজোর অনুদানের ক্ষেত্রেও 'চাহিদার চেয়েও বেশি বরাদ্দ' করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারেকের সরকার। বাড়ানো হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবের অনুদানও। দুর্গাপুজোর ছুটির মেয়াদ বাড়িয়ে দিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী -বাকী অংশ ১৭ পাতায়

RATAN TALUKDER LIVE
YouTube
SUBSCRIBE
RatanTalukderLIVE
646-327-7964
LIVE STREAMING

Main Children's Dental
CHIRANJIB DUTTA, D.D.S.
Main Children's Dental
Pediatric Dentistry (By Appointment Only)
137-01 Northern Blvd, Flushing, NY 11354
Tel: 718-539-8762
Conveniently located near bus and subway

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



প্রশিক্ষণ ছাড়াই আপনার আত্মীয়স্বজন/প্রতিবেশীদের
স্বাস্থ্য সেবা দিয়ে অর্থ উপার্জন করুন



আমাদের এজেন্সিতে কি কি করতে পারবেন?

- ♥ আমাদের হোম কেয়ার এজেন্সী কোন HHA সার্টিফিকেট ছাড়াই আপনার আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব অথবা প্রতিবেশীকে স্বাস্থ্য সেবা দেয়ার সুযোগ করে দিতে পারে।
- ♥ HHA সার্টিফিকেট থাকলে আপনি যে কোন রোগীকে স্বাস্থ্য সেবা দিতে পারবেন।
- ♥ আপনার মেডিকেইড নেই? আমাদের বিশেষজ্ঞ কর্মীরা এব্যাপারে আপনাকে সহায়তা করবে।
- ♥ আপনি ঘরে বসে, আপনার বাবা-মা/শ্বশুর-শাশুড়ীকে সেবা প্রদান করে অর্থ উপার্জন করতে পারবেন।
- ♥ আমাদের রয়েছে হোম কেয়ারের দীর্ঘ অভিজ্ঞতা।
- ♥ মনে রাখবেন, আমেরিকায় রোগীকে সেবা করার সম্পূর্ণ খরচ সরকার বহন করে থাকে।
- ♥ আমরা **CDPAP** এর আওতায় কোন প্রকার সার্টিফিকেট ছাড়াই অর্থ উপার্জনের সুযোগ করে দিয়ে থাকি।

Office Hour
Mon-Sunday
9am-6pm

আয় করুন, আপনি প্রতি
সপ্তাহে বেতন পেতে পারেন।

অফিস সময়সূচী :
সোমবার থেকে শনিবার
সকাল ৯টা - বিকাল ৫টা

For details information please contact at **718-647-5555, 646-591-6782**

ENGINEER MAHFUZUL HAQUE

MS in Telecom (Pace University, NY), US Coast Guard Licensed Captain

REGO PARK :
97-17 64th Road
Rego Park, NY 11374

JAMAICA :
148-37 Hillside Avenue
Jamaica, NY 11435

JACKSON HEIGHTS :
37-26 74th St 2nd Floor,
Jackson Heights, NY 11372

BRONX :
1514 Castle Hill Ave.
Bronx, NY 10462

BROOKLYN :
219 Church Ave.
Brooklyn, NY 11218

BUFFALO :
737 Delaware Ave., Suite 215
Buffalo, NY 14209

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



‘তাড়াছড়ো নেই, সময় হলে ঠিকই
দিল্লি সফরে আসবেন তাকে’

ঢাকা, 'তাড়ালুড়ো নেই, সময় হলে ঠিকই দিল্লি সফরে আসবেন তারেক'! হাই কমিশনার দীনেশ বললেন, আমন্ত্রণ জানানোই আছে

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে রয়েছেন। গত ৫ অগস্ট দিল্লিতে একটি ভার্চুয়াল সাংবাদিক বৈঠক করেন তিনি। তা নিয়ে নতুন করে টানাপড়েন শুরু হয় দিল্লি এবং ঢাকার।

www.jonmobhumi.com

ব্রিকসের আউটরিচ সেনানে আমন্ত্রণ পেয়েও দিল্লিতে আসেননি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান। কোনও প্রতিনিধিও পাঠাননি। তিনি কবে দিল্লিতে আসবেন, সে বিষয়ে এখনও কিছু স্থির করেনি বাংলাদেশ। এরই মধ্যে মঙ্গলবার বাংলাদেশের বিদেশ প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে ঢাকায় ভারতীয় হাই কমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। বেরিয়ে জানানেন, তারেকের ভারত সফর নিয়ে কোনও ভাড়াছড়ো নেই। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীকে যে দিল্লি আগে থেকেই আমন্ত্রণ জানিয়ে রেখেছে, তা-ও মনে করিয়ে দেন তিনি।

বাংলাদেশের বিদেশ প্রাথমন্ত্রী হুমায়ূনের সাম্প্রতিক কিছু মন্তব্য ঘিরে আলোচনা শুরু হয়েছে দু'দেশেই। সপ্তাহ দুয়ের আগেই তিনি দাবি করেন, ভারতের প্রসঙ্গে কোনও ‘মুঞ্চতা’ চায় না ঢাকা। প্রতিবেশী দেশ হিসেবে যেমন ভাল দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক বজায় থাকা দরকার, তেমনটাই চায় বাংলাদেশ। নিজের দেশের সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিরক্ত হয়ে বলেছিলেন, “খালি ইন্ডিয়া ইন্ডিয়া করলে নিজের দেশের কথা কখন ভাবেন।”

মঙ্গলবার সেই ঢাকায় বিদেশ মন্ত্রকে সেই হুমায়ূনের সঙ্গে দেখা করেন দীনেশ। সৌজন্য সাক্ষাৎ সেরে সাংবাদিকদেরও মুখোমুখি হন তাঁরা। সেখানে তারেকের দিল্লি সফরের সম্ভাবনা নিয়ে প্রশ্নও প্রশ্ন করা হয়ে ভারতীয় র‍স্ট্রদূতকে। “প্রথম আলো” অনুযায়ী দীনেশ জানান, ভারত সফরের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তারেককে আগে থেকেই আমন্ত্রণ জানানো আছে। এই সফর নিয়ে তাড়াহুড়োর কোনও দরকার নেই বলেই মনে করেন দীনেশ। “যখন সময় হবে, নিশ্চয়ই হবে। সবকিছুই ইতিবাচক আছে,” বলেন ভারতীয় হাই কমিশনার।

তারেকের দিল্লি সফরের বিষয়ে আশাবাদী দীনেশ বলেন, “আমার এই আত্মবিশ্বাস আছে, যখন দুই প্রধানমন্ত্রী মনে করবেন যে সুবিধাজনক সময় হয়েছে, তখন সফরটি হবে।”

বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বর্তমানে ভারতে রয়েছেন। গত ৫ অগস্ট দিল্লিতে একটি ভার্চুয়াল সাবাদিক বৈঠক করেন তিনি। তা নিয়ে নতুন করে টানাপড়েন গুরু হয় দিল্লি এবং ঢাকা। এরই মধ্যে ব্রিকস আউটরিচ সেশনের জন্য তারককে আমন্ত্রণ জানায় ভারত। কিন্তু তারকে বা তাঁর কোনও প্রতিনিধি সে সময়ে দিল্লিতে আসেননি। তাঁদের দাবি, তারেককে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমন্ত্রণ করা হয়নি। সাত দেশের জোট 'বিম্‌স্টেক'-এর চেয়ারম্যান হিসেবে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল তারেককে।

২০২৭ সালে রেকর্ড
ছাড়াবে স্বর্ণের দাম, বাবা
ভাঙ্গার দাবি নিয়ে হইচই

ঢাকা, বিশ্বজুড়ে নগদ টাকার সংকট আর স্বর্ণের দামের ঊর্ধ্বগতির মধ্যে নতুন এক আলোচনা বেশ জন্মে উঠেছে। অন্ধ বুলগেরিয়ান রহস্যবাদী বাবা ভান্সা ২০২৭ সাল নিয়ে নাকি এক ভৎসরক অবিস্মরণীয় করে গেছেন। খবর উইয়নের অনলাইন দুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়া সেই কথায় দাবি করা হচ্ছে, সামনে বিশ্বজুড়ে বড় ধরনের আর্থিক সংকট বা ক্যাশ ক্রাইসিস দেখা দিতে পারে। এর ফলে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ওপর মানুষের ভরসা কমে যাবে এবং সবাই নিরাপদ বিনিয়োগ হিসেবে দলে দলে স্বর্ণ কিনতে ছুটবে। আর এতেই স্বর্ণের দাম আকাশছোঁয়া হয়ে যেতে পারে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ঘুরতে থাকা গুঞ্জন বলছে, ২০২৭ সালের মধ্যে স্বর্ণের দাম এক লাফে ২৫ থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত বেড়ে যেতে পারে। ভারতের বাজারে প্রতি ১০ গ্রাম স্বর্ণের দাম সোয়া দুই লাখ থেকে প্রায় আড়াই লাখ রুপি ছাড়িয়ে যাওয়ার কথাও বলা হচ্ছে। তবে সত্যি বলতে, বাবা ভান্সা নিজের হাতে কখনো কোনো ভবিষ্যৎবাণী লিখে যাননি। এগুলো মূলত মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়া গল্প বা অনুমান ছাড়া আর কিছু নয়। তাই এগুলোকে পুরোপুরি নিশ্চিত ভবিষ্যৎ হিসেবে না ভেবে কেবল জল্পনা-কল্পনা বলেই ধরে নেওয়া ভালো। বড় বড় ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোও ২০২৭ সালের স্বর্ণের বাজার নিয়ে তাদের নিজস্ব হিসাব-নিকাশ সামনে এনেছে। জেপি মরগান জানিয়েছে, ২০২৭ সালের শেষ নাগাদ স্বর্ণের দাম আরও বেশ কিছুটা বেড়ে প্রতি ১০ গ্রাম দুই হাজার ডলারের উপরে চলে যেতে পারে। তবে এই দাম বাড়ার কথা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে বিশ্ব রাজনীতি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির ওপর। এছাড়া ইউবিএস এবং ডয়েচে ব্যাংকের মতো প্রতিষ্ঠানও সামনে স্বর্ণের বাজার বেশ চাঙ্গা থাকবে বলেই মনে করছে। সব মিলিয়ে, সাধারণ মানুষের মুখে মুখে ফেরা রহস্যবাদী বাবা ভান্সর ভবিষ্যৎবাণীর কোনো পাকা প্রমাণ বা ভিত্তি নেই। তবে বিশ্ব অর্থনীতি আর বাজারের যা চালচলন, তাতে সোনা যে সাধারণ মানুষের আকর্ষণ।



প্রশাসন যদি জালিমের ভূমিকা পালন করে,
আমরা রুখে দাঁড়াব: জামায়াত আমির

ঢাকা, প্রশাসন যদি কোনো অবস্থায় ন্যায়াধিকারের পথ ছেড়ে জালিমের ভূমিকা পালন করে, তবে তা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না এবং জনগণ তা রুখে দাঁড়াতে বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর আমির ডা. শফিকুর রহমান। বুধবার রাজধানীর মিরপুর-১০ নম্বর এলাকায় ফুটপাথে উচ্ছেদ অভিযানকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট সংঘর্ষ ও উদ্ভূত পরিস্থিতি পরিদর্শনে গিয়ে তিনি এ মন্তব্য করেন।

যটনাছলে উপস্থিত ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষের উদ্দেশে দেওয়া বক্তব্যে ডা. শফিকুর রহমান বলেন, ‘আমরা চাই না আমাদের প্রশাসন অতীত ফ্যাসিবাদী আমলের মতো অন্যায়ের পক্ষ নিক। সংগত ও ভালো কাজে প্রশাসন সবসময় জনগণের সহযোগিতা পাবে। কিন্তু প্রশাসন যদি জালিমের ভূমিকা পালন করে, তবে আমরা তা কুখে দাঁড়াবো।’ এ সময় তিনি প্রশাসনকে ‘দুষ্টের দমন ও শিষ্টের লালন’ নীতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করার আহ্বান জানান।

উচ্ছেদ অভিযান প্রসঙ্গে জামায়াত আমির বলেন, রাষ্ট্রাঘাত পরিচ্ছন্ন ও চলাচলের উপযোগী রাখা যেমন নাগরিক দায়িত্ব, তেমনি ফুটপাথের প্রান্তিক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জীবন-জীবিকা নিশ্চিত করাও রাষ্ট্রের কর্তব্য। উপযুক্ত বিকল্প পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করে হঠাৎ উচ্ছেদ অভিযান পরিচালনা করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে তিনি বলেন, এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার আগে স্থানীয় সংসদ সদস্য ও জনপ্রতিনিধিদের সম্মত করা হলে সংঘাত এড়ানো সম্ভব হতো। সমন্বিত ও টেকসই পরিকল্পনার মাধ্যমে সমস্যার স্থায়ী সমাধানের তাগিদ দেন তিনি।

ফুটপাথ ঘিরে দীর্ঘদিনের চাঁদাবাজির কঠোর সমালোচনা করে তিনি বলেন, একদল অসাধু চক্র মাসের পর মাস এই ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জিম্মি করে দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক হারে চাঁদা আদায় করে আসছে। এর ফলে শেষ পর্যন্ত সাধারণ ভোক্তাদের ওপর আর্থিক বোঝা বাড়ছে। তিনি স্পষ্টভাবে জানান, শহর কিংবা দেশে কোনো ধরনের চাঁদাবাজি, দখলদারি ও মাদকের ব্যবসা বরাদ্দ করা হবে না। যারা এসব অপরাধে জড়িত, তাদের দ্রুত আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তিনি।

উচ্ছেদ অভিযানে সংঘর্ষে ইতহত এবং সরকারি ও স্থানীয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিতে দুগুণ প্রকাশ করে ডা. শফিকুর রহমান সবাইকে ধৈর্য ধারণ ও শান্তি বজায় রাখার আহ্বান জানান। একই সঙ্গে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়াতে এবং আলোচনার ভিত্তিতে একটি মানবিক ও বাস্তবসম্মত সমাধান খুঁজে বের করতে সরকারের প্রতি জোর দাবি জানান তিনি।



SECI

Sonali Exchange Co. Inc.

Secure, Fast, Reliable.

বাংলাদেশে টাকা পাঠাবেন? সোনালী এক্সচেঞ্জ আসুন

জ্যামাইকা, জ্যাকসন হাইটস ও ব্রক্স শাখা সপ্তাহে ০৭ দিনই খোলা থাকে



- আমরা দিচ্ছি সর্বোচ্চ রেট
- আমরা টাকা পাঠাতে কোন ফি নেই না
- আমরা সকল ব্যাংকে একই রেট দিয়ে থাকি
- আমাদের ক্যাশ পিকআপ ও বিকাশ রেটও সমান
- আমরা দিচ্ছি ২.৫০% সরকারী প্রণোদনার নিশ্চয়তা

ঘরে বসে টাকা পাঠাতে
আপনার মোবাইল থেকে

Sonali Exchange Mobile App

ডাউনলোড করে রেজিস্ট্রেশন করুন
যোগাযোগ- ২১২-৮০৮-০৭৯০

সোনালী এক্সচেঞ্জ কোম্পানী ইন্ক

SONALI EXCHANGE CO. INC.

সোনালী ব্যাংক পিএলসি এর একটি অঙ্গ প্রতিষ্ঠান

LICENSED AS INTERNATIONAL MONEY TRANSMITTER BY THE DFS NY, DF&I NJ, DIFS MI, DB&F GA, OCFR MD AND FLOFR FL

NMLS NO. 1098789

সোনালী এক্সচেঞ্জ এর মাধ্যমে রেমিটেন্স করুন, দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গর্বিত অংশীদার হউন।
রেমিটেন্স সংক্রান্ত তথ্যের জন্য নিম্নের যে কোন শাখায় যোগাযোগ করুন

CORPORATE 212-808-0790	ATLANTA 770-936-9906	BROOKLYN 718-853-9558	JACKSON HTS 718-507-6002
BRONX 718-822-1081	JAMAICA 347-644-5150	MICHIGAN 313-368-3845	OZONE PARK 347-829-3875
PATERSON 973-595-7590			

আমাদের সার্ভিস নিন - আপনাকে সেবা করার সুযোগ দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রঙ্গভরা বঙ্গদেশ

হাওড় ও পাহাড়বেষ্টিত নেত্রকোনা জেলা থেকে হারিয়ে গেছে অসংখ্য নদনদী

হাওড় ও পাহাড়বেষ্টিত নেত্রকোনা জেলা থেকে হারিয়ে গেছে অসংখ্য নদনদী। যেগুলো কোনমতে বেঁচে রয়েছে সেগুলোও এখন অস্তিত্বসংকটে। যে নদীগুলোর জন্য এ অঞ্চলে ব্যবসার প্রসার ঘটেছিল সে নদীগুলো চিহ্নও নেই। যেমন আটপাড়া উপজেলায় ঈশা খাঁর শাসনামলে তুঘাই কেন্দুয়ায়ও বেতাই নদীর কারণে মোগল বা সুলতানি আমলে সৈন্যদের স্থাপনা গড়ে উঠেছিল, যা এখন কাগজে পত্রও নেই। যেগুলোর নাম কিছুটা এখনো রয়ে গেছে তার মধ্যে পাটেশ্বরী, ঘোরাউত্রা, পিআইন, আত্রাখালি, নাগেশ্বরী, সাইডুলি, মগরা, ধলাই, ঝিটাই, বালচ, বউলাই,



মহাদেও, গনেশ্বরীসহ আরও বেশ কয়েকটি। বর্ষা এলেই কিছুটা সচল থাকে। জেলা পানি উন্নয়ন বোর্ড ও সংশ্লিষ্ট একাধিক সূত্রে জানা গেছে, জেলায় বর্তমানে সাতটি বড় নদনদীসহ মোট ১২২টি ছোট-বড় নদী ও খাল থাকার কথা। তবে পানি উন্নয়ন বোর্ডের তালিকায় রয়েছে ৯৫টি। বড় সাতটি নদনদী হলো-সোমেশ্বরী, কংস, মগড়া, উদ্ধাখালী, ধনু, ভোগাই ও গুমাই। এ ছাড়া ছোট ১১৫টি নদী বর্তমানে খালে পরিণত হয়েছে। যেমন নেত্রকোনা জেলা শহরকে সাপের মতো প্যাঁচিয়ে রাখা মগড়া নদীটি দখলে আর দৃশ্যে এখন মৃত্যুপথযাত্রী। এ নদীর দখল উচ্ছেদ নিয়ে উচ্চ আদালতের রায় থাকার পরও প্রশাসন নদী উদ্ধারে হাতই দিতে পারছে না অদৃশ্য কারণে। পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী মোহাম্মদ সাখাওয়াত হোসেন বলেন, ‘সমীক্ষা করে সব নদী পুনঃজীবিত করা হবে। মগড়া নদীটি উদ্ধারে এই মৌসুমেই কাজ শুরু হবে।’ জেলা প্রশাসক খন্দকার মুশফিকুর রহমান বলেন, ‘মগড়া নদীর দখল-দৃশ্য থেকে উদ্ধারের কাজে শার্ট টাইম, মিড টাইম ও লং টাইম কাজের উদ্যোগ নেব।’

অস্তিত্বসংকটে রাজশাহীর ২১ নদনদী

কাজী শাহেদ, নগরীর বর্জ্য মিশছে পদ্মা নদীতে। ছবিটি বড়কুঠি এলাকা থেকে তোলা -বাংলাদেশ প্রতিদিনরাজশাহী শহরের গা ঘেঁষে বয়ে গেছে পদ্মা নদী। নদীর তীরে অবস্থিত ‘লালন শাহ মুক্তমন্ড’-এর সামনে অবৈধভাবে গড়ে তোলা হয়েছে শতাধিক স্থায়ী ও অস্থায়ী দোকান। জেলার প্রায় ৫০টি স্থানে একই পরিস্থিতি। মহানগর এলাকার সমস্ত বর্জ্য ও পয়োনিষ্কাশনের পানি বারনই নদীর মাধ্যমে পবা উপজেলার সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ছে, যা ফসল উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়। দখল-দৃশ্য আর মূল নদীর সঙ্গে সংযোগ না থাকায় ধুকছে রাজশাহীর ২১টি নদনদী। দুই পাড় দখল ও দীর্ঘদিন থেকে নদী খনন না করায় বেশির ভাগ নদনদী মৃত প্রায় হয়ে পড়েছে। দখলদারদের তালিকা হলেও এসব অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা যায়নি। রাজশাহীর ২১টি নদীর মধ্যে বেশির ভাগ নদী মৃতপ্রায়। নদীগুলো হলো-নারদ, সন্ধ্যা, স্বরমঙ্গলা, দয়া, বারাহী, হোজা ও মুসা খান। এ ছাড়া রাজশাহীর বারনই, বাগমারার ফকিরনাসহ বাকি নদীগুলোর নেই কোনো পানি প্রবাহ। সবকটি নদীর উৎসমুখ রাজশাহীতে। নগরীর তালাইমারী এলাকায় ছিল স্বরমঙ্গলা নদীর উৎসমুখ। খরস্রোতা এ নদীটি মহানগরীর কাজলা-জামালপুর ও নামোভদ্রা এলাকা দিয়ে প্রবাহিত হতো। নদীটি রাজশাহীর পবা এলাকার ললিতাহার, ভালুকপুকুর, রামচন্দ্রপুর হয়ে ফলিয়ার বিলে গিয়ে পতিত হয়। এখন নদী বলে এর আর কোনো পরিচয় নেই। বারাহী নদীর উৎসমুখ রাজশাহী মহানগরীর ফুদকিপাড়া মহ-ল্লায় পদ্মা থেকে। মহানগরীর ভিতর দিয়ে বয়ে যাওয়া তিনটি নদীর এটি অন্যতম। নদীটি পবা থানার মহানন্দখালী গ্রামে বারনই নদীতে গিয়ে পড়েছে। উৎস থেকে প্রথম পাঁচ কিলোমিটারে নদীর কোনো অস্তিত্ব নেই। ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ এ নদীটির বাকি অংশটুকুও মৃত। দয়া নদীটি স্বরমঙ্গলা নদীর একটি শাখা। নদীটি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম দেয়াল বরাবর উত্তর দিকে বয়ে গেছে। এখনো বিশ্ববিদ্যালয়ের পশ্চিম দেয়ালের পাশে তাকালে নদীর রেখা বোঝা যায়। রেললাইনের উত্তর পাশে দয়া নদীর খাতটি এখনো বেশ স্পষ্ট। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ খনন করে এটি একটি পুকুরের আকৃতি তৈরি করেছে। নদীটি রাজশাহীর মেহেরচণ্ডী, খড়খড়ি বাজার, কুখণ্ডী, বামন শিকড়, মল্লিকপুর, তেবাড়িয়া, সারাপুংর হয়ে ঘোলহারিয়া গ্রামে আবার স্বরমঙ্গলা নদীতে মিলিত হয়ে ফলিয়ার বিলে পতিত হয়। ফলিয়ার বিল থেকে স্বরমঙ্গলা এবং দয়া নদীর সম্মিলিত প্রবাহটি হোজা নাম ধারণ করে রাজশাহীর দুর্গাপুর থানার পলাশবাড়ী গ্রামের মধ্য দিয়ে পূর্বমুখী প্রবাহ পথে তিন কিলোমিটার বয়ে যায়। এরপর উত্তরমুখী হয়ে বর্ধনপুর, টোপকুরিয়া, সিংগা, দুর্গাপুর, পানানগর, দমদমা, চকপলাশী, গাঙধোপাপাড়া, এগোহালি, গোবিন্দনগর হয়ে পুঠিয়ার কানাইপাড়ার মধ্য দিয়ে মুসা খান নদীতে পতিত হয়েছে। এ নদীর দমদমা থেকে কান-ইপাড়া পর্যন্ত দীর্ঘ ৯ কিলোমিটার এলাকার প্রবাহ



পথটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে বেদখল হয়ে গেছে। নারদ ঐতিহাসিক নদ। এর মোট তিনটি প্রবাহ। বর্তমানে এর উৎসমুখসহ প্রায় ১৫ কিলোমিটার অংশ সম্পূর্ণ বেদখল হয়ে ফসলি মাঠ ও বিভিন্ন স্থাপনা নির্মিত হয়েছে। বাকি অংশ এখনো নদীর আদলে মৃতপ্রায়। বাংলাদেশ পরিবেশ পরিবেশ (বাপা) রাজশাহী জেলা শাখার সভাপতি জামাত খান বলেন, ‘সরকারি-বেসরকারি নানা উদ্যোগে নদী দখল হয়েছে। এখনো হচ্ছে। যেন দেখার কেউ নেই।’ পানি উন্নয়ন বোর্ডের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুল ইসলাম অঙ্কুর বলেন, ‘যে নদীগুলো এখনো দৃশ্যমান সেগুলো রক্ষায় আমরা কাজ করছি।’

নামাজের সময়সূচী								
	অক্টোবর	০১	০২	০৩	০৪	০৫	০৬	০৭
	ফজর	০৩:৪৭	০৩:৫৫	০৩:৫৬	০৩:৫৭	০৩:৫৮	০৩:৫৯	০৪:০০
	যোহর	০১:০১	১১:৪১	০১:০১	০১:০২	০১:০২	০১:০২	০১:০৩
	আসর	০৪:৫৯	০৪:৫৯	০৫:০০	০৫:০১	০৫:০১	০৫:০২	০৫:০২
	মাগরিব	০৮:৩১	০৮:৩১	০৮:৩২	০৮:৩২	০৮:৩৩	০৮:৩৩	০৮:৩৪
	এশা	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১	১০:১১

আধাঘণ্টার মধ্যে সালমান মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাবের তথ্য চায় বিএফআইইউ

ঢাকা, কনটেন্ট ক্রিয়েটর সালমান মোহাম্মদ মুক্তাদিরের ব্যাংক হিসাব তলব করেছে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্সটিটিউশন ইউনিট (বিএফআইইউ)। আজ বুধবার সব ব্যাংকে চিঠি দিয়ে তার হিসাব খোলার ফরম, হালন-গাদ লেনদেন বিবরণীসহ যাবতীয় তথ্য চাওয়া হয়েছে। চিঠিতে আধাঘণ্টার মধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্য দিতে বলা হয়েছে। একটি গোয়েন্দা সংস্থার চাহিদার পরিশ্রেক্ষিতে তথ্য চাওয়া হয় বলে একটি সূত্র জানিয়েছে।

গত শনিবার শনিবার রাত সাড়ে ১০টার দিকে রাজধানীর ইসিবি চত্বরের নিউগ্রিনি প্রপার্টিজে সালমানের স্টুডিওতে হামলা, ব্যাপক ভাঙচুর ও মালামাল লুট হয়। পরে তিনি অভিযোগ করেন বিএনপির লোকজন তার কাছে চাঁদা দাবি করেছিলেন। চাঁদা না দেওয়ায় তার স্টুডিওতে হামলা হয়েছে। তার এই বক্তব্যের পর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রিসহ সরকারের অনেকে প্রতিক্রিয়া জানান। এখন লেনদেন ক্ষতিয়ে দেখার উদ্যোগ নিল সরকার।

কানাডা থেকে ৮ মাসে ৩৪০ বাংলাদেশি বহিষ্কার

ঢাকা, কানাডায় অভিবাসন আইন প্রয়োগের অংশ হিসেবে চলতি বছরের প্রথম আট মাসে ১৪ হাজার ৮৯৭ জন বিদেশি নাগরিককে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৩৪০ জন বাংলাদেশি।

কানাডা বর্ডার সার্ভিসেস এজেন্সির (সিবিএসএ) সর্বশেষ প্রকাশিত পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত এসব বহিষ্কার কার্যকর করা হয়। জাতীয়তা অনুযায়ী বহিষ্কারের সংখ্যায় শীর্ষে রয়েছে ভারত। দেশটির ৪ হাজার ২২৭ জন নাগরিককে এ সময়ে কানাডা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। এরপর রয়েছে মেক্সিকো-২ হাজার ২৮২ জন। এ ছাড়া যুক্তরাষ্ট্রের ৬০১, কলম্বিয়ার ৫৮০, হাইতির ৫৩৫ এবং রোমানিয়ার ৪৩৩ জন নাগরিককে বহিষ্কার করা হয়েছে। বাংলাদেশিদের সংখ্যা ৩৪০ জন, যা জাতীয়তা অনুযায়ী সপ্তম সর্বোচ্চ।

সিবিএসএর তথ্য অনুযায়ী, বহিষ্কারের সবচেয়ে বড় কারণ ছিল শরণার্থী আবেদন-সংক্রান্ত নিয়ম না মানা। এ কারণে আট মাসে ১২ হাজার ৫ জনকে কানাডা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

এ ছাড়া অন্যান্য অভিবাসনসংক্রান্ত নিয়ম না মানার কারণে ১ হাজার ৭৯৪ জন এবং অপর-ধর্মলক কর্মকাণ্ডের কারণে ৮৯৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। অভিবাসন আবেদনে ভুল বা বিভ্রান্তিকর তথ্য দেওয়ার কারণে ৮৮ জন এবং অন্যান্য কারণে ১১৩ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

বহিষ্কারের ধরনেও পার্থক্য রয়েছে। মোট ১৪ হাজার ৮৯৭ জনের মধ্যে ৮ হাজার ৫৭৭ জনের ক্ষেত্রে বহিষ্কার আদেশ, ৩ হাজার ৩০৩ জনের ক্ষেত্রে প্রস্থান আদেশ এবং ৩ হাজার ১৭ জনের ক্ষেত্রে বহিষ্কার-নিষেধাজ্ঞা আদেশ কার্যকর করা হয়েছে।

মাসভিত্তিক হিসাবে জানুয়ারিতে ২ হাজার ৬৫৮ জনকে কানাডা থেকে বহিষ্কার করা হয়। ফেব্রুয়ারিতে এ সংখ্যা ছিল ১ হাজার ২৭০, মার্চে ১ হাজার ৪৩২, এপ্রিলে ১ হাজার ৯১৭, মে মাসে ২ হাজার ৩৬৯, জুনে ১ হাজার ৭৯১, জুলাইয়ে ১ হাজার ৮৩৭ এবং আগস্টে ১ হাজার ৬২৩ জন।

সিবিএসএর পরিসংখ্যানে আরও দেখা যায়, ৩১ আগস্ট পর্যন্ত ১ হাজার ৩৬৮ জন বাংলাদেশি নাগরিকের বহিষ্কার প্রক্রিয়া চলমান ছিল। একই সময়ে পুরো কানাডায় বহিষ্কার প্রক্রিয়াধীন ব্যক্তির সংখ্যা ছিল ৪৯ হাজার ৫৩৬ জন।

বহিষ্কার প্রক্রিয়াধীন ব্যক্তিদের মধ্যে ভারতীয় নাগরিকের সংখ্যা ১০ হাজার ২৯৫ এবং মেক্সিকার নাগরিক ৬ হাজার ১০২ জন।

পূজার সময়সূচী	
	কুইন্সের সকল হিন্দু মন্দিরের সময়সূচী সকাল ৭ টা থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত। সকাল ৭ টায় আরতী ও ভোরের পূজা। সন্ধ্যা ৭ টায় আরতী ও সন্ধ্যা পূজা। (এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে প্রদেহিত গণ নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা অর্চনা করত থাকেন)



সিউড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে অনুব্রত মণ্ডলের ওপর হামলার ঘটনায় আটক করা তিন যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সিউড়ি: গতকাল বুধবার বিকেলে সিউড়ির তৃণমূল কার্যালয়ে অনুব্রত মণ্ডলের ওপর হামলার ঘটনায় আটক করা হয়েছিল তিন যুবককে। আর ঠিক মাঝরাতেই অভিযুক্তদের ছেড়ে দিল পুলিশ। অভিযুক্ত আকাশ দেবনাথ, বাস্তু বীরবংশী এবং রিশয় গোরকে ছেড়ে দেওয়ার বিষয়ে পুলিশের স্পষ্ট যুক্তি, বুধবার অনেক রাত পর্যন্ত খোদ অনুব্রত বা তাঁর অনুগামীদের তরফে থানায় কোনোরকম লিখিত অভিযোগই দায়ের করা হয়নি। আর এই অভাবনীয় ঘটনাকে ঘিরেই বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা শুরু হয়েছে। যার দাপটে একসময় গোটা জেলা বাঘে-গরুতে এক ঘাটে জল খেত, তাঁর ওপর প্রকাশ্যে লাঠি নিয়ে হামলা হওয়ার পরেও এই রহস্যময় নীরবতার কারণ কী?

জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই তিন যুবকের বাড়ি সিউড়ির হাটজনবাজার এলাকায়। তবে মাঝরাতে থানা থেকে ছাড়া পাওয়ার পর আজ বৃহস্পতিবার আর তাঁদের মধ্যে কেউই বাড়ি ফেরেনি। স্থানীয়দের দাবি, এলাকার রাজনৈতিক দাদাদের বদান্যতায় বেড়ে ওঠা এই যুবকদের কোনো স্থায়ী কাজ নেই। গোটা এলাকায় দাদাগিরির সুনাম তাদের জন্য যথেষ্টই। বিজেপির স্থানীয় যুব নেতা সুজয় কৃষ্ণ বসু জানিয়েছেন, ওই যুবকরা সরাসরি দলের কর্মী না হলেও তারা বিজেপি সমর্থক। সুজয়ের কথায় দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ থেকেই এই হামলা করা হয় বলে আশঙ্কা করা গিয়েছে। পুলিশের সমর্থন নিয়ে অনুব্রত এতদিন স্নেহ কাণ্ডজে বাঘ ছিল। আগের দিনের ঘটনাতেই তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে এত কিছু পরেও কেউ কেন নীরব, তা নিয়েই উঠছে বড় প্রশ্ন। তাহলে কি তৃণমূল বিধায়ক কাজল শেখের দাবিই সত্যি? কাজলের দাবি ছিল, সরকারি নিরাপত্তা ফিরে পেতেই কেউ এই হামলার সাজানো নাটক করেছেন। সত্যিই হামলার উদ্দেশ্য থাকলে হামলাকারীরা তাঁকে অক্ষত অবস্থায় ছেড়ে যেত না। এই তত্ত্বকে সবচেয়ে বেশি জোরালো করেছে বুধবারের এই বিশেষ ঘটনা। জানা গিয়েছে, হামলার সময় তৃণমূল কার্যালয়ে বা পরে থানায় কেউ অনুগামীরা উপস্থিত থাকলেও, কেউই কিন্তু হামলাকারীদের আটকাতে বা প্রতিরোধ করতে একটুও এগিয়ে আসেননি। যদি সত্যিই এটি সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হত, তবে অনুব্রত কেন পুলিশে অভিযোগ জানিয়ে দোষীদের শাস্তির দাবি করলেন না? কেনই বা তাঁর অনুগামীরা গোটা ঘটনায় আদ্যোপান্ত নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলেন? পুলিশ হেফাজতে অভিযুক্তরা বেশিদিন আটকে থাকলে জেরার মুখে পড়লে নাটক-এর আসল চিত্রনাট্য ফাঁস হয়ে যাওয়ার ভয় ছিল? অনুব্রতের নীরবতায় হামলাকারীদের বিনা বাধায় পার পেয়ে যাওয়ার ঘটনা বীরভূমের রাজনীতিতে এখন সেই প্রশ্নগুলোকেই সবচেয়ে বেশি জোরালো করে তুলল।

সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত প্রতিবেদন ১৩০ বার পেছাল

ঢাকা, উচ্চপর্যায়ের টাস্কফোর্স কমিটি গঠন করা হলেও সাংবাদিক দম্পতি সাগর সরওয়ার ও মেহেরুণ রুনি হত্যা মামলার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার সময় আরও একবার পেছাল। বুধবার মামলার তদন্ত কর্মকর্তা প্রতিবেদন দিতে না পারায় ফের তারিখ পেছানো হয়। ঢাকা মহানগর হাকিম আরিফুল ইসলাম প্রতিবেদন দাখিলের পরবর্তী দিন ৫ নভেম্বর ধার্য করেন। এ নিয়ে প্রতিবেদন দাখিলের দিন ১৩০ বার পেছাল।

ক্ষমতাচ্যুত আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের বার্তা সম্পাদক সাগর সারোয়ার ও এটিএন বাংলার জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক মেহেরুণ রুনিকে হত্যা করা হয়। এ ঘটনায় নিহত রুনির ভাই নওশের আলম রোমান শেরেবাংলা নগর থানায় একটি হত্যা মামলা করেন।

এ মামলার আসামিরা হলেন রফিকুল ইসলাম, বকুল মিয়া, মাসুম মিন্টু, কামরুল ইসলাম ওরফে অরুণ, আবু সাঈদ, সাগর-রুনির বাড়ির দুই নিরাপত্তারক্ষী পলাশ রত্ন পাল ও এনায়েত আহমেদ এবং তাদের ‘বন্ধু’ তানভীর রহমান খান। এদের মধ্যে তানভীর জামিনে রয়েছে। পলাশ রত্ন পাল জামিনে গিয়ে পলাতক হয়েছেন। অপর আসামিরা কারণারে রয়েছে।

প্রথমে মামলার তদন্ত কর্মকর্তা ছিলেন ওই থানার এক উপ-পরিদর্শক (এসআই)। ঘটনার চারদিন পর চাঞ্চল্যকর এই হত্যা মামলার তদন্তভার ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) কাছে হস্তান্তর করা হয়। দুই মাসেরও বেশি সময় তদন্ত করে রহস্য উদ্‌ঘাটনে ব্যর্থ হয় ডিবি। পরে হাইকোর্টের নির্দেশে একই বছরের ১৮ এপ্রিল হত্যা মামলাটির তদন্তভার র্যাবের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

এ সপ্তাহের জন্মভূমির কার্টুন



বৌদ্ধদের পূজার সময়সূচী		চার্চে প্রার্থনার সময়সূচী	
	মন্দির খোলা থাকে সকাল ৬ টা থেকে রাত ৮ টা পর্যন্ত। ভোরের পূজা ৬ টায় দুপুরের পূজা ১২ টায় সন্ধ্যার পূজা ৬ টায় (এছাড়াও পূণ্যার্থীদের অনুরোধে নিয়মিত সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত পূজা করা হয়)		নিউইয়র্ক এলাকার সকল গীর্জা খোলা থাকে সকাল ৮ টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। প্রতি রবিবার সকাল ১১ টায় প্রার্থনা ও মধ্যরাতে বিশেষ প্রার্থনা করা হয়। (এছাড়াও প্রতিদিনই পূণ্যার্থীদের সমাগম ঘটে ও প্রার্থনা করা হয়)

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



গুগলের সিইও সুন্দর পিচাইকে কেন ‘দানব’ বললেন ট্রাম্প

ওয়াশিংটন ডেস্ক ৪: হোয়াইট হাউসে সিলিকন ভ্যালির শীর্ষ প্রধানদের নিয়ে এক চমৎকার দুপুরের খাবারের আয়োজন করেছিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। খাবার শেষে সাংবাদিকদের সামনে কথা বলার সময় গুগলের প্রধান নির্বাহী সুন্দর পিচাইকে নিয়ে ছট করে এক মজার মন্তব্য করেন তিনি।

ট্রাম্প হঠাৎ সুন্দর পিচাইকে ‘দানব’ বলে ডাকেন, তবে সাথে সাথেই তার সফল ও বামেলাহীন জীবনের প্রশংসাও করেন। ট্রাম্পের মুখে এমন অদ্ভুত কথা শুনে সবাই বেশ অবাক হন, আর ভিডিওতে দেখা যায় সুন্দর পিচাইও বেশ হাসিমুখে এর দারুণ এক উত্তর দিয়েছেন।

ঘটনাটি তখন ঘটে যখন ট্রাম্প সুন্দর পিচাইকে কিছু বলার জন্য ডাকেন। ট্রাম্প তাকে বলতে বলতেই নিজেই খামিয়ে দিয়ে বলে ওঠেন, এই লোকটা একটা দানব, আর কেউ তাকে সেভাবে চেনেই না। কী দারুণ একটা জীবন! দানব হয়েও তাকে কোনো বামেলা পোহাতে হয় না। আপনার শুধু এটুকুই জানা দরকার—সুন্দর! সুন্দর হলো তার নাম...।

ট্রাম্পের এমন মজার রসিকতার জবাবে সুন্দর পিচাই মুচকি হেসে বুদ্ধিমত্তার সাথে পাল্টা বলেন, আশা করি এটি আমার সম্পর্কে বলা অন্য যেকোনো কথার চেয়ে বেশ ভালো একটা ট্যাগলাইন হবে...।

এদিকে এই হাসাহাসির বাইরেও অনুষ্ঠানে প্রযুক্তি দুনিয়ার বড় বড় কর্তারা একত্রিত হয়েছিলেন। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই প্রযুক্তির নিরাপদ ও সঠিক ব্যবহার নিশ্চিত করতে ট্রাম্পের সাথে গুগলের সুন্দর পিচাই, মাইক্রোসফটের সত্য নাদেলা, মেটার মার্ক জাকারবার্গ, ইলন মাস্ক ও এনভিডিয়ার প্রধানরা একটি বড় চুক্তিতে সই করেছেন।

‘দ্য হোয়াইট হাউস অ্যাকর্ড অন সুপার ইন্টেলিজেন্স’ নামের এই চুক্তির উদ্দেশ্য হলো, উন্নত প্রযুক্তি যেন নিরাপদে মানুষের উপকারে আসে এবং কোনো ঝুঁকি তৈরি না করে। অনুষ্ঠানে সুন্দর পিচাই জানান, গুগল গত দুই বছরে তাদের এআই প্রযুক্তির পেছনে শত শত বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ করেছে এবং সামনেও এই ধারা বজায় রাখবে। মানুষের জীবন সহজ করা এবং প্রযুক্তির ওপর সাধারণ মানুষের আস্থা টিকিয়ে রাখাই তাদের মূল লক্ষ্য। এই চুক্তির মাধ্যমে প্রযুক্তি কোম্পানিগুলো কড়া নিয়ম মেনে ও যাচাই-বাছাই করে এআই মডেলগুলো তৈরি করতে সম্মত হয়েছে।

বিদেশে বাংলাদেশ মিশনে এমপিদের সফর ও সভা নিয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নতুন নির্দেশনা

ঢাকা : বিদেশে বাংলাদেশি মিশনে সংসদ সদস্যদের সফর, সভা বা অনুষ্ঠান আয়োজনের বিষয়ে নতুন নির্দেশনা দিয়েছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এখন থেকে বিদেশে সফররত কোনো সংসদ সদস্য বাংলাদেশ মিশন বা চ্যান্সেলর ব্যবহারের অনুরোধ করলে তা পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে করতে হবে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রশাসন অণুবিভাগের মহাপরিচালক মো. নূরুল ইসলাম বিদেশে বাংলাদেশের সব মিশনের প্রধানকে পাঠানো এক ‘গোপনীয় বার্তা’য় এ নির্দেশনা দেন। বার্তায় বলা হয়েছে, সংসদ সদস্যরা বিভিন্ন সময় বিদেশে বাংলাদেশের মিশনগুলোতে যাওয়ার অগ্রহ প্রকাশ করেন। এ সময় তারা মিশনের চ্যান্সেলরিতে বৈঠক করার পাশাপাশি স্বাগতিক সরকারের কর্মকর্তা বা বেসরকারি খাতের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সভা ও বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য মিশন ব্যবহারের অনুরোধ করেন।

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, এখন থেকে এ ধরনের সব অনুরোধ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে করতে হবে। কোনো সংসদ সদস্য সরাসরি বিদেশি মিশনের সঙ্গে এ বিষয়ে যোগাযোগ করলে বিষয়টি তাকে বা সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যদের জানিয়ে দিতে বলা হয়েছে। চিঠিতে বিদেশে বাংলাদেশের সব মিশনের প্রধানকে এ সিদ্ধান্ত অনুসরণ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সংসদ সদস্যদের সফরকালে তাদের জন্য কোনো কর্মসূচি আয়োজনের আগে মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে বিষয়টি সম্পন্ন করার নির্দেশনাও দেয়া হয়েছে। গত ২৭ সেপ্টেম্বর জারি করা ওই বার্তাটিতে বিদেশে বাংলাদেশের সব মিশনকে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছে।

বাংলাদেশসহ ১৯ দেশের বিশেষ ওষুধে ১০০% শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা যুক্তরাষ্ট্রের

লন্ডন ডেস্ক ৪: বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১৯টি দেশ থেকে আমদানি করা নির্দিষ্ট বিশেষ ওষুধে ১০০ শতাংশ শুল্ক ছাড়ের ঘোষণা দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র। ১৯টি দেশ বাদে অন্য দেশগুলোকে যুক্তরাষ্ট্রে এ ওষুধ বা এগুলোর উপকরণ রপ্তানি করলে মূল্যের অনুপাতে শুল্ক দিতে হবে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড ২৯ সেপ্টেম্বর এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে। এতে বলা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এই ১৯ দেশের তালিকা ফেডারেল রেজিস্টারে প্রকাশ করেছে। আজ মঙ্গলবার থেকেই এই দেশগুলো বাদে বাকি দেশগুলোর নির্দিষ্ট বিশেষ ওষুধ বা উপকরণের ওপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ কার্যকর হবে। গত ২ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প একটি আদেশ জারি করেন। এতে বলা হয় পেটেন্টকৃত ফার্মাসিউটিক্যালস, বায়োলজিকস এবং এর সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলো আমদানি করলে মূল্যের অনুপাতে ১০০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। মূলত যুক্তরাষ্ট্রেই এসব ওষুধ উৎপাদনে অগ্রহী করতেন তিনি শুল্ক আরোপ করেন। শুল্কমুক্তযোগ্য ওষুধ পণ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে বিরল রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত সব ওষুধ, বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসায় ব্যবহৃত ওষুধ, সেল থেরাপি, জিন থেরাপি, অ্যান্টিবডি ড্রাগ কনজুগেটস এবং প্রাণীদের ওষুধ। এরসঙ্গে এসব ওষুধের উপকরণেও ১৯টি দেশের পণ্য শুল্ক সুবিধা পাবে।

বাংলাদেশসহ এই সুবিধা পাওয়া অন্য দেশগুলো হলো ভারত, আর্জেন্টিনা, কম্বোডিয়া, ইকুয়েডর, এল সালভেদর, ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশ, ওয়েতেমালা, ইন্দোনেশিয়া, জাপান, জর্ডান, মালয়েশিয়া, উত্তর মেসেডোনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, সুইজারল্যান্ড, লিশটেনস্টাইন, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, যুক্তরাজ্য এবং ভিয়েতনাম।

মার্কিন বাণিজ্য মন্ত্রণালয় বলেছে, এসব দেশগুলো এই শুল্কমুক্ত সুবিধা পাবে কারণ যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তাদের বাণিজ্য ও নিরাপত্তা চুক্তি আছে বা ভবিষ্যতে হবে। সূত্র : বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড।

আইফেল টাওয়ারের প্রধান পদত্যাগ করছেন, কারণ কী

লন্ডন ডেস্ক ৪: নারী কর্মীদের সরিয়ে তাঁদের জায়গায় পুরুষ সহকর্মীদের দায়িত্ব দেওয়ার ঘটনায় তীব্র সমালোচনার মুখে পদ ছাড়ছেন আইফেল টাওয়ার পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এসইটির প্রধান নির্বাহী প্যাট্রিক ব্রুকো রুইভো। চলতি বছরের শেষেই তিনি পদ ছাড়বেন।

প্যারিসের বিখ্যাত এই স্থাপনা পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান এসইটিই এক বিবৃতিতে জানিয়েছে,

২০১৮ সাল থেকে প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালকের দায়িত্বে থাকা রুইভো বছরের শেষে সরে দাঁড়াবেন।

একটি হিন্দুধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিদের আইফেল টাওয়ার সফরকে কেন্দ্র করে এ ঘটনা ঘটে। চলতি মাসের শুরুতে বোচাসানবাসী অক্ষর পুরুষোত্তম স্বামীনারায়ণ সংস্থার (বিএপিএস) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট প্রায় ১০০ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল আইফেল টাওয়ার পরিদর্শনে যায়। ওই সফরের সময় নারী কর্মীদের সরিয়ে তাঁদের জায়গায় পুরুষ সহকর্মীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়।

হাদির নাম মুছে আগের নামেই ফিরছে ‘শেখ মুজিবুর রহমান হল’

ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শেখ মুজিবুর রহমান হলের গেটে আবারও আগের নামফলক ফিরিয়ে আনা হচ্ছে। ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ নামফলক সরিয়ে সেখানে ‘শেখ মুজিবুর রহমান হল’ লেখা হবে।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) দুপুর ২টার দিকে হলের গেট থেকে ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ নামটি সরিয়ে ফেলার কার্যক্রম শুরু হয়।

এ সংক্রান্ত একটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেছেন শেখ মুজিবুর রহমান হল সংসদের বহিরাঙ্গন ক্রীড়া সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান। পোস্টে তিনি লেখেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুজিব হলের সামনে এসে অনেকে বিভ্রান্ত হয়ে যায় হল চিনতে। আজ থেকে আর সেই বিভ্রান্তি থাকবে না। আগের নামটি ছিঁড়ে ফেলা হচ্ছে।’ এ বিষয়ে ইত্তেফাক ডিজিটালকে আব্দুল্লাহ আল নোমান বলেন, ‘‘হল প্রশাসনের পক্ষ থেকেই ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ নামটি সরিয়ে ফেলা হচ্ছে।’’

বিষয়টি জানতে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি ফোনে এ বিষয়ে কথা বলতে রাজি হননি। তিনি বলেন, ‘হল অফিসে এসে যোগাযোগ করেন, যথাযথ তথ্য পেয়ে যাবেন।’

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালে ডিসেম্বর মাসে গুলিবিদ্ধ হয়ে ওসমান হাদির মৃত্যুর পর একদল বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থী শেখ মুজিবুর রহমান হলের গেটের নাম পরিবর্তন করে ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ নাম দেন।



প্রথমবারের মতো নারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মরক্কো

লন্ডন ডেস্ক ৪: মরক্কোর প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে কীতিমা জাহরা আল মানসুরিকে মনোনীত করেছেন দেশটির বাদশাহ ষষ্ঠ মোহাম্মদ। এর মাধ্যমে তিউনিশিয়ার নাজলা বুদেনের পর তিনি আরব বিশ্বের দ্বিতীয় নারী হিসেবে সরকার পরিচালনার দায়িত্ব পেলেন।

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত সংসদীয় নির্বাচনে ফাতিমার মধ্যপন্থী দল ‘অথেন্সিসিটি অ্যান্ড মডার্নিটি পার্টি’ (পাম) সর্বাধিক ৯৭টি আসন পেয়ে জয়লাভ করে। জয়ের পর দলটির শীর্ষ নেতা ফৌজি লেকজাকে পেছনে ফেলে ৫০ বছর বয়সী মানসুরিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বেছে নেন বাদশাহ।

বিবিসির প্রতিবেদন অনুযায়ী, পেশায় আইনজীবী মানসুরি মরক্কোর মোহাম্মদ ভি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শেষে ফ্রান্স ও যুক্তরাষ্ট্র থেকে করপোরেট আইনে উচ্চতর ডিগ্রি নেন। ২০০৯ সালে তিনি মারাকেশের প্রথম নারী মেয়র হন এবং পরবর্তীতে বিদায়ি জোট নগর পরিকল্পনা ও আবাসন মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন।

প্রধানমন্ত্রীর আসনে বসার আগে এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বাদশাহকে ‘নারীদের সবচেয়ে বড় সমর্থক’ হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, সরকারের নেতৃত্ব দেওয়া তার জন্য একটি বিরাট সম্মান। তবে রাজনীতিতে নারীদের অধিকার বা উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিতর্কিত বিষয়ে তিনি সব সময়ই দেখে শুনে কথা বলেছেন। নিজেকে ‘লৌহ নারী’ ভাবতেও নারাজ তিনি।

মরক্কোর সংবিধানে জয়ী দল থেকে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনের নিয়ম থাকলেও একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার জন্য ১৯৮টি আসনের প্রয়োজন হয়।

ফলে পাম দলকে এখন সরকার গঠনের জন্য অন্য দলগুলোর সঙ্গে জোট তৈরি করতে হবে। বিদায়ি ক্ষমতাসীন দল আরএনআইর সঙ্গে সম্পর্ক ছিল হওয়া এবং ইসলামপন্থী পিজিডি পার্টি বিরোধী দলে থাকার ঘোষণা দেওয়ায় নতুন জোট গঠন নিয়ে এখন তৈরি হয়েছে কৌতূহল।

শ্রেণিকক্ষে প্রধানমন্ত্রীর ‘বাংলা উচ্চারণ’ নিয়ে মন্তব্য, ঢাকা, শ্রেণিকক্ষে প্রধানমন্ত্রীর নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করার অভিযোগে কুষ্টিয়ার দৌলতপুরে গোলাম কিবরিয়া লালন নামের এক স্কুলশিক্ষককে আটক করেছে পুলিশ। অভিযুক্ত ওই শিক্ষক প্রাগপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শিক্ষক।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) বেলা ১১টার দিকে ভেড়া মারা-প্রাগপুর আঞ্চলিক মহাসড়ক এলাকা থেকে তাকে আটক করা হয়।

AJ ACCOUNTING SERVICES

Accounting, Taxes & Business Consultants

Anjan K. Bhattacharjee, MS, CPA, FCA
Certified Public Accountant
Chartered Accountant



We Provide Broad Services Including

- Computerized Book-Keeping & Accounting Services.
- New Business Set up-Corporation, LLC, P.C. Not for profit & Tax Exempt Status.
- Business Taxes Including Corporation & Partnership.
- Individual Taxes.
- Payroll, Sales & Local Taxes.
- Not for Profit Including Tax Exempt Organization.
- Audit & Certified Financial Statement.

167-09 Hillside Ave, 1st Fl Jamaica, NY 11432
Tel: 718-658-8767
Cell: 917-371-3633
Fax: 718-658-8765
abhattacharjee921@gmail.com
www.ajtaxaccounting.com

IRS APPROVED
APPROVED
E-FILE PROVIDER
NOTARY PUBLIC

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



০১ অক্টোবর ২০২৬, বাংলা ১৬ আশ্বিন ১৪৩৩

সম্পাদক	রতন তালুকদার
সহযোগী সম্পাদক	শিকদার হুমায়ন কবীর
ঢাকা প্রতিনিধি	আবুল কালাম
উত্তরবঙ্গ প্রতিনিধি	সাইফুদ্দিন আহমেদ
কলকাতা প্রতিনিধি	সোমনাথ গাঙ্গুলী
ইউরোপ প্রতিনিধি	নুরুল ইসলাম বকুল
ওয়াশিংটন প্রতিনিধি	মাইকেল বিকাশ গোমেজ
ক্যালিফোর্নিয়া প্রতিনিধি	ড. মিতুল বড়ুয়া

সম্পাদকীয়

অনলাইনে জন্মভূমি পড়ুন www.jonmobhumi.com

আর্থিক চাপে সাধারণ মানুষ

বাজারে বাড়ছে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। অন্যদিকে সাধারণ মানুষের প্রকৃত আয় বাড়ছে না।

জীবনযাত্রার সামগ্রিক ব্যয়বৃদ্ধির কারণে বেশির ভাগ মানুষ এখন দিশাহারা। পরিস্থিতি এমন দাঁড়িয়েছে, দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে সীমিত আয়ের বহু মানুষকে ঋণের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে। আয় ও ব্যয়ের অঙ্ক মেলাতে গিয়ে বাড়ছে ভোক্তাঋণ। অন্যদিকে ব্যবসা ও বিনিয়োগের জন্য ব্যাংকঋণের চাহিদা কমেছে।

উদ্বেগের কথা হলো, এভাবে চলতে থাকলে সমাজের এক অংশের মানুষ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়বে এবং ঋণ শোধের সক্ষমতাও কমে আসবে, যা গোটা অর্থনীতির জন্যই অশনিসংকেত।

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্যের বরাত দিয়ে গতকাল কালের কণ্ঠে প্রকাশিত খবরে জানা যায়, চলতি বছরের এপ্রিল থেকে জুন-এই তিন মাসে দেশে ভোক্তাঋণ বেড়েছে পাঁচ হাজার ৩৬৪ কোটি টাকা। জুন শেষে ভোক্তাঋণের স্থিতি দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৬৩ হাজার ৬৯৯ কোটি টাকা। মার্চ শেষে এ ঋণের পরিমাণ ছিল এক লাখ ৫৮ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা।

দেখা গেছে, গত বছরের সেপ্টেম্বর শেষে ভোক্তাঋণের স্থিতি ছিল এক লাখ ৫০ হাজার ৩৪১ কোটি টাকা। ডিসেম্বর শেষে তা বেড়ে দাঁড়ায় এক লাখ ৫১ হাজার ৭৩৮ কোটি টাকা। এরপর চলতি বছরের মার্চে তা বেড়ে হয় এক লাখ ৫৮ হাজার ৩৩৫ কোটি টাকা। জুন শেষে দাঁড়িয়েছে এক লাখ ৬৩ হাজার ৬৯৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ গত বছরের সেপ্টেম্বর থেকে চলতি বছরের জুন এই পর্যন্ত ৯ মাসে ভোক্তাঋণ বেড়েছে ১৩ হাজার ৩৫৮ কোটি টাকা।

সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন, অনেক পরিবার বিলাসী খরচের জন্য নয়; বরং জীবনযাত্রার বাড়তি ব্যয় মেটাতেই ব্যাংকঋণের দ্বারস্থ হচ্ছেন। অর্থাৎ মূল্যস্ফীতির কারণে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কমে যাওয়ায় শিক্ষা, চিকিৎসা ও আবাসনের মতো অপরিহার্য খাতে খরচ মেটাতেই মানুষ ঋণ নিচ্ছে। কথা হলো, এই ঋণ একজনকে দৈনন্দিন ব্যয় মেটাতে সহায়তা করছে ঠিকই, কিন্তু তার আয় বৃদ্ধিতে কি কোনো ভূমিকা রাখছে? তা যদি না হয়, তাহলে সামনের দিনে ওই পরিবারের ওপর ঋণের বোঝা বাড়বে, একই সঙ্গে আরো ঋণ গ্রহণের প্রবণতা বেড়ে যাবে, যা শেষ পর্যন্ত ভালো কিছু বয়ে আনবে না।

সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দেশের অর্থনীতিতে কিছু ইতিবাচক প্রবণতা দেখা গেলেও সংকট পুরোপুরি কাটেনি। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর কেন্দ্রীয় ব্যাংকের রিজার্ভ বেড়েছে, কিন্তু একইভাবে শিল্প খাতে বিনিয়োগ প্রত্যাশিত মাত্রায় বাড়েনি। বিশেষ করে জ্বালানি অনিশ্চয়তা দেখা দেওয়ায় উদ্যোক্তারা নতুন বিনিয়োগে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না। ফলে কর্মসংস্থান কমে যাওয়ায় দেশে বেকার সংখ্যা বাড়ছে। খবরে বলা হয়েছে, শিল্প খাতে ঋণের প্রবাহ খুবই কম। মার্চ শেষে শিল্প খাতে ব্যাংকঋণের স্থিতি ছিল সাত লাখ ৯৪ হাজার ৬৬২ কোটি টাকা। জুন শেষে তা বেড়ে হয়েছে সাত লাখ ৯৫ হাজার ২১৪ কোটি টাকা। অর্থাৎ তিন মাসে ঋণ বেড়েছে মাত্র ৫৫২ কোটি টাকা। পর্যবেক্ষকরা সতর্ক করেছেন, 'শিল্প খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি না হওয়া অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়'। শিল্পের পাশাপাশি নির্মাণ ও পরিবহন খাতের অবস্থা বিশেষ ভালো নয়। সাম্প্রতি জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধির কারণে অস্থিরতা আরো বেড়েছে।

আমরা মনে করি, চলমান সংকট কাটাতে অর্থনীতিতে প্রত্যাশিত গতি ফিরিয়ে আনাই অন্যতম কাজ। এ জন্য বেসকারি খাতে বিনিয়োগ বৃদ্ধির জন্য সরকারকে আস্থার পরিবেশ তৈরি করতে হবে। দেশি বিনিয়োগ বাড়লে, বিদেশি বিনিয়োগকারীরাও আকৃষ্ট হবে। এর পাশাপাশি বাজারে নৈরাজ্য রোধে কঠোর পদক্ষেপ নিতে হবে।

জন্মভূমি গ্রুপ ইনক কর্তৃক নিউইয়র্ক থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

Weekly Jonmobhumi

Editor & President: Ratan Talukder

Published By Jonmabhumi Group Inc.

37-39-74 Street, Jackson Height-NY-11372

Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964

Email: jonmabhumi@gmail.comWebsite: www.jonmobhumi.com

Printed in USA

উপসম্পাদকীয়

সাগর-রুনি হত্যা মামলা : তদন্ত পেছানোর বিশ্বরেকর্ড

মোদাসসের হোসেন খান

সাগর-রুনি হত্যার তদন্ত প্রতিবেদন উপস্থাপনের তারিখ ১২৯ দফা পেছানো হলো। বিক্ষুব্ধ জনগণের দাবি-তদন্তের নামে আর সময়ক্ষেপণ নয়; প্রমাণভিত্তিক প্রতিবেদন, দায় নির্ধারণ ও বিচারের পথ প্রকাশ করুন। ২০১২ সালের ১১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পশ্চিম রাজাবাজারের বাসায় খুন হন সাংবাদিক সাগর সারোয়ার ও মেহেরুন রুনি। তাদের পাঁচ বছর বয়সি ছেলে ঘরেই ছিল। প্রায় সাড়ে চৌদ্দ বছর পরও হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয়নি। ২০২৬ সালের ২৭ আগস্ট ঢাকার আদালত তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের তারিখ ১২৯তম বার পিছিয়ে ৩০ সেপ্টেম্বর নির্ধারণ করেন। আমাদের আশঙ্কা, তারিখ হয়তো আবারও পেছানো হবে। বিচার বিভাগের এ ব্যর্থতা, তা ইচ্ছা বা অনিচ্ছাকৃতই হোক, জাতির জন্য এক নির্লজ্জ ও কলঙ্কিত ঘটনা।

বিলম্বের নথিভুক্ত কারণ-আর অমীমাংসিত প্রশ্ন মামলাটি প্রথমে শেরেবাংলা নগর থানা, পরে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এবং ২০১২ সালের এপ্রিলে হাইকোর্টের নির্দেশে র‍্যাবের হাতে যায়। ২০২৩ সালে তদন্তভার পিবিআই-এর কাছে হস্তান্তরের পরও প্রতিবেদন আসেনি। ২০২৪ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট র‍্যাবকে সরিয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীনে বিভিন্ন সংস্থার অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের নিয়ে উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন টাস্কফোর্স গঠনের নির্দেশ দেন। সেই দলও নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন দিতে পারেনি; পরে হাইকোর্ট সময় বাড়িয়েছেন।

টাস্কফোর্সের ২০২৫ সালের অগ্রগতি-প্রতিবেদন অনুযায়ী, ঘটনাস্থল থেকে পাওয়া ডিএনএ নমুনা থেকে নিশ্চিত পরিচয় মেলেনি; ফরেনসিক প্রতিবেদন যুক্তরাষ্ট্রে পাঠানো হয়েছিল। তদন্তে বলা হয়, হত্যার সময় ও ঘটনার ক্রম সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া গেলেও হত্যাকারীদের পরিচয় ও উদ্দেশ্য নিশ্চিত করা যায়নি। ঘটনাস্থলে জোর করে প্রবেশের স্পষ্ট চিহ্ন ছিল না। তদন্তকারীরা আরও জানান, পুলিশ পৌঁছানোর আগে সেখানে বহু মানুষের যাতায়াতে আলামত নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল। এগুলো বাস্তব তদন্তগত বাধা হতে পারে; কিন্তু এত বছরের বিলম্বের পূর্ণ ব্যাখ্যা নয়। কোনো আলামত কখন সংগ্রহ ও পরীক্ষা করা হয়েছে, বিদেশি পরীক্ষাগারের জবাব কী, কোন প্রশ্নগুলোর উত্তর এখনো বাকি-এসব তথ্য নিয়মিত প্রকাশ না করলে 'তদন্ত চলছে' কথাটি জন-আস্থার বদলে সন্দেহই বাড়াবে।



কাদের দিকে তদন্তের নজর?

প্রকাশিত সংবাদ অনুযায়ী, এ মামলায় আটজনকে গ্রেফতার বা সন্দেহভাজন হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল-রফিকুল ইসলাম, বকুল মিয়া, মাসুম মিন্টু, কামরুল ইসলাম ওরফে অরুণ, আবু সাঈদ, নিরাপত্তাকর্মী পলাশ রুদ্দ পাল ও এনামুল হক ওরফে হুমায়ুন কবির এবং তানভীর রহমান খান। তাদের মধ্যে কয়েকজন জামিনে আছেন, বাকিরা কারাগারে। তবে গ্রেফতার বা সন্দেহভাজন হওয়া অপরাধ প্রমাণ নয়। আদালতে গ্রহণযোগ্য প্রমাণ ছাড়া কাউকে হত্যাকারী বলা যাবে না। তদন্তকারীদের কাজ হলো প্রত্যেকের ভূমিকা যাচাই করা, অপরাধের সঙ্গে যোগসূত্র থাকলে প্রমাণসহ আদালতে উপস্থাপন করা এবং না থাকলে তা স্পষ্ট করা।

২০২৬ সালের ৩০ আগস্ট আন্তর্জাতিক অপরাধট্রাইব্যুনালের প্রধান কৌসুলি সাংবাদিকদের বলেন, তদন্তে একজন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের সম্পৃক্ততার প্রাথমিক ইঙ্গিত পাওয়া গেছে-কিন্তু পরিচয় প্রকাশ করেননি। একই প্রতিবেদনে পিবিআই-সংশ্লিষ্ট এক কর্মকর্তা বলেন, তদন্তদলের কাছে এ বিষয়ে তখনো কোনো তথ্য ছিল না। এ দুই বক্তব্যের ফারাক অত্যন্ত গুরুতর। এটি কোনো ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ করে না; বরং কৌসুলি ও তদন্তদলের মধ্যে তথ্য সমন্বয়ের প্রশ্ন তোলে। সংশ্লিষ্ট তথ্য থাকলে তা যথাযথভাবে তদন্তকারী দলের কাছে পৌঁছেছে কি না-সরকারের তা পরিষ্কার করা উচিত।

গুজব ছড়ানো বা নাম অনুমান করে প্রচার করা নয়, প্রমাণ যাচাই করাই জরুরি। এখানে জবাবদিহির প্রশ্ন শুধু অভিযুক্তদের নয়। থানা-পুলিশ, ডিবি, র‍্যাব, পিবিআই-নেতৃত্বাধীন টাস্কফোর্স, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং তদন্ত প্রতিবেদন দাখিলের প্রক্রিয়া-প্রত্যেক পর্যায়ে ভূমিকা পর্যালোচনা করতে হবে। ধারাবাহিকভাবে তদন্তকারী বদল, ফরেনসিক অস্পষ্টতা, সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়া এবং নতুন করে উচ্চপর্যায়ের দল গঠনের পরও অগ্রগতি না হওয়া প্রাতিষ্ঠানিক ব্যর্থতার ইঙ্গিত দেয়। এখন পর্যন্ত -**বাকী অংশ ২৯ পাতায়**

জ্বালানি সমস্যা : বেসরকারি খাতকে সুযোগ দিতে হবে

আবু আহমেদ

দেশে গ্যাস-বিদ্যুতের প্রবাহ একটা সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের তথ্যমতে, এ মৌসুমে দেশে দৈনিক বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ১৭ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট; কিন্তু উৎপাদন হয় ১৫ হাজার ৩০০ মেগাওয়াট। ফলে কাগজে-কলমে ঘাটতি ২ হাজার থেকে আড়াই হাজার মেগাওয়াট। গ্রামে কোথাও কোথাও দিনে ৮ থেকে ১২ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকছে না। দেশের ১৪৩টি বিদ্যুৎকেন্দ্রের মধ্যে ৬২টিই জ্বালানি সংকটে ভুগছে। এর মধ্যে ২৬টি গ্যাসভিত্তিক, ৩৩টি তেলভিত্তিক ও দুটি কয়লাভিত্তিক। গ্যাসের চাপও কমে গেছে। অন্যদিকে বর্তমানে দেশে প্রতিদিন গ্যাসের চাহিদা ৩ হাজার ৮০০ থেকে ৪ হাজার মিলিয়ন ঘনফুট (এমএমসিএফডি)। এর বিপরীতে মিলছে ২ হাজার ২০০ থেকে ২ হাজার ৪০০ এমএমসিএফডি। অর্থাৎ প্রতিদিন ঘাটতি ১ হাজার ৪০০ থেকে ১ হাজার ৬০০ এমএমসিএফডি। দেশীয় গ্যাসক্ষেত্র থেকে দৈনিক সরবরাহ কমে ১ হাজার ৬০০ এমএমসিএফডিতে নেমেছে। আর এলএনজি আমদানি করে যোগ করা হচ্ছে ১ হাজার এমএমসিএফডির মতো। বিদ্যুৎকেন্দ্রে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে গ্যাস সরবরাহ কমছে। ঘাটতি পূরণে সরকারকে এখন দামি তেল ও ডিজেলভিত্তিক কেন্দ্র চালাতে হচ্ছে স্বাভাবিক সময়ের চেয়ে অনেক বেশি।

সাধারণত লোকসানের কারণে অনেক সময় এসব বন্ধ রাখা হয়। আসলে জ্বালানি সংকট একদিনে সৃষ্টি হয়নি। বছরের পর বছর ধরে পুঞ্জীভূত ঘাটতি জমা হয়ে আজকের এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। যতদিন বাপেঙ তিতাসের আওতাধীন বিভিন্ন গ্যাসক্ষেত্র থেকে যথেষ্ট পরিমাণে গ্যাস উত্তোলন করতে সক্ষম হয়েছে, ততদিন দেশে গ্যাসের কোনো সংকট দেখা দেয়নি। কিন্তু দেশে জনসংখ্যা বেড়েছে, ফলে গ্যাসের চাহিদা ও ব্যবহারও বেড়ে গেছে কয়েকগুণ। তবে চাহিদার সঙ্গে গ্যাসের উৎপাদন সেভাবে বাড়েনি। সুতরাং গ্যাসের সংকট হওয়াটা অস্বাভাবিক কিছু নয়। বর্তমানে দেশে গ্যাস সরবরাহ করছে শেভরন। শেভরন আমাদের গ্যাসকূপগুলোয় কিছু বিনিয়োগ করেছে এবং এরা ভালো রেজাল্টও করেছে। দেশে গ্যাসের চাহিদার ৫০ শতাংশেরও বেশি গ্যাস তারাই সরবরাহ করছে। বাকি ৫০ শতাংশ বাপেঙ ও পেট্রোবাংলার অধীনে থাকা বিভিন্ন স্থাপনা থেকে দেওয়া হচ্ছে। সরকার নতুন কূপ থেকে গ্যাস সংগ্রহের চেষ্টা করে যাচ্ছে। আশা করা যায়, আগামীতে গ্যাসের সংকট অনেকটা কমে আসবে।

গ্যাস সংকটের ধাক্কা বিদ্যুতের ওপরও পড়েছে। আসলে বিদ্যুৎ তৈরিতে তিন-চারটি কাঁচামাল ব্যবহার হয়ে থাকে। এগুলো হলো-গ্যাস, তেল, কয়লা, পানি। সবচেয়ে ব্যয়বহুল হচ্ছে তেলনির্ভর বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলো। কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রে খরচ কম। বাংলাদেশে কয়লা খনি রয়েছে। দিনাজপুরে বড়পুকুরিয়ার কয়লা আভারগ্রাউন্ডে পড়ে রয়েছে। সঠিক মাত্রায় উত্তোলন করা হচ্ছে না। পরিবেশবাদীদের নিষেধাজ্ঞা এবং এলাকাবাসীর বাধার মুখে সেখান থেকে কয়লা উত্তোলন করা যাচ্ছে না।

এখন সেটার ব্যাপারে সরকারের সিদ্ধান্তে আসা উচিত। কারণ অন্য দেশ থেকে কয়লা আমদানি করলে অনেক সময় বিভিন্ন কারণে কয়লা আসতে দেরি হয়। ফলে বিদ্যুৎকেন্দ্রে কয়লা কমে যাওয়ার কারণে উৎপাদন ব্যাহত হয়। কারণ, কয়লার অভাবে পাওয়ার প্ল্যান্টগুলো অলস বসে থাকে। ২০০৯ সালের পর 'কুইক রেন্টাল' নামে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎব্যবস্থার প্রচলন শুরু হয়। এই কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎব্যবস্থা ছিল তেলের ওপর নির্ভরশীল। কুইক রেন্টাল পদ্ধতি একটা নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আবির্ভূত হয়েছিল। এগুলো থেকে সবসময় সরকার যে নির্দিষ্ট দামে বিদ্যুৎ কিনেছে, তাও নয়। কারণ সরকারকে ক্যাপাসিটি চার্জ নামে একটা অতিরিক্ত চার্জ কুইক রেন্টালকে দিয়ে যেতে হয়েছে। কুইক রেন্টালকে বসিয়ে রাখলে তাদের একটা খরচ আছে, ইত্যাদি বলে তারা ক্যাপাসিটি চার্জ নামে একটি অতিরিক্ত চার্জ তাদের চুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। প্রায় ৮০ হাজার কোটি বা ১ লাখ কোটি টাকারও বেশি শুধু ক্যাপাসিটি চার্জ দিতে হয়েছে সরকারকে। এখন কিছু কিছু কুইক রেন্টাল বিদ্যুৎকেন্দ্র অকেজো হয়ে গেছে এবং কোনো কোনোটির সঙ্গে সরকারের চুক্তি শেষ হয়ে যাওয়ার কারণে বিদ্যুৎব্যবস্থায় ঘাটতি দেখা দিয়েছে। আরেকটি বিষয় উল্লেখ্য যে, নেপাল থেকে হাইড্রো ইলেকট্রিসিটি নামে যে বিদ্যুৎ আনার কথা ছিল, সেটার বাস্তবায়ন এখনো হয়নি।

এবারে জ্বালানি তেলের ব্যাপারে আসা যাক। শিল্প ও কলকারখানা থেকে শুরু করে পরিবহণব্যবস্থা, কৃষিসহ দেশের অনেক কিছুই জ্বালানি তেলের সঙ্গে জড়িত। সুতরাং জ্বালানি তেলের মূল্যবৃদ্ধিতে এর একটি নেতিবাচক প্রভাব পড়বেই। ইরান, ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যুদ্ধের কারণে জ্বালানি তেলের দাম আন্তর্জাতিকভাবেই বেড়েছে। চাহিদার তুলনায় জ্বালানি তেলের অপরিপূর্ণতার কারণে বিশ্ববাজারে -**বাকী অংশ ২৯ পাতায়**



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

মুক্ত ভাবনা

ইরান যুদ্ধ যেভাবে পাকিস্তান, তুরস্ক ও
মিসরকে আরও সংকটে ফেলে দিয়েছে
শাদি ইব্রাহিম

ইরানকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া যুদ্ধের কারণে এ অঞ্চলের সমুদ্রপথ আজ একেটি মারগান্ধ্রে পরিণত হয়েছে। হরমুজ প্রণালিকে ঘিরে প্রতিদিনের ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা, বাব আল-মানদেব প্রণালির কাছাকাছি প্রতিটি সংঘাত এবং সুয়েজ ক্যানালের পরিবর্তে কেপ অব গুড হোপ হয়ে ছাড়াহেজের পথ পরিবর্তন-এসবের প্রতিটিই জ্বালানি বিল, খাদ্যের দাম ও মুদ্রাবাজারে বাড়তি চাপ তৈরি করছে।

তবে যে বিষয়টি তুলনামূলক কম আলোচিত হচ্ছে তা হলো-এই বহুখুশি সংকটের সবচেয়ে কঠিন ধাক্কাগুলো যাদের সামলাতে হচ্ছে, সেই পাকিস্তান, তুরক ও মিসর একই সময়ে নিজেদের সীমানাতেও নতুন করে উত্তেজনা সামাল দিচ্ছে। দেশগুলোর সীমান্তে যথাক্রমে ভারত, গ্রিস ও ইসরায়েলের সঙ্গে টানাপোড়েন চলছে। এর পাশাপাশি সুদান ও লিবিয়ার অস্থিতিশীলতা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তুলেছে।

উল্লেখ্য, ইরান নিজেই তুরস্ক ও পাকিস্তানের প্রতিবেশী দেশ। ফলে এই যুদ্ধে সরাসরি কোনো পক্ষ না হওয়া সত্ত্বেও এই তিনটি দেশকে একসঙ্গে দুটি ফ্রন্টে লড়াই করতে হচ্ছে: সাগরের অর্থনৈতিক ফ্রন্ট এবং স্থলে নিরাপত্তা ফ্রন্ট।

এর সমীকরণটি অত্যন্ত সহজ। হরমুজ প্রণালিতে ইরানের ব্যাপক প্রভাব থাকায় তেলবাহী ট্যাংকার



আক্রমণের শিকার হওয়ার ঝুঁকি হিসাব করেই সেগুলোতে বিমার খরচ নির্ধারণ করছেন বিমাকারীরা। অন্যদিকে, হুতি বাহিনী ধুবাব অঞ্চলে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ শক্ত করার পর বাব আল-মানসের প্রণালি ব্যবহারের ঝুঁকি ও খরচ বাড়িয়ে দিয়েছেন জাহাজ মালিকেরা। আর মিসরের জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অন্যতম বড় উৎস সুয়েজ ক্যানালের রাজস্ব আয় কমে গেছে ৬০ শতাংশের বেশি। এই দেশগুলোর কারোই নতুন কোনো থাকার প্রয়োজন ছিল না। ফলে এই যুদ্ধ এমন সময়ে পুরনো ক্ষতগুলোকে নতুন করে জাগিয়ে তুলেছে, যখন প্রতিটি দেশই অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের সীমান্তের ওপর নজর রাখছিল।

একাধিক নিরাপত্তা ফ্রন্ট
পাকিস্তানের সঙ্গে ইরানের ৯০০ কিলোমিটারের সীমান্ত রয়েছে। এই যুদ্ধে পাকিস্তান একদিকে যেমন সব পক্ষের হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে যুদ্ধবিরতির মধ্যস্থতা করার চেষ্টা করেছে, অন্যদিকে তেমনি আফগানিস্তানের সঙ্গে সক্রিয় সীমান্ত সংঘাত এবং ভারতের সঙ্গে গত বছরের সংক্ষিপ্ত উত্তেজনা সামলাতে বাধ্য হয়েছে।

২০২৬ সালের শুরুর দিকে মূল্যস্ফীতি এক অঙ্কে নেমে এলেও তা আগস্টের মধ্যে আবারও ১১ শতাংশ ছাড়িয়ে যায় মূলত বিশ্ববাজারে জ্বালানি তেলের দাম বৃদ্ধির কারণে।

পাকিস্তান কেবল একটি নয়, বরং তিনটি সীমান্ত সামলাচ্ছে। কাউন্সিল অন ফরেন রিলেশনস এখানে ভারত-পাকিস্তানের সম্বন্ধকে একটি সক্রিয় ঝুঁকি হিসেবে দেখে। একদিকে ভারতের সঙ্গে গত বছরের চার দিনের পাল্টাপাল্টি হামলা, অন্যদিকে আফগানিস্তানের সঙ্গে ডুরান্ড লাইন বরাবর লড়াই-এসবের মাঝেই ইসলামাবাদকে ইরানের ইস্যুতে মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা পালন করতে হচ্ছে।

অন্যদিকে, তুরস্কের প্রধান বাঁকি লুকিয়ে আছে জ্বালানি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। আক্ষর্য্য বহুরের পর বহুর ধরে নিজেই ইউরোপ, উপসাগরীয় অঞ্চল এবং এশিয়ার মধ্যে একটি সেতু হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছে-যে কৌশলটি সম্পূর্ণরূপে উন্মুক্ত সমুদ্রপথের ওপর নির্ভর করে।

২০২৬ সালের শুরুর দিকে মূল্যস্ফীতি চৰ্টে শতাংশ থেকে কমে ৩০ শতাংশের কাছাকাছি এলেও তা জ্বালানি ও খাদ্যের চড়া দামের কারণে আবার বাড়তে শুরু করেছে। আঙ্কারার এই সমুদ্রাভিত্তিক সেতু হওয়ার উচ্চাকাঙ্ক্ষার পাশেই যুক্ত হয়েছে গ্রিসের সঙ্গে তাদের পুরোনো বিরোধের পুনরুত্থান। ইসরায়েলের সঙ্গে গ্রিসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আঙ্কারাকে আরও ক্ষুব্ধ করেছে। ২০২৩ সালের 'এথেন্স ডিকারেশন'-এর পর যে সামান্য ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছিল, তাকে পেছনে ফেলে ইজিয়ান সাগরের দ্বীপপুঞ্জে থিক সেনা মোতায়েনকে তুরস্ক একটি সরাসরি হুমকি হিসেবে বর্ণনা করছে। সরাসরি আঘাতের মুখে মিসর

তিনিটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে প্রত্যক্ষ ভৌগোলিক ক্ষতির মুখে পড়েছে মিসর। যে সুয়েজ খাল থেকে হুতি হামলা শুরু হওয়ার আগের বছর ৯ দশমিক ৪ বিলিয়ন ডলার আয় হয়েছিল, সাম্প্রতিক অর্ধবছরে তা নামে এসেছে ৪ দশমিক ৭ বিলিয়ন ডলারের নিচে। ২০২৩ সালে ৩৮ শতাংশের শীর্ষ অবস্থান থেকে লড়াই করে নামিয়ে আনা মূল্যাস্কীতি এ বছরের গ্রীষ্মেই আবার ১৫ শতাংশে গিয়ে ঠেকেছে।

কিন্তু সুয়েজ খালের পতনই কায়রোর একমাত্র চিন্তা নয়। পূর্বে সিনাই উপদ্বীপের সামরিকীকরণ নিরসন অঞ্চল নিয়ে ইসরায়েলের সঙ্গে তাদের উত্তেজনা কয়েক মাস ধরেই বাড়ছে।

যদিও গাজা থেকে সিনাইয়ে ফিলিস্তিনিদের গণবাস্তুচ্যুতির সম্ভাবনা -বাকী অংশ ২৯ পাতায়

পত্র লেখকদের লেখা সময়োপযোগী ও বাস্তবধর্মী হতে হবে। পত্র লেখককে অবশ্যই তার নাম ঠিকানা এবং মোবাইল নাম্বার উল্লেখ করতে হবে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক থাকলেও সম্পাদক বরাবরে পরিচিতি প্রদান করতে হবে। অমনোনীত লেখা প্রকাশিত হবে না।

সাপ্তাহিক জন্মভূমি কারো
আত্মপ্রচারের বাহক বা চরিত্র
হননের হাতিয়ার নয়!

চীন যেভাবে বিশ্বসেরা অবস্থানে

চীন বাংলাদেশের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ বন্ধু দেশগুলোর একটি। দুই দেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক অন্তত দেড় হাজার বছরের। মুক্তিযুদ্ধের সময় চীনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন থাকলেও দেড় হাজার বছরের ইতিহাসে এটি এক ব্যতিক্রমী ঘটনা। ভূরাজনৈতিক স্বার্থে চীনা নেতৃত্ব পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেয়। তবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে থাকায় চীন সে সময় পাকিস্তানের পক্ষে সামরিক সহায়তা নিয়ে এগিয়ে আসেনি। পক্ষান্তরে চীনের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী প্রবাসী সরকার সে অবস্থায়ও দুই চীন নীতি গ্রহণ করেনি।

চীন যেভাবে বিশ্বসেরা অবস্থানেচীনের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক কোনো দল বা নেতাকেন্দ্রিক নয়। এ বন্ধুত্বের অংশীদার দুই দেশের ১৬০ কোটি মানুষ। বন্ধুত্বের মেলবন্ধন রচনায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন বাংলাদেশের তিন জাতীয় নেতা। এরা হলেন মজলুম জননেতা মওলানা ভাসানী, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু চীন সফর করেছেন সেই পাকিস্তান আমলে। চীনের সর্বোচ্চ নেতা মাও সে তুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই মওলানা ভাসানীকে দেখতেন শ্রদ্ধার চোখে। হুজুর ভাসানীর প্রিয় শিষ্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছে চীন হতে উঠেছিল স্বপ্নের দেশ। স্বাধীন বাংলাদেশে চীনের সঙ্গে কাঁধ কাঁধ মিলিয়ে যাত্রা শুরু করেন রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান। তারপর প্রতিটি সরকারের আমলে চীন-বাংলাদেশ সম্পর্ক নতুন সোপানে উন্নীত হয়েছে।

চীনে ইসলাম প্রচার হয়েছে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর জীবদ্দশায়। মহানবী (সা.)-এর প্রিয় সাহাবি ও মামা সাদ ইবনে আবি ওয়াক্কাসের নেতৃত্বে। চীনের সঙ্গে আরব বণিকদের যোগাযোগ ছিল ১ হাজার ৪০০ বছর আগেও। চীন যে জ্ঞানবিজ্ঞানে উন্নত দেশ তা আরবদেরও জানা ছিল। মহানবী (সা.)-এর একটি হাদিস সে সাক্ষ্য দেয়। যাতে বলা হয়েছে, 'জ্ঞানার্জনে প্রয়োজনে চীন দেশে যাও।'

মহানবী (সা.)-এর জীবদ্দশাতেই ৬৩৫-৬৬১ খ্রিস্টাব্দের দিকে ইথিওপিয়া বা হাবশা থেকে হিজরতকারী সাহাবিদের একটি দল সমুদ্রপথে চট্টগ্রাম-কামরূপ হয়ে চীনে পৌঁছায়। এই দলটির নেতৃত্বে ছিলেন হজরত সাদ ইবনে আব্বি ওয়াক্কাস (রা.) (মতান্তরে আব্ব ওক্কাস মালিক ইবনে ওহাইব)।

তাঁর সঙ্গে ওহাব ইবনে আব্বি কাবশা (রা.)-সহ আরও কয়েকজন সাহাবি ছিলেন। তাঁরা চীনের গুয়াংজু অঞ্চলে ধর্মপ্রচার শুরু করেন। পরবর্তী সময়ে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দে আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলামের তৃতীয় খলিফা উসমান (রা.)-এর শাসনামলে সাদ ইবনে আব্বি ওয়াক্কাস (রা.)-এর নেতৃত্বে একটি

প্রতিনিধিদলকে চাঁনের তাং রাজবংশের আমলে সম্রাট গাওজংয়ের দরবারে পাঠানো হয়। সম্রাট তাদের আন্তরিকভাবে স্বাগত জানান

এবং ক্যান্টন বা গুয়াংজু শহরে চীনের প্রথম মসজিদ নির্মাণের
অনুমতি দেন। হজরত সাদের তৈরি 'তুয়াইশেং মসজিদ' এখনো

অস্বীকৃত বজায় রেখেছে। চীনে ইসলাম প্রচারের সোয়া ৪০০ বছর পর ১০৪০ সালে বিক্রমপুর বা মুন্সিগঞ্জ জেলার বৌদ্ধ পণ্ডিত অতীশ

দীপঙ্কর ধর্ম প্রচারের জন্য চীনের তিব্বত সফর করেন। চীনে বৌদ্ধধর্ম প্যাবিত হয়েছিল এবং অন্তত হাজার বছর আগে। তবে সে

ব্রিটিশ বৈদেশিক নীতির পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পর থেকেই বাংলাদেশের বৌদ্ধদের ধর্মপ্রাণতার অনেক আশঙ্কা রয়েছে। অতীত দীপঙ্কর তিব্বতের বৌদ্ধদের শুদ্ধভাবে ধর্ম অনুসরণের শিক্ষা দেন।

দুই। চীনে সভ্যতার বিকাশ ঘটে আনুমানিক ৭০০০ বছর আগে।

উপমহাদেশে অথবা ধারেকাছে দেশগুলোর মতো চীন কখনো পশ্চিমা বিশ্বের ঐক্যবৈশিষ্ট্য শাসনের জোয়ালে আবদ্ধ হয়নি। তবে বিশ্বের

সবচেয়ে জনহীন এটি দেশটির মানুষ একসময় আফিমের নেশায় বুদ্ধ হয়ে পড়ে। ইংরেজদের নেশা বাণিজ্যের টার্গেটে পরিণত হয় সহজসরল চীন

ভাল্লুকের থাবাও চীনের বিবৃত করেছে ঊনবিংশ শতাব্দীতে। চীনের মাঞ্চুরিয়া প্রদেশে রাশিয়া থাবা বিস্তারে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে চীনের এক

চীনের মানুষ এ দুর্ভাগ্যের ইতি ঘটতে সংগঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে। ১৯৪৯ সালের ১ অক্টোবর চীনে ক্ষমতায় আসে কমিউনিস্ট পার্টি।

সাম্যবাদী সমাজ থেকে সমাজতান্ত্রিক সমাজের দিকে চানোর যাত্রা শুরু হয়। তবে সে যাত্রা চানারের জন্য খুব একটা সুখের হয়নি। চীন ছিল ঐতিহ্যগতভাবে কৃষিনির্ভর দেশ। কমিউনিস্ট পার্টি ক্ষমতায় এসে চীনকে দ্রুত শিল্পায়নের উচ্চাভিলাষী নীতি গ্রহণ করে। কল্লিভালাসী এ পরিকল্পনা

তানকে মহাদুর্ভিক্ষের দাকে ছেলে দেয়। ১৯৫৯ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত তিন বছরে চানে ৩ থেকে ৪ কোটি মানুষ অনাহারে প্রাণ হারায়। গড় প্রাণ ১৬ জনের একজন মারা যায় দুর্ভিক্ষে। কৃষকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি কেড়ে নিয়ে যোথ চাষাবাদ ও পিপলস কমিউনের আওতায় আনা হয়। ফসল

রক্ষার নামে মাও সে তুংয়ের তত্ত্ব অনুসরণে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সারা দেশে চাটুই ও শালিক পাখি নিধনযজ্ঞ শুরু হয়। প্রচার করা হয়, এর ফলে লাখ লাখ টন চাল-গম রক্ষা পাবে। কিন্তু বাস্তবে চাটুই ও শালিক নিধনযজ্ঞে বাস্তবতন্ত্র নষ্ট হয়। চীনজুড়ে বৃদ্ধি পায় কীটপতঙ্গের উপদ্রব। মাঠের

ফসল মার খায় ভয়ংকরভাবে। একপর্যায়ে মাও সে তুং সোভিয়েত রাশিয়ার কাছে হাত পাতেন।



VIRASAT CAFE

Taste of Home

একটি
বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান

READY TO GO

FRESH DESHI SNACKS
COOKIES, TEA & COFFEE
CAKES & DELICIOUS SWEETS
AND MORE

A collection of Virasat Cafe products. At the top, three round containers of Clay Pot Yogurt are shown, each with a white lid featuring the Virasat Cafe logo and contact information. Below them are two larger, open clay pots. The one on the left is labeled 'CLAY POT YOGURT' and the one on the right is labeled 'ROSH MALAI'. Both are filled with a creamy, light-colored substance.

*Real Deshi Taste of
Yogurt
In Natural Clay Pot*

Three triangular pastries, likely samosas or similar, are displayed. They are arranged in a row, each with a different topping: the left one is plain white, the middle one is covered in brown powder (possibly chocolate or cinnamon), and the right one is covered in colorful sprinkles.

A white plate filled with a variety of colorful sweets and snacks. There are round, square, and triangular items in shades of pink, yellow, green, and white, some with visible fillings or toppings.

A white plate filled with several golden-brown, triangular fried pastries, likely samosas, arranged in a cluster.

A white ceramic cup filled with a frothy coffee drink, sitting on a white saucer. The cup and saucer are surrounded by a large pile of dark brown coffee beans.

WE TAKE ORDER FOR ALL OCCASIONS

37-39 74TH STREET, JACKSON HEIGHTS, NY 11372
718-791-8203 | WWW.VIRASATCAFE.COM

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



পেলে নয়, মেসিকে ‘ইতিহাসের সেরা’ বললেন ব্রাজিলিয়ান তারকা

ঢাকা,লিওনেল মেসির প্রতি নিজের মুগ্ধতার কথা আগেও জানিয়েছেন ফেলিপে মেলো। এবারও আর্জেন্টাইন মহাতারকার প্রশংসায় পঞ্চমুখ সাবেক এই ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার। মেলোর মতে, মেসিই ইতিহাসের সেরা ফুটবলার।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) আর্জেন্টিনার বুয়েনস আইরেসের উসিনা দেল আর্তেতে অনুষ্ঠিত ‘২০২৬ ওলে সামিট’-এর প্রথম দিনের আলোচনায় অংশ নেন মেলো। সেখানে নিজের ক্যারিয়ার, ব্রাজিলের বর্তমান দল, মেসি, নেইমার ও আর্জেন্টিনার ফুটবল নিয়ে কথা বলেন তিনি। ফুটবল থেকে অবসর নেওয়ার পর বর্তমানে ব্রাজিলের গ্লোবোতে ফুটবল বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করছেন মেলো। পাশাপাশি ব্রাজিলের দ্বিতীয় বিভাগের ক্লাব আমেরিকানো দে কাসম্পাসের মালিকও তিনি। দুই বছর আগে ক্লাবটি কেনার পর তার অধীনে দলটি দ্বিতীয় বিভাগের শিরোপা জিতেছে। আগামী মৌসুমে রিও ডি জেনেইরোর তৃতীয় বিভাগে খেলবে তারা।

প্রায় ৪২ বছর বয়সে পেশাদার ফুটবল থেকে অবসর নেওয়া মেলোর আর মাঠে ফেরার ইচ্ছা নেই। তবে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়মিত ফুটবল খেলেন তিনি। পাশাপাশি টেনিস খেলছেন এবং বক্সিংও ফিরেছেন। একসময় জিউ-জিৎসুও করতেন এই সাবেক ফুটবলার।

ব্রাজিলের বর্তমান দল নিয়েও নিজের মত জানিয়েছেন মেলো। কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে বিশ্বের অন্যতম সেরা কোচ মনে করলেও তার কৌশলের সঙ্গে ব্রাজিলের ঐতিহ্যবাহী ফুটবলধারার পার্থক্য রয়েছে বলে মনে করেন তিনি।

মেলো বলেন, ‘ব্রাজিলের হয়তো ইতিহাসের সেরা কোচ, অথবা সেরা তিনজনের একজন আছেন-আনচেলত্তি। কিন্তু ব্রাজিলের নিজস্ব একটা ডিএনএ আছে। সেটি ইতালিয়ান কোচের খেলার ধরন থেকে আলাদা।’

আনচেলত্তির অধীনে ব্রাজিল প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফর্ম করতে না পারায় হতাশ মেলো। নরওয়ের বিপক্ষে দলের খেলার ধরন নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি। তার মতে, ব্রাজিলের মতো দলের নরওয়ের বিপক্ষে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই।

মেলোর ভাষায়, ‘ব্রাজিলের ফুটবল হলো সাধারণ ফুটবল। আমরা নরওয়ের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেললাম। এমন একটি দলের কাছে বল দিয়ে দিলাম, যারা জীবনে কিছুই জেতেনি। নরওয়ের বিপক্ষে খেলতে ভয় পাওয়া-ব্রাজিলের ফুটবলের জন্য এটা ভয়ংকর ব্যাপার।’

নেইমারের ভবিষ্যৎ নিয়েও কথা বলেছেন মেলো। তার মতে, জাতীয় দলে ফিরতে হলে নেইমারের নিজের ইচ্ছাটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ‘নেইমারের ওপর অনেক কিছু নির্ভর করে। সে চাইলে ফিরতে পারে। তার সেই মানের যথেষ্ট সামর্থ্য আছে। তবে তাকে ফিরতে চাইতে হবে,’ বলেন তিনি।

ব্রাজিলের দলীয় সমন্বয় আরও উন্নত করার প্রয়োজন আছে বলেও মনে করেন মেলো। তার মতে, শক্তিশালী দলীয় কাঠামো থাকলে ব্যক্তিগত প্রতিভা আরও ভালোভাবে ফুটে ওঠে।

তিনি বলেন, ‘দলীয় শক্তি ব্যক্তিগত প্রতিভাকে অনেক সহায়তা করে। দল শক্তিশালী হলে খেলোয়াড়দের ব্যক্তিগত দক্ষতা আরও উজ্জ্বল হয়। সেটা না হলে ব্যক্তিগত প্রতিভাও ঠিকভাবে ফুটে ওঠে না।’

এরপরই আসে মেসির প্রশঙ্গ। আর্জেন্টাইন তারকার প্রতি নিজের ভালোবাসার কথা জানিয়ে মেলো বলেন, মেসিকে ঘিরে বিশ্বজুড়ে তৈরি হওয়া উন্মাদনা আলাদা এক ব্যাপার।

তিনি বলেন, ‘মেসিয়ান চক্রের সঙ্গে এর সম্পর্ক আছে। মেসি যেখানে থাকে, সেখানে অনেক মানুষকে সঙ্গে টেনে নেয়। অনেক মানুষ মেসির জন্য আর্জেন্টিনার জার্সি পরে। ব্রাজিলেও একসময় রোনালদো, নেইমার ও রোমারিওকে ঘিরে এমনটা হয়েছে।’

মেসির প্রশংসা করতে গিয়ে মেলো জানান, অনেক ব্রাজিলিয়ানও আর্জেন্টিনার হয়ে মেসির আরও একটি বিশ্বকাপ জয় দেখতে চেয়েছিলেন। তবে ব্রাজিলিয়ান হিসেবে নিজের দেশের প্রতি সমর্থন সবসময়ই থাকবে বলে জানান তিনি।

মেলো বলেন, ‘মেসি একেবারে পাগল করা ব্যাপার। অনেক ব্রাজিলিয়ানও চেয়েছিল আর্জেন্টিনা মেসির জন্য আরেকটি বিশ্বকাপ জিতুক। আমিও মেসির ভক্ত। আমার কাছে সে সেরা। কিন্তু আমি ব্রাজিলিয়ান। তাই সব সময় চাই ব্রাজিল জিতুক।’

এরপর আরও সরাসরি মেসিকে ইতিহাসের সেরা ফুটবলার হিসেবে উল্লেখ করেন মেলো। তিনি বলেন, ‘মেসি ইতিহাসের সেরা। আমি পেলেকে খেলতে দেখিনি। জিকোকেও দেখিনি। রোনালদো, রোনালদিনিও, ক্রিস্তিয়ানো রোনালদো, জিদান, নেইমার-অনেকেই আছেন। কিন্তু মেসিই ইতিহাসের সেরা।’

মেসির বিপক্ষেও খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে মেলোর। স্পেনে আলমেরিয়ার হয়ে খেলার সময় মেসির বার্সেলোনার বিপক্ষে ২-২ গোলে ড্র করেছিলেন তিনি। পরে ব্রাজিলের হয়ে রোজারিওতে আর্জেন্টিনার বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ও পেয়েছেন।

মেসি, নেইমার ও রোনালদিনিওর মতো প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়া অত্যন্ত কঠিন বলেও মন্তব্য করেন মেলো। তার ভাষায়, ‘মেসি, নেইমার, রোনালদিনিওদের কাছ থেকে বল কেড়ে নেওয়া অসম্ভব। বল চলে যায়, আর তারা বলটা নিজেদের কাছে রেখে দেয়।’

মেসি-পরবর্তী আর্জেন্টিনা নিয়েও আশাবাদী মেলো। তার মতে, মেসির জায়গা নেওয়ার মতো কেউ নেই। তবে দেশটির ফুটবল কাঠামো শক্তিশালী হওয়ায় মেসি না থাকলেও আর্জেন্টিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ দল হিসেবে থাকবে।

মেলো বলেন, ‘মেসির কোনো বিকল্প নেই। একসময় আর্জেন্টিনার ম্যারাডোনা ছিলেন। তিনি চলে যাওয়ার পর আর্জেন্টিনাকে নতুন খেলোয়াড় তৈরি করতে হয়েছে। আমি মনে করি, মেসি থাকুক বা না থাকুক, ম্যারাডোনা থাকুক বা না থাকুক-আর্জেন্টিনা সব সময়ই শক্তিশালী থাকবে।’

মেসি-পরবর্তী সময়ে আর্জেন্টিনার জন্য বর্তমান কোচকে ধরে রাখার ওপরও গুরুত্ব দিয়েছেন মেলো। রেসিং দে সানতান্দেরে আর্জেন্টিনার বর্তমান কোচের সঙ্গে দুই বছর খেলেছেন তিনি। সেই অভিজ্ঞতা থেকেই কোচের ওপর আস্থা রয়েছে তার।

মেলো বলেন, ‘মেসির পর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কোচকে ধরে রাখা। আমরা রেসিং দে সানতান্দেদের দুই বছর একসঙ্গে খেলেছি। সে খুব পরিণত, খুব বুদ্ধিমান। তার সঙ্গে এমন একটি দল আছে, যেখানে অনেক সাবেক ফুটবলার কাজ করছেন। তারা পার্থক্য গড়ে দিতে পারে।’

ক্রিস্তিয়ানো রোনালদোকেও গভীরভাবে সম্মান করেন মেলো। পর্্তুগিজ তারকার পেশাদারিত্বের প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘আমি ক্রিস্তিয়ানোর প্রেমে পড়েছি। সে অবিস্থাস্য পেশাদার। ৪১ বছর বয়সেও তার শরীর ১৮ বছরের ছেলের মতো। সে একটা দানব।’

তবে বয়স বাড়ার সঙ্গে রোনালদোর ক্ষেত্রে দলীয় সহায়তার প্রয়োজন আরও বেড়েছে বলে মনে করেন মেলো। মেসির ক্ষেত্রে বিষয়টি কিছুটা আলাদা বলেও মন্তব্য করেন তিনি।

মেলোর ভাষায়, ‘২৫ বা ৩০ বছর বয়সে ক্রিস্তিয়ানো একাই সবকিছু করত। এখন তার জন্য দলকে কিছু করতে হয়। মেসির ক্ষেত্রে সেটা নয়। ম্যাচ কঠিন হলে এবং খেলা আটকে গেলে সে নিচে নেমে আসে। সতীর্থদেরও গোল করার সুযোগ তৈরি করে দেয়। সে সম্পূর্ণ একজন খেলোয়াড়।’

দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল নিয়েও নিজের মত জানিয়েছেন মেলো। কনমেবল ও ফিফার ‘লেজেন্ড’

হিসেবে থাকতে পেরে গর্বিত তিনি। ফ্রান্সের কিলিয়ান এমবাপের দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল নিয়ে করা পুরোনো মন্তব্যের প্রসঙ্গেও কথা বলেন মেলো।

তার মতে, এমবাপে হয়তো তখন মন্তব্যটি করার সময় বিষয়টি নিয়ে যথেষ্ট ভাবেননি। মেলো বলেন, ‘আমার মনে হয়, সে তখন কী বলেছিল, তা নিয়ে ভাবেনি। এখন একই প্রশ্ন করা হলে হয়তো বলবে, দক্ষিণ আমেরিকার ফুটবল শক্তিশালী।’

দক্ষিণ আমেরিকা ও ইউরোপের ফুটবলের পার্থক্যের পেছনে অর্থনীতি ও মাঠের অবকাঠামো বড় কারণ বলে মনে করেন মেলো। তিনি বলেন, ‘ব্রাজিলে আমাদের মাঠের ঘাস খুব খারাপ। ইউরোপে অর্থনৈতিকভাবে তারা অনেক শক্তিশালী। আর্জেন্টিনাতেও অর্থনৈতিক সমস্যা আছে। পার্থক্যটা মূলত অর্থনীতি ও ভালো ফুটবলের জন্য প্রয়োজনীয় মাঠে। এখান থেকেই বড় বড় খেলোয়াড় উঠে আসে।’

ভবিষ্যতে কোচিং ক্যারিয়ার নিয়েও বড় স্বপ্ন রয়েছে মেলোর। চ্যাম্পিয়নস লিগ, কোপা লিবর্তাদোরেস ও বিশ্বকাপ জেতাই তার লক্ষ্য।

তিনি বলেন, ‘আমি কোচ হিসেবে চ্যাম্পিয়নস লিগ, লিবর্তাদোরেস ও বিশ্বকাপ জিতব। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার। পাঁচ বছর লাগুক বা ১০ বছর। সৃষ্টিকর্তাকে সামনে রেখে সব সময় এগিয়ে যাব।’

কোন ক্লাব দিয়ে কোচিং ক্যারিয়ার শুরু করতে চান, সেটিও জানিয়েছেন মেলো। তার পছন্দ আর্জেন্টিনার ঐতিহ্যবাহী ক্লাব বোকা জুনিয়र्स। মজা করে তিনি বলেন, ‘বোকা জুনিয়र्स। রিকেলমের মতো করে বলছি।’ বোকা সভাপতি হুয়ান রোমান রিকেলমের সঙ্গে তার নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে বলেও জানান মেলো।

বোকা জুনিয়র্সের কোচ হওয়ার সুযোগ পেলে সাহসী ফুটবল খেলানো দল গড়তে চান মেলো। তার ভাষায়, ‘আমার দল এমন হবে, যেখানে খেলোয়াড়েরা সাহস নিয়ে খেলবে। রক্ত গরম থাকবে।’

‘সঠিক পথেই এগোচ্ছে বাংলাদেশ’, বিশ্বাস হামজা চৌধুরীর

ঢাকা, ফিফা আসিয়ান কাপে সিঙ্গাপুরের কাছে ১-০ গোলে হারের পরও হতাশ নন হামজা চৌধুরী। বরং জাতীয় দলের সঙ্গে গত দেড় বছরের যাত্রাকে ইতিবাচকভাবেই দেখছেন এই মিডফিল্ডার। তার বিশ্বাস, বাংলাদেশ দল ধীরে ধীরে উন্নতি করছে এবং ভবিষ্যতে ভালো কিছু করার ভিত্তি তৈরি করছে।

ইংলিশ ক্লাব শেফিল্ড ইউনাইটেডের এই ফুটবলার জাতীয় দলের হয়ে খেলতে নেমে নানা অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছেন। গত বছরের মার্চ থেকে বাংলাদেশ দলের সঙ্গে পথচলায় সাফল্যের চেয়ে কঠিন সময়ই বেশি এসেছে বলে স্বীকার করেছেন তিনি। তবে তাতেও আশাবাদ হারাচ্ছেন না হামজা।

ফিফাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ‘ব্যক্তিগতভাবে এটি আমার জন্য অসাধারণ এক অভিজ্ঞতা। অবশ্যই চড়াই-উতরাই ছিল। দুর্ভাগ্যজনকভাবে ভালো সময়ের চেয়ে কঠিন সময়ই বেশি এসেছে। তারপরও আমরা কঠোর পরিশ্রম করছি এবং ভালো কিছু ভিত্তি গড়ে তুলছি।’ হামজার মতে, বাংলাদেশ এখনো একটি বিকাশমান দল। আসিয়ান কাপের মতো প্রতিযোগিতায় খেলার অভিজ্ঞতা তুলনামূলক কম হলেও শক্তিশালী প্রতিপক্ষের বিপক্ষে মাঠে নামা দলকে আরও পরিণত হতে সাহায্য করছে। এ টুর্নামেন্টে বাংলাদেশ খেলছে মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর ও স্বাগতিক ইন্দোনেশিয়ার মতো শক্তিশালী দলের বিপক্ষে।

বাংলাদেশের অগ্রগতি শুধু ফলে নয়, বরং শক্তিশালী দলগুলোর সঙ্গে সমানতালে লড়াই করার মধ্যেও ফুটে উঠছে বলে মনে করেন হামজা। মালয়েশিয়ার বিপক্ষে ম্যাচের উদাহরণ টেনে তিনি বলেন, ‘আমার মনে হয় সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে আমরা আরও ভালো খেলেছি। মালয়েশিয়া শক্তিশালী দল। ওই ম্যাচে আমরা ধীরগতিতে শুরু করেছিলাম, যা পরে আমাদের জন্য কঠিন হয়ে যায়।’ ফিফা র‌্যাংকিংয়ে মালয়েশিয়া বাংলাদেশের চেয়ে ৪৫ ধাপ এগিয়ে থাকলেও মাঠের খেলায় সেই পার্থক্য সবসময় স্পষ্ট ছিল না বলে মনে করেন তিনি। হামজার ভাষায়, ‘এই পর্যায়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারা আমাদের জন্য ইতিবাচক বিষয়। তারা র‌্যাংকিংয়ে অনেক এগিয়ে, কিন্তু ম্যাচের কিছু মুহূর্তে সেই ব্যবধান বোঝা যায়নি। এটি প্রমাণ করে আমরা সঠিক পথেই আছি।’

তবে বাংলাদেশ এখনো কাঙ্ক্ষিত জায়গায় পৌঁছাননি বলেও মনে করেন এই ২৭ বছর বয়সি ফুটবলার। তার মতে, দলকে আরও এগিয়ে নিতে কয়েকটি জায়গায় উন্নতির প্রয়োজন রয়েছে। ‘আমার মনে হয় ধাঁধার শেষ দুই-তিনটি টুকরো এখনো বাকি। আশা করি আমরা দ্রুতই সেগুলো মিলিয়ে নিতে পারব,’ বলেন তিনি।

সামনে বাংলাদেশের জন্য অপেক্ষা করছে আরেকটি বড় চ্যালেঞ্জ। আগামী নভেম্বরে ঘরের মাঠে অনুষ্ঠিত হবে সাফ চ্যাম্পিয়নশিপ। হামজার বিশ্বাস, এই টুর্নামেন্ট দলকে নিজেদের সামর্থ্য আরও ভালোভাবে প্রমাণের সুযোগ করে দেবে।

তিনি বলেন, ‘নভেম্বরে আমাদের বড় একটি টুর্নামেন্ট আছে। ইনশাআল্লাহ, আমরা সেই লক্ষ্যেই প্রস্তুতি নিচ্ছি এবং আশা করছি সেখানে ভালো কিছু অর্জন করতে পারব।’ জাতীয় দলের হয়ে খেলার পাশাপাশি নতুন দেশ ও সংস্কৃতি দেখার সুযোগও পাচ্ছেন হামজা। এবারই প্রথম ইন্দোনেশিয়া সফরে এসে দেশটির পরিবেশ ও মানুষের আতিথেয়তায় মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। হামজা বলেন, ‘ইন্দোনেশিয়ায় এসে খুব ভালো লাগছে। বন্ধু ও পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে আগে অনেক প্রশংসা শুনেছিলাম। এখানকার মানুষ খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ।’

Law Offices

এক্সিডেন্ট কেইসেস

মেডিক্যাল ম্যালপ্র্যাকটিস ও হাসপাতালের ত্রুটিপূর্ণ শিশুর জন্ম

917-282-9256

(To schedule appointment only)

বিনামূল্যে পরামর্শ, প্রয়োজনে এটর্নি আপনার বাসায় অথবা হাসপাতালে আসবেন



Moin Choudhury, Esq.
Attorney at Law
এটর্নি মঈন চৌধুরী



Timothy Bompert, Esq.
Attorney at Law



◆ গাড়ী দুর্ঘটনা
 ◆ বিল্ডিং এ দুর্ঘটনা,
 ◆ কাজের জায়গায় দুর্ঘটনা
 ট্রিপ এন্ড ফল
 ◆ বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম

এপয়েন্টমেন্টের জন্য কল করুন
৯১৭-২৮২-৯২৫৬

◆ কনস্ট্রাকশন কাজে দুর্ঘটনা
 ◆ স্লিপ এন্ড ফল
 ◆ হাসপাতালে ভুল চিকিৎসা
 ◆ লেড পয়জনিং

ইমিগ্রেশন

- পলিটিক্যাল এসাইলাম
- বিনা পরীক্ষায় নাগরিকত্ব
- এডজাস্টম্যান্টে অব স্টেটাস (গ্রীন কার্ড)

IMMIGRATION

- স্টুডেন্ট ভিসা
- ইনভেস্টমেন্ট ভিসা
- বৈবাহিক সূত্রে গ্রীন কার্ড
- ডিপার্টেশন কেইসেস
- ভিজিট ভিসা - এক্সটেনশন সহ
- সকল প্রকার ইমিগ্রেশন

সকল প্রকার ইমিগ্রেশন বিষয়ে কনসালটেশন ফি ন্যূনতম ৫০ ডলার

Law offices of Timothy Bompert

37-11 74 St., Suite 209, Jackson Heights, NY 11372
Moin Choudhury Law Firm, P.C 292000 Southfield Road, Suite # 108, Southfield, MI 48076

Immigration Petitions & Adjustment of Status.

Timothy Bompert is admitted in NY only. Moin Choudhury is admitted in MI State only and the U.S Supreme Court. Prior result do not guarantee the outcome of any future cases.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় শত্রু কি সেন্সরশিপ, নাকি আত্মসেন্সরশিপ?

জহিরুল ইসলাম

একজন সাংবাদিকের হাতে একটি গুরুত্বপূর্ণ নথি। তথ্য যাচাই করা হয়েছে। প্রতিবেদনও প্রায় প্রস্তুত। কিন্তু প্রকাশের আগে তিনি থেমে গেলেন। কেউ ফোন করে নিষেধ করেনি। কোনো লিখিত নির্দেশও আসেনি। তবু তাঁর মনে হলো—এটি প্রকাশ করলে সমস্যা হতে পারে।

তিনি কয়েকটি অনুচ্ছেদ বাদ দিলেন। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি নরম করলেন। শেষে হয়তো প্রতিবেদনটি আর প্রকাশই করলেন না।

কেউ কি তাঁকে থামিয়েছিল, নাকি তিনি নিজেই থেমে গিয়েছিলেন?

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা নিয়ে কথা বললে আমাদের চোখ সাধারণত বাইরের দিকে যায়। নিষেধাজ্ঞা, মামলা, গ্রেপ্তার, সংবাদমাধ্যম বন্ধ করে দেওয়া, তথ্য আটকে রাখা কিংবা সরাসরি হুমকি—এসব দৃশ্যমান বাধা। এগুলো চিহ্নিত করা যায়, নথিভুক্ত করা যায়, প্রতিবাদ করা যায়।

কিন্তু স্বাধীনতার সংকটের আরেকটি রূপ আছে, যা অনেক বেশি নীরব—আত্মসেন্সরশিপ। কোনো সরাসরি নির্দেশ ছাড়াই সম্ভাব্য চাপ, ভয়, প্রতিক্রিয়া বা ক্ষতির আশঙ্কায় নিজেই কোনো প্রশ্ন না করা, অনুসন্ধান থেকে সরে আসা কিংবা তথ্য প্রকাশ না করা—আত্মসেন্সরশিপের সংকট এখানেই।

টম্‌উবস্‌—এর ২০২৫ সালের বৈশ্বিক প্রতিবেদনে ২০১২ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার একটি গুরুত্বপূর্ণ সূচকে প্রায় ১০ শতাংশ অবনতির কথা বলা হয়েছে। একই সময়ে সাংবাদিকদের আত্মসেন্সরশিপ ৬৩ শতাংশ বেড়েছে বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে। দুর্নীতি, মানবাধিকার ও পরিবেশগত ক্ষতির মতো জনস্বার্থের বিষয়েও সাংবাদিকরা আত্মসীমাবদ্ধতার মুখোমুখি হচ্ছেন।

অর্থাৎ সাংবাদিককে সব সময় চুপ করিয়ে দিতে হয় না। কখনও এমন একটি পরিবেশ তৈরি করাই যথেষ্ট, যেখানে তিনি আগেই বুঝে নেন—কোন প্রশ্ন করা নিরাপদ, আর কোনটি নয়।

সেন্সরশিপ যেন বাইরে থেকে আসা কাঁচি। আত্মসেন্সরশিপ সেই কাঁচির সম্ভাব্য উপস্থিতি মাথায় রেখে নিজের হাতে নিজের লেখা কেটে ফেলা।

তবে এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য আছে।

সব নীরবতা আত্মসেন্সরশিপ নয়।

একজন সাংবাদিক কোনো শিশুর পরিচয় প্রকাশ করলেন না, কারণ তাতে তার নিরাপত্তা বিপন্ন

হতে পারে। যৌন সহিংসতার শিকার ব্যক্তির পরিচয় গোপন রাখলেন। যাচাই না হওয়া তথ্য প্রকাশ করলেন না। ব্যক্তিগত গোপনীয়তা রক্ষা করলেন। কিংবা কোনো তথ্য প্রকাশে সম্ভাব্য ক্ষতি জনস্বার্থের চেয়ে বেশি বলে মনে হলো।

এসব আত্মসেন্সরশিপ নয়; এগুলো সাংবাদিকতার নৈতিক দায়িত্বের অংশ হতে পারে।

তাই প্রশ্নটি শুধু—সাংবাদিক কেন সাহসী হলেন না?

আরও গভীর প্রশ্ন হলো—তিনি কি ভয় থেকে থামলেন, নাকি দায়িত্ববোধ থেকে?

এই পার্থক্যটি হারিয়ে গেলে সাংবাদিকতার স্বাধীনতার আলোচনাও একপেশে হয়ে যায়। একজন সাংবাদিকও মানুষ। তাঁর পরিবার আছে, জীবিকা আছে, নিরাপত্তার চিন্তা আছে।

মামলা, চাকরি হারানোর আশঙ্কা, রাজনৈতিক চাপ, সামাজিক আক্রমণ কিংবা অনলাইন হয়রানি তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করতে পারে। টম্‌উবস্‌ সাংবাদিকদের নিরাপত্তা, অনলাইন সহিংসতা এবং গণমাধ্যমের দুর্বল

অর্থনৈতিক কাঠামোকেও মতপ্রকাশের সংকুচিত পরিসরের সঙ্গে যুক্ত করেছে।

তাই একজন সাংবাদিককে শুধু প্রশ্ন করা যথেষ্ট নয়—‘আপনি লিখলেন না কেন?’ সমাজকেও প্রশ্ন করতে হবে—

কেন এমন একটি পরিবেশ তৈরি হলো, যেখানে সত্য বলা একজন সাংবাদিকের ব্যক্তিগত ঝুঁকি হয়ে দাঁড়ায়?

আত্মসেন্সরশিপের সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক এখানেই। বাহ্যিক সেন্সরশিপ দৃশ্যমান। কিন্তু নিজের মাথার ভেতর তৈরি হওয়া সীমারেখা কোথায়, তা চিহ্নিত করা কঠিন।

একজন সম্পাদক যদি বলেন, ‘এটি প্রকাশ করা যাবে না’, বাধাটি স্পষ্ট। কিন্তু সাংবাদিক যদি আগেই ভাবেন, ‘এটি লিখে লাভ কী?’—

তখন নিষেধাজ্ঞার আর প্রয়োজন হয় না। মাথার ভেতরেই জন্ম নেয় এক অদৃশ্য সম্পাদক।

তিনি বলে দেন—এই প্রশ্ন করবেন না, ওই নথির পেছনে যাবেন না, ওই ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করবেন না, এই বিষয়টি নিয়ে বেশি দূর এগোবেন না।

এভাবেই ভয় একসময় অভ্যাসে পরিণত হয়। আর অভ্যাস একসময় সংস্কৃতিতে।

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা অবশ্য শুধু রাষ্ট্রের সঙ্গে সাংবাদিকের সম্পর্কের প্রশ্ন নয়।

সংবাদমাধ্যমের—বাকী অংশ ২৯ পাতায়

সম্প্রীতির বাংলাদেশে মবের হাতে রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার নয় প্রদীপ মালাকার

বাংলাদেশ কি এমন একটি দেশ হওয়ার কথা ছিল, যেখানে কারও ধর্মীয় পরিচয়, বিশ্বাস কিংবা উপাসনাস্থল তাকে নিরাপত্তাহীন করে তুলবে? এমন একটি দেশ কি আমরা চেয়েছিলাম, যেখানে অভিযোগের সত্যতা যাচাইয়ের আগেই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের উত্তেজনা জনতার হাতে বিচার তুলে দেওয়ার পথ তৈরি করবে? নিশ্চয়ই না। সম্প্রতি কুষ্টিয়ার সদর উপজেলার হরিন-রায়গুপ্তপুর মহাশ্মশানে গরুর মাংস রান্না করে পিকনিক এবং চিতা ও সমাধির ওপর জুতা পায়ে ছবি তোলার অভিযোগটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া তৈরি করেছে। স্থানীয় গণমাধ্যমেও এমন অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে। অভিযোগের সত্যতা, কারা জড়িত এবং তাদের উদ্দেশ্য কী ছিল—এসবের উত্তর দিতে হবে নিরপেক্ষ তদন্তের মাধ্যমে।

একটি বিষয় ইতিমধ্যেই স্পষ্ট, ধর্মীয়ভাবে সংবেদনশীল কোনো স্থানে এমন আচরণের অভিযোগ উঠলে সেটিকে হালকাভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই। একই সঙ্গে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে—একটি ঘটনার অভিযোগকে কেন্দ্র করে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়, রাজনৈতিক দল বা বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে দায়ী করা যাবে না। ব্যক্তির অপরাধের দায় ব্যক্তির। কোন গোষ্ঠীর ওপর তার দায় চাপানো ন্যায়বিচার নয়। আবার ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ উঠলে সেটিকে অজুহাত বানিয়ে মব তৈরি, হামলা, ভাঙচুর কিংবা প্রতিশোধের রাজনীতিও কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য নয়। এখানেই রাষ্ট্রের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের সংবিধান নাগরিকের আইনের দৃষ্টিতে সমতা ও সমান আইনি সুরক্ষার কথা বলেছে। ধর্মের ভিত্তিতে বৈষম্য না করার নিশ্চয়তা রয়েছে; প্রত্যেক নাগরিকের ধর্ম পালন ও প্রচারের স্বাধীনতাও স্বীকৃত। সংবিধানের ১২ অনুচ্ছেদ সাম্প্রদায়িকতা, ধর্মকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অপব্যবহার এবং ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে বৈষম্য বা নিপীড়নের বিরোধিতা করে। অতএব, কোনো সংখ্যালঘু নাগরিকের মন্দির, শ্মশান, উপাসনালয়, বসতবাড়ি বা ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান আক্রান্ত হলে সেটি শুধু একটি সম্প্রদায়ের সমস্যা নয়, এটি রাষ্ট্রের আইনের শাসনের পরীক্ষা। একইভাবে কোনো মুসলমানের মসজিদ, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তিগত নিরাপত্তা আক্রান্ত হলেও সেটি একই রাষ্ট্রীয় দায়ের প্রশ্ন।

আজকের সবচেয়ে বড় বিপদ সম্ভবত শুধু সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ নয়, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মব সংস্কৃতি। সন্দেহ, গুজব, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের পোস্ট কিংবা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাতের অভিযোগ—যে কোনো একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে মুহূর্তের মধ্যে মানুষ জড়ো হয়ে যায়। তারপর শুরু হয় বিচার, শাস্তি কিংবা প্রতিশোধ। অথচ রাষ্ট্রের বিচারব্যবস্থা আছে, তদন্তকারী সংস্থা আছে, আদালত আছে। মব কোনো আদালত নয়। কেউ অপরাধ করেছে বলে সন্দেহ হলে তাকে গ্রেপ্তার করা, তদন্ত করা এবং আদালতের মাধ্যমে বিচার করা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। জনতা যদি নিজেরাই বিচার করতে শুরু করে, তাহলে শেষ পর্যন্ত নিরপরাধ মানুষও শিকার হতে পারে। বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার প্রকাশিত বিভিন্ন মাসিক ও অর্ধবার্ষিক প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, চলতি বছরের প্রথম ৬ মাসে (জানুয়ারি-জুন) মব সহিংসতা ও গণপিটুনিতে অন্তত ১৩৩ জন নিহত হয়েছেন এবং পরবর্তীতে আগস্ট মাসে আরও ২৮ জন নিহত হয়। যা আইন নিজের হাতে তুলে নেওয়ার ভয়াবহতা সম্পর্কে গুরুতর সতর্কবার্তা।

তাই প্রশাসনের প্রথম দায়িত্ব হচ্ছে, আগাম ঝুঁকি শনাক্ত করা এবং দ্রুত প্রতিরোধ করা। দ্বিতীয় দায়িত্ব, ঘটনার পর নিরপেক্ষ তদন্ত। তৃতীয় দায়িত্ব, অপরাধী যে-ই হোক তার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করা। আর চতুর্থ দায়িত্ব, ভুক্তভোগীকে নিরাপত্তা, ক্ষতিপূরণ ও ন্যায়বিচারের নিশ্চয়তা দেওয়া।

এখানে সরকারের রাজনৈতিক পরিচয়ও গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালের নির্বাচনের পর বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) সরকার গঠন করেছে এবং তারেক রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছেন। এখন বিএনপির সামনে সবচেয়ে বড় পরীক্ষা শুধু রাজনৈতিক—বাকী অংশ ২৯ পাতায়

SYLHET MOTORS Inc.

একটি বাংলাদেশী প্রতিষ্ঠান



Getting Approved is EASY
Bad Credit ?
No Credit ?
No Problem.

YOU WORK
YOU DRIVE

Address: 161-05 Hillside Avenue, Jamaica, NY 11432

Phone: 718-523-3044, www.sylhetmotors.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



সাহিত্য

অসামান্য বাঙালি মনীষী
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
ময়হারুল ইসলাম বাবলা

ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে বর্তমান পশ্চিম বাংলার পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে। বীরসিংহ গ্রামটি সেকালে হুগলি জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ ছিলেন সুপণ্ডিত এবং দৃঢ়চেতা মানুষ। জন্মের পর তাঁর নামকরণ ‘ঈশ্বরচন্দ্র’ পিতামহই দিয়েছিলেন। পিতা ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন টুলো ব্রাহ্মণ। কলকাতায় সামান্য বেতনের চাকরি করতেন। কিন্তু আর্থিক অসংগতির কারণে পুরো পরিবার নিয়ে কলকাতায় বসবাস করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। সে কারণেই ঈশ্বরচন্দ্র মা ও ঠাকুরমার সঙ্গে বীরসিংহ গ্রামে বসবাস করতেন। গ্রামের সনাতন বিশ্বাসের পাঠশালা, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত পাঠশালায় বাংলা শিক্ষা গ্রহণ করেন। ১৮২৮ সালে পাঠশালার শিক্ষা শেষে উচ্চশিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে পিতার সঙ্গে কলকাতায় চলে যান।

কলকাতার গভর্নমেন্ট সংস্কৃত শিক্ষালয়ে ব্যাকরণ এবং ১৮৩০ সালে ইংরেজি বিষয়ে ভর্তি হন। শিক্ষাজীবনে তিনি অসামান্য মেধার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাকাল ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ সাল পর্যন্ত। বাংলা, সংস্কৃত, ইংরেজি ভাষায় তাঁর সমান দক্ষতা ও পাণ্ডিত্য ছিল অসামান্য। তাঁর নামটি ঈশ্বরচন্দ্র ছিল বটে, কিন্তু তিনি ঈশ্বরকেন্দ্রিক ছিলেন না; ছিলেন মানবকেন্দ্রিক। তার বহু প্রমাণ রয়েছে তাঁর জীবনজুড়ে। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে থাকা অবস্থায় ওই কলেজে ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থী ব্যতীত অন্য বর্ণের শিক্ষার্থীদের প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। সংস্কৃত কলেজে যাতে কায়স্থ শিক্ষার্থীদের অন্তত পড়াশোনার সুযোগ দেওয়া হয়, ঈশ্বরচন্দ্র সেই উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন। এতে কলেজের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতরা চরম বিরোধিতা করেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর ব্রাহ্মণ শিক্ষকরা পর্যন্ত ছিলেন।

রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বিলোপে অমর হয়েছেন। ঈশ্বরচন্দ্রও তেমনি বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে ইতিহাসে অমরত্ব লাভ করেছেন। একটি ব্যক্তিগত ঘটনা তাঁকে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। বীরসিংহ গ্রামে তাঁর সঙ্গে এক বালিকার চমৎকার বন্ধুত্ব ছিল। পরস্পর ছিলেন খেলার সাথি। ঈশ্বরচন্দ্র বালিকাটিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। একসময় তাঁদের মধ্যে অনুরাগের সৃষ্টি হয়। ভালোলাগা পরিণত হয় ভালোবাসায়। কিন্তু বালিকাটি যখন জানতে পারল সে বাল্যবিধবা, সারা জীবন হিন্দু বিধবাদের ন্যায় তাকে কঠোর প্রশ্রয় পালন করতে হবে, সেই বালিকাটি হিন্দু বিধবাদের কঠোর নিয়ম পালনের প্রতিবাদস্বরূপ আত্মহত্যা করে। এই ঘটনাই ঈশ্বরচন্দ্রকে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ঘৃণিত সেই প্রথা বাতিলে অঙ্গীকার করেন, সরকারকে দিয়ে যেকোনো উপায়ে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার প্রচলন করে আইন দ্বারা বিধিবদ্ধ করাবেন। তখনকার সমাজ-বাস্তবতায় কাজটি মোটেও সহজ ছিল না। বিধবা বিবাহের প্রচলনে তাঁকে নানামুখী ষড়যন্ত্র-বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তাতে দমে যাননি তিনি।

১৮৫৭ সালের মহাবিদ্রোহকে কার্ল মার্ক্স ভারতীয়দের প্রথম স্বাধীনতার যুদ্ধ বলে অভিহিত করেছেন, তাঁর রচনায়। সিপাহি বিদ্রোহের সময় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের বয়স ৩৭ বছর। তিনি ওই বিদ্রোহের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে অবস্থান নেননি সত্য, তবে তাঁর নিরপেক্ষতা পক্ষান্তরে ইংরেজের পক্ষেই। তখন তিনি বহুবিবাহ বন্ধ করা নিয়ে মেতে ছিলেন। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, ‘কিন্তু এই হতভাগ্য দেশে দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সময় রাজ বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। রাজপুরুষেরা বিদ্রোহের নিবারণ বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যাপৃত হইলেন, বহুবিবাহের নিবারণ বিষয়ে আর তাঁহাদের মনোযোগ দিব্যার অবকাশ রহিল না।’ [উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর, কনক মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৭৫] সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়া সিপাহি বিদ্রোহে ইংরেজদের তখন ত্রাহি অবস্থা। অথচ তখনই বিদ্যাসাগর বলছেন, ‘বাবুরা কংগ্রেস করিতেছেন, আন্দোলন করিতেছেন, আক্ষালন করিতেছেন, বক্তৃতা করিতেছেন, ভারত উদ্ধার করিতেছেন। দেশের সহস্র সহস্র লোক অনাহারে প্রতিদিন মরিতেছেন তাহার দিকে কেহই দেখিতেছেন না। রাজনীতি লইয়া কি হইবে?...’ [উনবিংশ শতাব্দীর নারী প্রগতি ও রামমোহন-বিদ্যাসাগর, কনক মুখোপাধ্যায়, পৃষ্ঠা-৭৬-৭৭] তাঁর এই বক্তব্যকে বিশ্লেষণ করলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গিকে বুঝে নেওয়া মোটেও অসহজ নয়। অনাহারে মানুষের মৃত্যুর জন্য তিনি আহাজারি করেছেন বটে, অথচ অনাহারে মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী তো ইংরেজ সরকার। সরকারের দায় সম্পর্কে তিনি টু শব্দটি করেননি। বিপরীতে তিনি রাজনীতি ও রাজ-নীতিকদের প্রতি অপবাদ দিয়েছেন। কংগ্রেস রাজনীতি তখন কিংস পার্টির আবরণ ত্যাগ করতে পারেনি। ইংরেজদের অনুদানে কংগ্রেস তখন রাজকীয় এবং উচ্চতর মধ্যবিত্ত শ্রেণির বৈঠকবাজি-খাওয়া খাদ্যে আমোদ-মুগ্ধতির পাট্টবিশেষ। ভারতবাসীর মুক্তির জন্য কিংবা পরাধীন ভারতকে শত্রুমুক্ত করতে রাজনীতির বিকল্প তো কিছু হতে পারে না। সিপাহি বিপ্লব তো সে বার্তাই দিয়েছে। বিদ্যাসাগর সেই ক্রান্তিকালে ইংরেজদের বিরুদ্ধে না দাঁড়িয়ে কার পক্ষ সেদিন নিয়েছিলেন? তাঁর বক্তব্যটি বিশ্লেষণ করলে কী দাঁড়ায়? ইংরেজ শাসকদের থেকে তাঁর প্রতিশ্রুতি কম নয়। বিদ্যাসাগরকে বিদ্যা ও জ্ঞানের স্বীকৃতিস্বরূপ ইংরেজ সরকার ১৮৩৯ সালে তাঁকে ‘বিদ্যাসাগর’ উপাধি দিয়েছিল। সেই থেকেই ঈশ্বরচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় হয়ে ওঠেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। ১৮৪১ সালে ন্যায়ের শেষ পরীক্ষায় প্রথম হয়ে পান ইংরেজ সরকার থেকে ১০০ টাকা বৃত্তি। দেবনাগরী ভাষার হস্তলিপির জন্য আট টাকা পুরস্কার। সংস্কৃত রচনার জন্য ১০০ টাকা। ইস্ট ইন্ডিয়া কম্পানির আইন ব্যাপ্তিপত্রের জন্য ২৫ টাকা। কম্পানি সরকার মাসিক আট টাকা বৃত্তি দেয়। ১৮৪১ সালের ৪ ডিসেম্বর সংস্কৃত ভাষার পাণ্ডিত্যের জন্য সম্মাননা-প্রশংসাপত্র তাঁকে দেওয়া হয়। ওই বছরই তিনি ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের বাংলা বিভাগের

জাকির জাফরান
অন্য পৃথিবীর কুকুর

কুকুর ডাকছে
সেই ডাক ভাসছে বাতাসে
ভাসতে ভাসতে এঘর ওঘর হয়ে
আমাদের ঘরেও যখন এলো,
ততক্ষণে অন্য পৃথিবীর কুকুরেরা
ঘিরে ধরেছে আমাকে,
খেলছে আমাকে নিয়ে।
আমার একটি চোখে ভয়
অন্য চোখটিতে ঘুমিয়ে রয়েছে ভূমি
শান্ত সমাহিত হয়ে।
বাতাস ঘুরছে চক্রাকারে
কুকুরের ডাক গোল হতে হতে
ছড়িয়ে পড়ছে মহাবিশ্বে।
আমি টের পাই সেই অচেনা কম্পন।
অনেক দূরের কোনো গ্রহ থেকে
পরিহাস করছে কেউ এই নিশিরাতে।
আমাকে রক্তাক্ত করছে সেই ঠাট্টা।
আর সেই ঠাট্টার ভেতর
অন্য এক পৃথিবীর কুকুরের চিৎকারে
করবীগাছটাও নুয়ে পড়েছে দেখছি।
অথচ আমার হাতে দেখো ফুল আর ছবি
আমার পিঠে বিধে আছে ব্যথা ও বিদ্রূপ
স্পর্শহারা এই পৃথিবীর।

সবুজ শ্যামল বাংলা
সুফিয়ান আহমদ চৌধুরী

সবুজ শ্যামল বাংলা আমার
মনটা জুড়ে থাকে,
সবুজ শোভা রূপের ছবি
দু’চোখ রোজ আঁকে।
আকাশ নীলে পাখির মেলা
ধানের মাঠে ধান,
কিষাণ সুখে ব্যস্ত কাজে
সুখের কত বান।
ছেলে মেয়েরা খেলার মাঠে
আনন্দে করে খেলা,
বিকেল বেলা সরগরম
জমে যে হাটে মেলা।
এমনি করে সবুজ শ্যামল
উজালা গাঁয়ে প্রাণ,
সবুজ রঙে রাঙিয়ে যায়
ছড়ায় ফুলে ঘ্রাণ।
বাংলা আমার জড়িয়ে গায়
দূর প্রবাসে বাস,
সবুজ রঙ প্রাণটা জুড়ে
এই তো বারো মাস।

নিজাম বিশ্বাস
ভুলভুলাইয়া

দিবালোকে বালুপথ টলোমলো পারদের মতো
যেন ভর মাতাল ফিরছি ঘরে,
পথ ঘেঁষে বেতবন ফাঁকে সরু পথ উঁকি মারে
একটা উড্ডুদ্ধ ফুল ঝোপবাড়ি
নেচে নেচে উড়ে গেল, আমিও গেলাম তার
সাথে
দিনশেষে দিন হলো, পৃথিবীর মাথায় যেমন
রাত নামে,
ছক ছক আলো আর অন্ধকারে
এক পা আলোয় আর অন্য পা আঁধারে রেখে,
এ প্রভুত
আনন্দে হলো না ঘরে ফেরা

প্রণয়ের প্রকৃষ্ট সময়
খালেদ হোসাইন

উদ্যত খড়েগুর নিচে
এখন শুধু প্রেমের কবিতা লিখবার কাল।
আকাশে দূর্যোগের ঘনঘটা থাক কিংবা
নীল হাহাকার
এখন শুধু চুম্বন আর আলিঙ্গন দরকার।
অর্জিত অর্থ যদি হারায় তার সমস্ত মর্যাদা
ক্ষুধার তীব্রতায় যদি ক্ষুদ্রান্ত্র ও বৃহদন্ত্র
ঘূর্ণাবর্তের মতো মুচড়ে মুচড়ে ওঠে
হাসি যেন মুদ্রিত থাকে চোটে—
প্রথম প্রেমের নিবিড় আবেগে
শিউরে ওঠার এটাই তো শ্রেষ্ঠ সময়!
মানবিক জীবনে যদি নেমে আসে
অতলান্ত্র আধার
জীবের জিহ্বা যদি হয়ে ওঠে চাপাতি ও ক্ষুর—



বুঝে নিও জীবন মধুর।
মন্নায় মদিরা নয়, জল যদি হয়ে ওঠে জ্বালা
শয্যা যদি হয়ে ওঠে কণ্টকময়
নিদ্রা নয়, চোখ যদি বিদ্ধ হয় তিরে
অস্থির হয়ো না, ধীরে অতি ধীরে
ইন্দ্রধনু উপভোগ করো
পশ্চাতে ফিরে
এটাই এখন প্রকৃষ্ট প্রণয়
আর কিছু নয়।

ঘুমের কাছে ঋণ
শাহেদ কায়েস

ঘুমের কাছে তোমার অনেক ঋণ,
সারারাত জেগে থাকে জানালায় চাঁদ
শিশিরের গায়ে ভোর লিখে যায়
হারিয়ে যাওয়া কোনো নক্ষত্রের সংবাদ।
বনের ভিতর বাতাস ঘুমিয়ে পড়ে,
পাতারা তবু স্বপ্নের শব্দ শোনে;
দূরের নদী অন্ধকার বয়ে নিয়ে
একলা জেগে থাকে কাশের বঁনে।
ঘুমের কাছে তোমার অনেক ঋণ
কত রাত ফেরেনি পাখি তার নিড়ে,
কত মেঘ বৃষ্টি হতে ভুলে গিয়ে
ঝুলে আছে পাহাড়ের নীল শরীরে।
একদিন সমস্ত ঋণ শোধ হলে
ভোর নামবে শিউলির সাদা বিছানায়,
শুধু একটি জেগে থাকা তারা
হারানো ঘুমের ঠিকানা খুঁজি যায়।

অপরাধী
নভেরা হোসেন

তোমরা যা বলছ আজকাল তার অর্ধেকটাই
মিথ্যে
আর অর্ধেকটা নিরেট জালে বোনা
অহেতুক বাতাসের ক্রন্দন তট্টে জেগে ওঠে
যতসব ভালো আর মন্দের মিশেল
সেখান থেকেই বেছে নাও সুপেয় জল
নিজেকে বানালে কাচের পতুল
একপাশে তার তারকাখচিত
অন্যপাশে তলোয়ারের মসৃণতা
রাতজাগা একেকটা দীর্ঘ সময়
কাটাছেড়ো নিজের হৃদয়ে
তবু ভাব এই ভালো
নিজেকে অপরাধী বানিয়ে কারাগারে যাওয়া
কে তোমাকে ভালোবাসল আর কে তোমাকে
জলে ডোবাল
তার হিসেব যায় না কষা
ভুলে যাও দুধ আর বিষের তফাত
এক চুমুকেই পান করো অমিয় জল
এক হাতেই ভুলে নিয়েছ
প্রেম ও ঘৃণার অমোঘ ত্রিশূল

তাস
জাহিদ সোহাগ

সারা দিন গেল
একা তাস খেলে
সন্ধ্যা বিপুল
বৃষ্টিতে ভেজা কাক
হৃদয়ের চাকা
ডুবে গেছে জলজটে
অফিস নিভেছে
মেঘভারি রোদে
মনে মনে আমি
যাই তাস খেলে

আগুন লেগেছে কি ইস্কটনে
ফোন বেজে বেজে
একা চলে যায়
কত কেউ ভেজে
আর নাচে নাচে
যদিও পেখম
মেলেনি ময়ূর
ঠোটে ছিল তুষা
বরষায় ভেজা
সময় ফুরায়
একা তাস খেলে

পাখি
রনক জামান

চৈত্রের রোদ—
পুকুরঘাটে
একটা চড়ুই পাখি
পানি খায়
খুঁটে খুঁটে
নিজেরই প্রতিবিম্ব
খায়—
আর
চঞ্চুতে দুপুর একা
টলমল করে

খবর
মোহাম্মদ শামীম মিয়া

প্রতিদিনই নানান রকম খবর আসে,
দূর দিগন্তের হাওয়ার ভেলায় ভাসে।
খবর আসে কাগজের পাতা ভরে,
কথার নাচন থাকে যে থরে থরে।
খবর আসে জীবন নামের খামে,
আঁধার ঘোরে হঠাৎ ঠিকই খামে।
ভাসছে কেহ সাগর অথৈ বন্যায়,
হচ্ছে কোথা জ্বলুম শত অন্যায়।
যুদ্ধ মাঠের খবর আসে দৈনিক,
অকাতরে মরছে হাজার সৈনিক।
অনাহারে অসহায়ের কাটছে রাত,
লুটেপুটে করছে কেহ বাজিমাত।
সড়ক পথে দুর্ঘটনায় ঝরছে প্রাণ,
গুঁকছে কেহ অবৈধ টাকার ঘ্রাণ।
দুর্নীতি-ভেজাল করে আজকাল,
হচ্ছে কেহ পোয়াবারো লালে লাল।
বাড়ছে কারো শক্তি সাহস ঈমানী,
করছে কেহ চল-চাতুরী বেঈমানী।
হাতের মুঠোয় পুরো পৃথিবী এখন,
খবর আসে নিমিষে যখন তখন।

দৃষ্টি আকর্ষণ!

কবি এবং সাহিত্যিকদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে, যাঁদের
লেখা সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে প্রকাশিত হয়, তাদের কবিতা সহ
অন্যান্য লেখা জন্মভূমির অনলাইনে নিয়মিত আপলোড করা হচ্ছে।
আপনার লেখা দেখতে ভিজিট করুন :
www.ionmobhumi.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ধর্ম

৪৪৪ বছরের প্রাচীন অষ্টধাতুর প্রতিমার সঙ্গে মৃণ্ময়ীও পূজো পান চক্রবর্তী বাড়িতে

তারক চক্রবর্তী, জলপাইগুড়ি: রাজশাহীর তাহিরপুর থেকে গুরু। হুসেন শাহের আক্রমণ থেকে পরবর্তীতে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল পরে সাঁকরাইল হয়ে জলপাইগুড়ির পাড়াপাড়া কালীবাড়ি রোডে রাজশাহীর তাহিরপুর থেকে গুরু। হুসেন শাহের আক্রমণ থেকে পরবর্তীতে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল পরে সাঁকরাইল হয়ে জলপাইগুড়ির পাড়াপাড়া কালীবাড়ি রোডে। প্রায় ৪৪৪ বছর ধরে পূজো পাচ্ছেন মা দুর্গা। পারিবারিক রীতিনীতি মেনে আজও পূজোর সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করেন তাহিরপুরের রাজা তথা পরবর্তীতে গৌড়ের সম্রাট কংসনারায়ণ রায়ের বংশধরেরা। আজও এই পূজোতে বাইরের কোনো পুরোহিত ডাকা হয় না। পরিবারের সদস্যরাই পূজো করেন। অষ্টধাতুর নয় ইঞ্চির উচ্চতা মা দুর্গার সঙ্গে পূজো পান গণেশ ও



কার্তিক। এখানে নেই সরস্বতী ও লক্ষ্মী। দুর্গাপূজার তিথিতে অষ্টধাতুর মূর্তির সঙ্গে পূজো হয় মৃণ্ময়ী মায়ের। সেই পূজোরই এখন চলছে প্রস্তুতি। তবে এখানে নিত্যদিন অন্নভোগ দিয়ে পূজো দেন বাড়ির সদস্যরা। করা হয় চণ্ডীপাঠও। পরিবারের সদস্যদের দাবি, তাহিরপুরের রাজা থাকা অবস্থায় মুঘল সম্রাট আকবরের আমলে সম্ভবত ১৫৮২ সালে এই পূজো শুরু করেছিলেন কংসনারায়ণ রায়। সেই সময়ে প্রায় ন'লক্ষ টাকা ব্যয় করে পূজো করা হয়েছিল। ইতিহাসবিদদের দাবি, ওই পূজোতে রাজার প্রত্যেক প্রজার নেমন্তন্ন থাকত। হুসেন শাহের আমলে রাজা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে যাওয়ার পরে বিগ্রহ নিয়ে শ্রীহট্ট সেনের বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেই সময় বিগ্রহ সেখানে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে রাজ

চক্রবর্তী উপাধি নিয়ে প্রভাব প্রতিপত্তি বাড়িয়ে যুদ্ধে জয়ী হয়ে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল ও পরে এদেশের সাঁকরাইলে পূজিতা হতেন মা দুর্গা। বহুযুগ পরে ওই পরিবার জলপাইগুড়ির ডাঙাপাড়া পাড়াপাড়া কালীবাড়ি রোডে চলে আসার পরে এখন পূজো শুরু করেন।

যদিও ইতিহাসবিদদের একাংশ মনে করেন, রাজা কংসনারায়ণের এই দুর্গার বিগ্রহ ১২০০ বছর পুরনো হতে পারে। কার্বন টেস্ট করিয়ে আসল সময়

জানার চেষ্টা করলে আরও ইতিহাস জানা যাবে বলে মনে করছেন তাঁরা। মা দুর্গার নিত্যপূজায় নিয়মিত অন্নভোগের পাশাপাশি নানান রকমের ভাজা দেওয়া হয়। দুর্গাপূজার সময় অষ্টধাতুর মূর্তির পাশাপাশি মৃণ্ময়ী মায়ের প্রতিমাও আনা হয়। দুর্গাপূজার সপ্তমীতে অন্নভোগ, অষ্টমীতে খিচুড়ি ভোগ, নবমীতে বোয়াল মাছের ভোগ দেওয়া হয় দুর্গাকে। দশমীতে শাপলা ফুল, পান্তাভাত ও কচুশাক দিয়ে ভোগ নিবেদন করে মাকে বিদায় জানান পরিবারের সদস্যরা। প্রত্যেকদিন পরিবারের সদস্যরাই পূজো করেন। ঢাক বাজান বাড়ির সদস্যরাই।

Since 1989

Nutra Herbal
USA
Promoting Health Through Herbs & Nutrition

ARE YOU SICK & TIRED OF ALOPATHIC MEDICINE SIDE EFFECTS?
TRY HOMEOPATHIC MEDICINE WHICH WORKS BETTER & HAS NO SIDE EFFECTS.

NHHC
NUTRA HERBAL
HOMEOPATHIC CENTER

LOCATIONS:
72-15 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
718-396-3600

112-04 101st Avenue
Richmond Hills, NY 11419
718-480-1102

Promoting Health Through Herbs & Nutrition

FREE CONSULTATION IN-PERSON OR BY PHONE

WWW.HOMEOPATHICUSA.NET

বর্তমানে এই পরিবারের সদস্য অর্ঘ্য চক্রবর্তী বলেন, তাহিরপুর থেকে গুরু হওয়া এই পূজো আমরা এখনও জলপাইগুড়িতে করে চলেছি। বাইরের কোনো পুরোহিতকে না ডেকে আমরা পরিবারের সদস্যরাই পূজো করে থাকি। আমরা সব ভাই পূর্বপুরুষদের শিখিয়ে যাওয়া রীতিনীতি মেনেই পূজো করি।



লোভ-লালসা মানুষের নীতি-নৈতিকতা কেড়ে নেয় মাইমুনা আক্তার

যেসব প্রবণতা মানুষের বিবেক, ন্যায়বোধ ও আল্লাহভীতিকে গ্রাস করে নেয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো লোভ-লালসা। এই ভাইরাস একবার কাউকে পেয়ে বসলে সে আর মানুষের মতো আচরণ করে না।

অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা কিংবা মর্যাদার জন্য সে অন্যের অধিকার হরণ, প্রতারণা, নির্যাতন এমনকি হত্যার মতো অপরাধও জড়িয়ে পড়তে পারে। তাদের কাছে তখন স্বার্থ উদ্ধারই মুখ্য বিষয় হয়ে ওঠে। স্বার্থের জন্য তারা ঈমান বিকিয়ে দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। (নাউজুবিল্লাহ)

অর্থ-সম্পদের প্রতি ভালোবাসা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই কমবেশি থাকতে পারে, এটা মানুষের স্বভাবজাত বিষয়।

পবিত্র কোরআন মানুষের এই দুর্বলতার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেন, ‘আর তোমরা ধন-সম্পদকে অত্যধিক ভালোবাসো।’ (সূরা : আল-ফজর, ২০)

এই ভালোবাসা যখন অতিরিক্ত আসক্তিতে রূপ নেয়, তখনই তা মানুষকে ন্যায়-অন্যায় ভুলিয়ে



দেয়। তারা তখন অর্থ-সম্পদ, ক্ষমতা ও মর্যাদার জন্য সব ধরনের পাপ করতে প্রস্তুত হয়ে যায়। অর্থের প্রতি এই অন্ধ আসক্তিই মানুষকে কখনো অন্যের সম্পদ আত্মসাৎ করতে, কখনো ঘুষ-দুর্নীতিতে জড়াতে এবং কখনো নিজের স্বার্থে অন্যের জীবন, সম্মান ও নিরাপত্তাকে তুচ্ছ করতে প্ররোচিত করে।

অথচ মহান আল্লাহ অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ হস্তগত করাকে হারাম করেছেন। পবিত্র কোরআনে মহান আল্লাহ বলেছেন, ‘হে ঈমানদাররা! তোমরা একে অপরের সম্পদ অন্যায়ভাবে গ্রাস করো না।’

(সূরা : নিসা, আয়াত : ২৯)

কখনো কখনো দেখা যায়, মানুষ সরাসরি ছিনতাই না করলেও আদালত কিংবা আইনের প্যাঁচে ফেলে অন্য কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি গ্রাস করার পায়তারা করে। অথচ উৎকোচ দিয়ে কিংবা ক্ষমতাবলে অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ গ্রাস করার জন্য যদি আদালত থেকে রায় নিয়ে আসে, তবু তা অবৈধই থেকে যাবে। পবিত্র কোরআনে এসেছে, ‘আর তোমরা নিজেদের মধ্যে তোমাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না এবং তা বিচারকদের (ঘুষ হিসেবে) প্রদান করো না। যাতে মানুষের সম্পদের কোনো অংশ পাপের মাধ্যমে জেনেবুঝে খেয়ে ফেলতে পারো।’

(সূরা : বাকারা, আয়াত : ১৮৮)

লোভ-লালসা মানুষের জন্য ভীষণ ক্ষতিকর। বিশেষ করে এগুলো মানুষের দ্বীন-ধর্মের ক্ষতি করে। এর ক্ষতি সম্পর্কে সতর্ক করতে গিয়ে মহানবী (সা.) বলেছেন, কাব ইবনে মালিক আল-আনসারি (রা.) থেকে বর্ণিত, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন, দুটি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছাগলের পালে ছেড়ে দেওয়া হলে পরে তা যতটুকু না ক্ষতিসাধন করে, কারো সম্পদ ও প্রতিপত্তির লোভ এর চেয়ে বেশি ক্ষতিসাধন করে তার ধর্মের। (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৭৬)

উল্লিখিত এই হাদিসে মহানবী (সা.) অর্থ-সম্পদের লোভের পাশাপাশি মর্যাদা ও ক্ষমতার লোভকেও একই বিপদের সঙ্গে যুক্ত করেছেন। কারণ ক্ষমতার লোভ যখন বিবেককে পরাজিত করে, তখন মানুষের কাছে অন্যের সম্মান, অধিকার, নিরাপত্তা এমনকি জীবনও নিজের উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়ে তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে।

THE BEST HOPE REALTY INC.

37-22 73rd St, Suite # 2G
Jackson Heights, NY 11372
Office : 718-685-2000
Cell : 347-236-2737
Fax : 718-899-0002
Email : msali718@gmail.com
Cell : 01927011099 (BD)

Mohammed Solaiman Ali
Lic. Real Estate Broker/Owner
Lic. General Contractor & Multiservice Provider

1 in Selling, Buying or Renting With Govt. Program

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

ঢাকা কড়চা



ঢাবিতে শেখ মুজিব হলের ফটক থেকে মুছে দেওয়া হলো ‘শহীদ ওসমান হাদি’ নাম

ঢাকা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) শেখ মুজিবুর রহমান হলের প্রধান ফটক থেকে ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ নাম সরিয়ে ফেলা হচ্ছে। বুধবার দুপুরে হলের প্রধান ফটক থেকে নামটি মুছে ফেলার কাজ শুরু করে হল প্রশাসন। আগামী দুয়েক দিনের মধ্যে সেখানে পুনরায় ‘শেখ মুজিবুর রহমান হল’ নাম লেখা হবে বলে জানিয়েছে হল প্রশাসন।

হলের সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মো. জবান আলী বলেন, শিক্ষার্থীরা দীর্ঘদিন ধরে মৌখিকভাবে হলের নাম সংশোধনের দাবি জানিয়ে আসছেন। হলের নাম নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভি-ভাবকদের বিভ্রান্তি এড়াতে আগামী দুয়েক দিনের মধ্যে ‘শেখ মুজিবুর রহমান হল’ নামটি পুনরায় লেখা হবে।

বুধবার দুপুরে হলের প্রধান ফটকে গিয়ে দেখা যায়, ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ লেখা অংশটি মুছে ফেলার কাজ চলছে। এ সময় ফটকের নামফলকের আগের লেখাটি সরিয়ে নতুন করে নাম লেখার প্রস্তুতি নেওয়া হয়। চলতি সপ্তাহের মধ্যেই নাম পরিবর্তনের কাজ শেষ হবে বলে জানিয়েছে হল প্রশাসন।

এর আগে ২০২৫ সালের ২০ ডিসেম্বর রাতে হলের মূল ফটক থেকে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম মুছে ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ লেখা হয়। সাধারণ শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে ওই নাম পরিবর্তন করা হয়েছিল। পরদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও শেখ মুজিবুর রহমান হল সংসদের পক্ষ থেকে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী স্বাক্ষরসংবলিত একটি স্মারকলিপি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে দেওয়া হয়।

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও আত্মায়ক শরিফ ওসমান বিন হাদি ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা-৮ আসন থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিলেন। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন ২০২৫ সালের ১২ ডিসেম্বর রাজধানীর পল্টন এলাকায় গুলিবিদ্ধ হন তিনি। গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে প্রথমে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয়। পরে এভারকেয়ার হাস-পাতালে স্থানান্তর করা হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য ১৫ ডিসেম্বর তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হলে সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ১৮ ডিসেম্বর রাতে তিনি মারা যান।

হাদির মৃত্যুর পর তার নামে হলটির নামকরণের বিষয়টি সামনে আসে। ২০ ডিসেম্বর রাতে শিক্ষার্থীদের একাংশ হলের প্রধান ফটকে থাকা ‘শেখ মুজিবুর রহমান হল’ নাম মুছে ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ নাম লেখেন। পরবর্তী সময়ে বিষয়টি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক পর্যায়েও আলোচনায় আসে।

এর ধারাবাহিকতায় গত ৮ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিডিকেট সভায় শেখ মুজিবুর রহমান হলসহ শেখ পরিবারের নামে থাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঁচটি স্থাপনার নাম পরিবর্তনের সুপারিশ করা হয়। প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওই সভায় শেখ মুজিবুর রহমান হলের নাম পরিবর্তন করে ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ করার সুপারিশ করা হয়েছিল।

তবে নাম পরিবর্তনের বিষয়টি পরে সিনেট অধিবেশনেও আলোচনায় আসে। গত ২৯ জুন সিনেট অধিবেশনের আলোচ্যসূচিতে বিষয়টি উপস্থাপন করা হলে সদস্যদের মধ্যে ভিন্নমত দেখা দেয়। সিনেট সদস্য অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান বিষয়টি বিধি অনুসরণ করে পুনরায় সিডিকেটে পাঠানোর প্রস্তাব দেন। সিনেট সদস্য অধ্যাপক ড. সামিনা লুৎফাও নাম পরিবর্তনের বিষয়ে আপত্তি জানান।

এ সময় সিনেট সদস্য ফজলুল হক মিলন ‘শেখ মুজিবুর রহমান হল’-এর নাম পরিবর্তন করে জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের নামে নামকরণের প্রস্তাব দেন। দীর্ঘ আলোচনা হলেও সেদিন এ বিষয়ে কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি।

পরে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বিষয়টি পুনরায় সিডিকেটে পাঠানোর নির্দেশ দেন। এর প্রতিবাদে সিনেট অধিবেশন থেকে ওয়াকআউট করেন ডাকসুর পাঁচ সিনেট সদস্য- ভিপি সাদেক কায়ুম, জিএস এস এম ফরহাদ, এজিএস মুহাম্মদ মহিউদ্দিন, পরিবহন সম্পাদক আসিফ আব্দুল্লাহ ও সদস্য সারিকুল্লাহর তামান্না।

এ বিষয়ে জানতে হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. মো. আখতারুজ্জামানের সঙ্গে ফোন কলে

একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। তবে হলের সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার মো. জবান আলী বলেন, ‘শহীদ ওসমান হাদি হল’ নামটি নিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। এ কারণে পুরোনো নাম ‘শেখ মুজিবুর রহমান হল’ পুনরায় লেখা হচ্ছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটেও বর্তমানে হলটির নাম ‘শেখ মুজিবুর রহমান হল’ হিসেবে উল্লেখ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য অনুযায়ী, হলটি ১৯৮৮ সালে প্রতিষ্ঠিত।

মিরপুরে হকার উচ্ছেদ: অবহিত না করায় ‘বিস্মিত’ জামায়াত আমির

ঢাকা, রাজধানীর মিরপুর এলাকায় ফুটপাথ উচ্ছেদ অভিযান নিয়ে নিজের নির্বাচনী এলাকার সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলোচনা না করায় বিস্ময় প্রকাশ করেছেন বিরোধীদলীয় নেতা ও জামায়াতে ইসলামীর আমির ড. শফিকুর রহমান।

একই সঙ্গে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না করে এবং সাধারণ মানুষের চলাচল নির্বিঘ্ন রেখে সমন্বিত ও বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ নেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। বুধবার বিকালে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এসব কথা বলেন। পাশাপাশি পরিস্থিতি শান্ত রাখতে সবাইকে আপাতত ধৈর্য ধরার আহ্বান জানান।

ফেসবুক পোস্টে শফিকুর রহমান বলেন, বুধবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে মিরপুর ১৩ নম্বর থেকে ১০ নম্বর এলাকার হোপ মার্কেট এলাকায় ফুটপাথে উচ্ছেদ অভিযান চলাকালে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে সিটি করপোরেশনের কিছু সরঞ্জাম ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার পাশাপাশি উচ্ছেদ অভিযানে অংশ নেওয়া কর্মকর্তা-কর্মচারীরাও আক্রান্ত হন। পুলিশের সদস্যদের সঙ্গে সাধারণ ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এ ছাড়া সংবাদ সংগ্রহে গেলে গণমাধ্যমকর্মীদেরও বাধা দেওয়া হয় বলে তিনি উল্লেখ করেন।

জামায়াত আমির বলেন, ‘এই আসনটি রাজধানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ সংসদীয় আসন, যেখানে জনগণ তাদের মূল্যবান ভোট দিয়ে আমাকে নির্বাচিত করেছেন। সুতরাং জনগণের সুবিধা-অসুবিধা-সংক্রান্ত কোনো বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংসদ সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করা হলে বিষয়টি হয়তো আরও সমন্বিত ও ভিন্নভাবে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হতো।’

তিনি বলেন, সংঘাতের পরিবর্তে বাস্তবতা উপলব্ধি করে এমন ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন, যাতে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা অযথা ক্ষতিগ্রস্ত না হন এবং একই সঙ্গে সাধারণ জনগণের চলাচলের পথ নির্বিঘ্ন ও ব্যবহারোপযোগী থাকে। এ জন্য সমন্বিত ও বাস্তবভিত্তিক উদ্যোগ প্রয়োজন।

ফুটপাথের ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ তুলে শফিকুর রহমান বলেন, মাসের পর মাস ধরে একদল অসাধু ও চাঁদাবাজ ব্যক্তি এসব ব্যবসায়ীর কাছ থেকে নিয়মিত চাঁদা নিয়ে তাদের সেখানে ব্যবসা করার সুযোগ করে দিয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে চাঁদা আদায় করা হয় বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তাঁর ভাষায়, এটি অত্যন্ত নিন্দনীয় কর্মকাণ্ড। এর আর্থিক বোঝা শেষ পর্যন্ত সাধারণ ক্রেতা ও জনগণের ওপর পড়ে। তিনি বলেন, বিচ্ছিন্ন কোনো পদক্ষেপ নয়; বরং সমন্বিত, সুপরিকল্পিত ও টেকসই পদক্ষেপ নেওয়া প্রয়োজন। স্থানীয় সংসদ সদস্যকে অবহিত না করে এ ধরনের পদক্ষেপ নেওয়ার বিষয়টি তাকে বিস্মিত করেছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

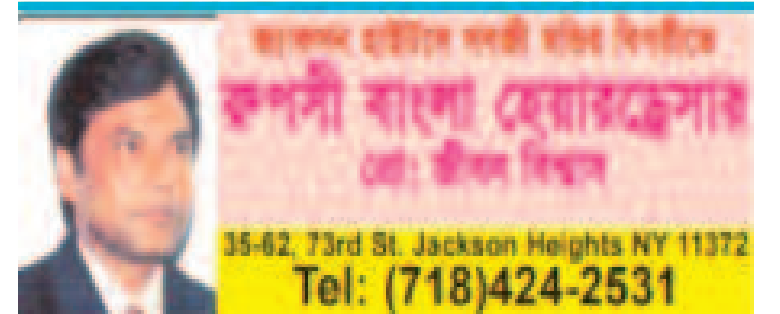
শফিকুর রহমান বলেন, ‘এ বিষয়ে আমারও দায়িত্ব রয়েছে এবং আমাকে সম্পৃক্ত করা যেত। পারস্পরিক পরামর্শের মাধ্যমে একটি উত্তম ও কার্যকর পথ বের করা সম্ভব ছিল। কিন্তু সেই পথ অনুসরণ করা হয়নি।’ উচ্ছেদ অভিযানের আগে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা নিশ্চিত করার ওপরও গুরুত্ব দেন তিনি। তার মতে, সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীদের জন্য কোনো বিকল্প ব্যবস্থা করা হয়েছে কি না, সেটিও বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন।



‘আ.লীগ করাই যদি অপরাধ হয়, ফাঁসি হলেও আ.লীগই করব’

ঢাকা, জয় বাংলা ব্রিগেড’র জুম মিটিংয়ে অংশ নিয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে উৎখাত ও রাষ্ট্রবিরোধী কর্মকাণ্ডে অংশ নেওয়ার অভিযোগে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনের বিরুদ্ধে করা মামলায় চার্জগঠন শুনানির জন্য আগামী ১৫ অক্টোবর ধার্য করা হয়েছে। বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মঈন উদ্দিন চৌধুরী ছুটিতে থাকায় চার্জ শুনানি হয়নি। পরে ভারপ্রাপ্ত বিচারক মোসাদ্দেক মিনহাজ আগামী ১৫ অক্টোবর চার্জ গঠনের জন্য নতুন দিন ধার্য করেন।

আসামিপক্ষের আইনজীবী মোরশেদ আলম শাহীন বিষয়টি নিশ্চিত করেন। এ মামলায় গ্রেফতার আসামি আওয়ামী লীগের সংরক্ষিত নারী আসনের সাবেক সংসদ সদস্য সাবিনা আক্তার তুহিন আদালত থেকে কারাগারে নেওয়ার সময় ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আর কতবার আসব আদালতে? আমরা যেসব নারীরা এ মামলায় জেলে আছি সবাই এখন অসুস্থ। পরে প্রিজন্ড্যানো দাঁড়িয়ে তুহিন বলেন, আওয়ামী লীগ করার অপরাধে যদি আমার ফাঁসি হয়, তবু আওয়ামী লীগই করব। জেল কত খাটাবেন? আমরা রাজনীতি করেছি, পার্টি করছি কিন্তু কোনো হত্যার সঙ্গে সম্পৃক্ত নই। তারেক রহমানকে উদ্দেশ্য করে তুহিন বলেন, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন- যারা নিরপরাধ তাদের ছেড়ে দেওয়া হবে। আওয়ামী লীগ করি, রাজনীতি করা আমার গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার। ২০২৫ সালের ২৭ মার্চ শেখ হাসিনাসহ ৭৩ জনের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহের অভিযোগে আদালতে মামলাটি করেন সিআইডি’র সহকারী বিশেষ পুলিশ সুপার মো. এনামুল হক। তদন্ত শেষে গত ৩০ জুলাই শেখ হাসিনাসহ ২৮৬ জনকে আসামি করে আদালতে অভিযোগপত্র দাখিল করেন তিনি। মামলার অভিযোগে বলা হয়, ২০২৪ সালের ১৯ ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহসভাপতি ড. রাব্বী আলমের নেতৃত্বে ‘জয় বাংলা ব্রিগেড’-এর জুম মিটিংয়ে শেখ হাসিনাসহ কয়েক শতাধিক নেতাকর্মী অংশ নেন।





Short Sale & Foreclosure Specialist



Nurul Huda (Harun)
Licensed Real Estate Assoc. Broker
Vice President

Cell: 917.238.4161
nurul@omnirealty.com
www.omnirealty.com



এখন নতুন ঠিকানায় এস,এন জুয়েলারী এন্ড রিপেয়ার

আপনার পছন্দের ২২, ১৮ এবং ১৪ গোল্ড জুয়েলারীর অর্ডার দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী, রিপেয়ার এবং পুরাতন সোনা দিয়ে নতুন অলঙ্কার তৈরী করে থাকি।
যোগাযোগ: স্বপন ধর
৩৪৭-৮৯১-৮৮৯১

৩৭-৫০-৭৫ স্ট্রিট, জ্যাকসন হাইটস, নিউইয়র্ক-১১৩৭২



Global Travel Express
(A sister concern company of Global Group of Services)

Book Your Flight with us to Explore the World

929-287-7354, 917-889-1643

Jackson Heights Office:
37-16 74th Street, 2nd Fl. Suite 203
Jackson Heights, NY 11372, Call: 929-287-7354
Phone: 718-778-7800, Fax: 718-288-8488

Jamaica, Mollis Office:
154-02 Hillside Avenue, 1st Floor
Jamaica, NY 11432, Call: 917-889-1643
Phone: 347-282-0781, Fax: 718-288-8488

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২

কলকাতা কড়চা



ইভিএম নয় ব্যালট চাই, দাবি ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকে! ‘গণতন্ত্র বাঁচাও’ পদযাত্রা এবং নির্বাচন সদন অভিযানেরও ঘোষণা

দিল্লি ডেস্কঃ দিল্লিতে বৈঠকে বসেছিল কংগ্রেস, তৃণমূল (মমতাপন্থী), সিপিএম-সহ ১৯টি দল। গরহাজির ছিল এমকে স্ট্যালিনের ডিএমকে এবং অরবিন্দ কেজরীবালের আপ। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্কের আবহে বিরোধী ঐক্য বালিয়ে নিতে বুধবার দুপুরে দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বৈঠক করলেন বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’র নেতারা। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সরকারের বিরুদ্ধে ভোটচুরির অভিযোগ তুলে জ্ঞানেশের ইস্তফার দাবিতে একগুচ্ছ কর্মসূচি ঘোষণা করা হল।

বৈঠকে ছিল কংগ্রেস, তৃণমূল (মমতা), তৃণমূল, সিপিএম-সহ ১৯টি দল। বৈঠকে গরহাজির ছিল এমকে স্ট্যালিনের দল ডিএমকে এবং অরবিন্দ কেজরীবালের আপ। বেলা ১১টা থেকে বৈঠক শুরু হয়। প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বৈঠক চলে। দুপুর আড়াইটে নাগাদ বিরোধী দলগুলি যৌথ সাংবাদিক বৈঠক করে ‘ইন্ডিয়া’র ভবিষ্যৎ কর্মসূচির কথা ঘোষণা করে। সাংবাদিক বৈঠকে প্রধান বক্তা ছিলেন কংগ্রেস সভাপতি তথা রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতা মল্লিকার্জুন খড়েগ।

কনস্টিটিউশন ক্লাবে বুধবারের বৈঠকে ছিলেন, সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি, সি-পিআইএমএল-এর সাধারণ সম্পাদক দীপঙ্কর ভট্টাচার্য, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লাহ, পিডিপি-র মেহবুবা মুফতি, আরজেডির তেজস্বী যাদব, এনসিপি (এসপি)-র সুপ্রিয়া সুলে প্রমুখ। বৈঠকে সনিয়া গান্ধীর দুই পাশে বসেছিলেন মমতা এবং মেহবুবা। রাহুলের পাশে বসেছিলেন ওমর। মমতা তৃণমূলের তরফে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়, দোলা সেন, ডেরেক ও’ব্রায়েন এবং কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও বৈঠকে যোগ দেন। বেশ কয়েকটি সংবাদমাধ্যম সূত্র উদ্ধৃত করে দাবি করেছে, বৈঠকে মমতা দাবি করেছেন, পশ্চিমবঙ্গে স্বৈরতন্ত্র চালাচ্ছে বিজেপি। তাঁকে বাড়ি থেকে বেরোতে দেওয়া হচ্ছে না বলেও অভিযোগ করেন তিনি। শিবসেনা (ইউবিটি) নেতা উদ্ধব ঠাকরে এবং এবং ঝাড়খণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী তথা জেএমএম প্রধান হেমন্ত সোৱেন এই বৈঠকে অনলাইনে যোগ দিয়েছিলেন। বুধবারের ‘ইন্ডিয়া’-বৈঠকে না-থাকলেও প্রতিনিধি হিসেবে দলের দুই সাংসদ, হরেন্দ্র মালিক ও মৌলানা মহিবুল্লাহ নদভিকে পাঠিয়েছিলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। অখিলেশ সরকারি ভাবে ‘ইন্ডিয়া’ নেতৃত্বকে জানিয়েছেন, রাজ্যের ১০ আসনের রাজ্যসভা ভোটের কাজে তিনি ব্যস্ত। তাই বৈঠকে প্রতিনিধি পাঠিয়েছে

কী জানালেন খড়েগ?

বিরোধী জোটের নেতাদের আলোচনার পরে সাংবাদিক বৈঠকে খড়েগ জানান, দেশের আমজনতা, বিশেষত তরুণ প্রজন্ম এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলিকে পাশে নিয়ে এই আন্দোলন গড়ে তুলতে চায় ‘ইন্ডিয়া’। আগামী ২ থেকে ৮ অক্টোবর জেলা পর্যায়ে দেশের সর্বত্র ‘গণতন্ত্র বাঁচাও’ পদযাত্রা এবং জেলাশাসকদের দফতরের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। দেশজোড়া ওই আন্দোলন-পর্বের মধ্যেই ৬ অক্টোবর সমস্ত বিরোধী দলের সাংসদদের নিয়ে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের কার্যালয় অভিমুখে পদযাত্রা হবে। খড়েগর দাবি, বুধবারই নির্বাচন সদনের উদ্দেশ্যে পদযাত্রা করার ইচ্ছা ছিল তাঁদের। তবে শেষ পর্যন্ত তা ৬ তারিখ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া

হয়েছে। কংগ্রেস সভাপতি বলেন, “রাহুলজি, মমতাজি সকলেই বৈঠকে পরামর্শ দিয়েছেন। নির্বাচন কমিশনকে হাতের পুতুলের মতো ব্যবহার করা হচ্ছে। এর পিছনে আসলে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। সাধারণ মানুষ ন্যায্য দাবি তুলে ধরলেও বিজেপি বাধা সৃষ্টি করছে।”

খড়েগ বিরোধী ঐক্যের বার্তা দিয়ে জানান, “সব (বিরোধী) দল এই লড়াইটা একসঙ্গে লড়বে বলে জানিয়েছে।” প্রবীণ এই কংগ্রেস নেতা জানান, দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা নিয়ে নিজেদের উদ্বেগের কথা জানাতে অক্টোবরের দ্বিতীয় সপ্তাহে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মুর কাছে সময় চাইবেন তাঁরা। খড়েগ জানান, বিরোধী দলগুলির ভবিষ্যৎ কর্মসূচি নিয়ে বেশ কিছু পরামর্শ দিয়েছেন রাহুল এবং মমতা। তাঁরা দু’জন যে ‘ভোটচুরি’র অভিযোগ তুলেছিলেন, তাঁর প্রতিবাদে অক্টোবর এবং নভেম্বর সারা দেশ জুড়ে পাঁচটি সভা করবে ‘ইন্ডিয়া’। খড়েগর কথায়, “অক্টোবর-নভেম্বর পাঁচটি বড় সভা হবে। সময় এবং স্থান পরে ঠিক হবে। ১ জানুয়ারি দিল্লিতে একটি বড় কর্মসূচি হবে। খড়েগ এ-ও জানান যে, সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর এবং নির্বাচনী ব্যবস্থায় কারচুপির অভিযোগ সংক্রান্ত যে মামলাগুলি রয়েছে, সেগুলির দ্রুত নিষ্পত্তির আর্জি জানাবেন তাঁরা।

কংগ্রেস সভাপতির অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের ভিতরে দু’-তিন জন দাবার বোড়ে হিসেবে কাজ করছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শাহ তাঁদের হাতের পুতুলের মতো ব্যবহার করছেন বলে অভিযোগ খড়েগর।

জ্ঞানেশকে নিশানা রাহুল-মমতা-অভিষেকের সাংবাদিক বৈঠকে খড়েগর পরের বক্তা ছিলেন তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আক্র-মণাত্মক ভঙ্গিতে দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে নিশানা করেন তিনি। মমতা বলেন, “ওরা বাংলায় লুট করেছে। এখন সবটাই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। জ্ঞানেশ কুমার একজন চোর। উনি ইভিএম পুড়িয়েছেন। উনি এখনই পদত্যাগ করুন। উনি পদত্যাগ না করলে আন্দোলনের তীব্রতা আরও বাড়বে।” সাংবাদিক বৈঠকে তৃতীয় বক্তা ছিলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি বলেন, “যাঁরা ভারতের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন, তাঁদের শাস্তির বিষয়টি আমরা সুনিশ্চিত করবই। তাঁরা কত বড় পদে রয়েছেন, সেটা মুখ্য বিষয় নয়। কোনও একজন ব্যক্তির চেয়ে দেশের গণতন্ত্র অনেক বড়।” রাহুলের প্রশ্ন দেশের মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার কেন ভারতের একমাত্র ব্যক্তি, যিনি সর্বাত্মক আইনি সুরক্ষা কবচ পেয়ে চলেছেন? বুধবার সমাজমাধ্যমেও জ্ঞানেশকে নিশানা করে রাহুল লিখেছেন- ‘প্রধানমন্ত্রী (নরেন্দ্র) মোদী তাঁকে ভোটচুরির কাজে ব্যবহার করেন’। অন্য দিকে, ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকে যোগ দিতে গিয়ে অভিষেক বলেন, “আমি অভিযোগ করছি না। মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের বিরুদ্ধে অন্য দুই নির্বাচন কমিশনার অভিযোগ করছেন। নিশ্চয়ই অভিযোগের কিছু সারবত্তা আছে। এক সপ্তাহ আগে, এক মাস আগে, এক বছর আগে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির তরফে ভোট কারচুপির অভিযোগ করা হত, এখন নির্বাচন কমিশনের অন্দর থেকে অভিযোগ উঠছে। সর্বত্র ভোটে অনিয়ম হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে বেশি হয়েছে।”

কংগ্রেসের অন্দরে মতপার্থক্যের জল্পনা ঘটনাচক্রে, বুধবার ‘ইন্ডিয়া’র বৈঠকের আগেই কংগ্রেসের অন্দরে মতপার্থক্যের ‘খবর’ ছড়ানো হয় সংবাদমাধ্যমের একাংশের তরফে। প্রকাশিত খবরে দাবি, মঙ্গলবার কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দিগ্বিজয় সিংহ বলেছিলেন, “নীতীশ কুমারকে ‘ইন্ডিয়া’ ছাড়তে দেওয়া আমাদের উচিত হয়নি। উনি থাকলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্যরকম হত।” কংগ্রেসের একাংশের মতে দিগ্বিজয় দলের একাংশের ‘মনের কথাই’ তুলে ধরেছেন। কংগ্রেসের ওই অংশটি মনে করে, নীতীশের দল জেডিইউ বিরোধী জোট থাকলে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির প্রত্যাবর্তন হত না।

কংগ্রেস সূত্রে খবর, নীতীশকে নিয়ে দিগ্বিজয়ের অবস্থানকে সমর্থন করেননি সনিয়া। তিনি বলেন, “ভাগ্য ভাল যে নীতীশ কুমার সঠিক সময়ে (বিরোধী জোট) ছেড়েছেন। উনি সবসময়েই ওই দিকে (বিজেপির নেতৃত্বাধীন শাসকজোট এনডিএ)



যেতে চেয়েছিলেন।” একই সঙ্গে সনিয়া জানান, বিরোধী জোট ছাড়ার জন্য নতুন নতুন উপায় খুঁজছিলেন নীতীশ। বিহারের প্রাক্তন এই মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির কথায় পরিচালিত হচ্ছিলেন বলেও দাবি করেন সনিয়া।

প্রসঙ্গত, গত লোকসভা ভোটের আগে বিরোধী দলগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছিলেন নীতীশ। সেই সময় বিহারের ‘মহাগঠবন্ধন’ (জেডিইউ, আরজেডি, কংগ্রেসের জোট)-এর শরিক ছিলেন তিনি। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে বিরোধী জোট ভেঙে ফের তিনি এনডিএ শিবিরে ভিড়ে যান। বিজেপির সমর্থনে নবম বারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। গত লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। সরকার টেকাতে তাই অনেকাংশে নীতীশ এবং চন্দ্রবাবুর দলের উপর নির্ভরশীল ছিল পদ্মশিবির। লোকসভা নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুর টিডিপি ১৬টি আসনে জয়ী হয়, আর নীতীশের জেডিইউ ১২টি আসন পায়।

নীতীশের প্রস্থানে দুর্বল হয়েছে ‘ইন্ডিয়া’? কংগ্রেসের অন্দরেই মতপার্থক্য,

নীতীশ কুমার বিরোধী জোট ত্যাগ করায় ‘ইন্ডিয়া’ কি দুর্বল হয়েছে? এই প্রশ্নে কংগ্রেসের অন্দরে মতপার্থক্যের বিষয়টি প্রকাশ্যে চলে এল। কংগ্রেস সূত্রেই এই খবর মিলেছে বলে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। ঘটনাচক্রে, বুধবারই দিল্লির কনস্টিটিউশন ক্লাবে বৈঠকে বসছে বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’-র শরিক দলগুলি। তার আগের দিন, কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারক গোষ্ঠী ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে নীতীশ-প্রশ্নে পরস্পরবিরোধী অবস্থানে রইলেন সনিয়া গান্ধী এবং দলের প্রবীণ নেতা দিগ্বিজয় সিংহ। কংগ্রেস সূত্রে খবর, ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে দিগ্বিজয় বলেন, “নীতীশ কুমারকে ‘ইন্ডিয়া’ ছাড়তে দেওয়া আমাদের উচিত হয়নি। উনি থাকলে রাজনৈতিক পরিস্থিতি অন্যরকম হত।” কংগ্রেসের একাংশের মতে দিগ্বিজয় দলের একাংশের ‘মনের কথাই’ তুলে ধরেছেন। কংগ্রেসের ওই অংশটি মনে করে, নীতীশের দল জেডিইউ বিরোধী জোট থাকলে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং বিজেপির প্রত্যাবর্তন হত না।

কংগ্রেস সূত্রে খবর, নীতীশকে নিয়ে দিগ্বিজয়ের অবস্থানকে সমর্থন করেননি সনিয়া। তিনি বলেন, “ভাগ্য ভাল যে নীতীশ কুমার সঠিক সময়ে (বিরোধী জোট) ছেড়েছেন। উনি সবসময়েই ওই দিকে (বিজেপির নেতৃত্বাধীন শাসকজোট এনডিএ) যেতে চেয়েছিলেন।” একই সঙ্গে সনিয়া জানান, বিরোধী জোট ছাড়ার জন্য নতুন নতুন উপায় খুঁজছিলেন নীতীশ। বিহারের প্রাক্তন এই মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির কথায় পরিচালিত হচ্ছিলেন বলেও দাবি করেন সনিয়া।

প্রসঙ্গত, গত লোকসভা ভোটের আগে বিরোধী দলগুলির মধ্যে সমন্বয় বাড়াতে উদ্যোগী হয়েছিলেন নীতীশ। সেই সময় বিহারের ‘মহাগঠবন্ধন’ (জেডিইউ, আরজেডি, কংগ্রেসের জোট)-এর শরিক ছিলেন তিনি। ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসে বিরোধী জোট ভেঙে ফের তিনি এনডিএ শিবিরে ভিড়ে যান। বিজেপির সমর্থনে নবম বারের জন্য বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন তিনি। গত লোকসভা নির্বাচনে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি বিজেপি। সরকার টেকাতে তাই অনেকাংশে নীতীশ এবং চন্দ্রবাবুর দলের উপর নির্ভরশীল ছিল পদ্মশিবির। লোকসভা নির্বাচনে অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নায়ডুর টিডিপি ১৬টি আসনে জয়ী হয়, আর নীতীশের জেডিইউ ১২টি আসন পায়।

নিউইয়র্কে স্বনাম ধন্য বাংলাদেশী বিশেষজ্ঞ

Utpal Chowdhury, MD

Board Certified Internal Medicine

Attending Physician(Emergency)-New York Community Hospital, Brooklyn, Jamaica Hospital Medical Center, Queens.




Treatment Services

complete physical
High blood pressure
School/Job Physical
High Cholesterol
TLC
Asthma
Vaccination
Skin Problems
Diabetes
EKG

আমরা সব ধরনের
ইন্সুরেন্স গ্রহন করে থাকি।

ডাঃ উৎপল চৌধুরী

True Medical Care P.C

40-37 76th Street, 1st Floor Elmhurst, NY 11373

167-02 Highland Ave, 1st Floor Jamaica NY 11432

Tel: 917-503-5002, Fax: 917-503-5004

বাংলা ফুলে ভর্তি চলছে

বহির্নিখা সঙ্গীত নিকেতন

এস্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক

অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্ডলী দ্বারা পরিচালিত

সময়: সকাল ১০:০০ টা থেকে রাত ১০ টা

৭ দিনই খোলা

বিষয় সমূহ:

- সঙ্গীত
- আয়ডি
- বাংলা
- কবিতা
- অঙ্কন
- হারমোনিয়াম

টিউটোরিয়াল: কিস্তারগার্টেন থেকে দাদল শ্রোড

এখানে উচ্চতর সঙ্গীত সহ সব ধরনের গান শেখানো হয়।

Sabita Das
Founder & President
Radio, TV Vocal Artist
Music Teacher

ফুলের ঠিকানা:
৩৫-১৮, ৩৩ স্ট্রিট, এস্টোরিয়া, নিউ ইয়র্ক ১১১০৬
ফোন: (৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮

যোগাযোগ:

সর্বদা কল (৩০০০০০)	(৩৪৭) ৪৫৫-৪৮৪৮	সুপারভাইজার (৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫
২৪ ঘণ্টা কল (৩০০০০০)	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	ডুই ইন্সপেক্টর (৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫
২৪ ঘণ্টা কল (৩০০০০০)	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	সার্ভিস (৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫
২৪ ঘণ্টা কল (৩০০০০০)	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	সার্ভিস (৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫
২৪ ঘণ্টা কল (৩০০০০০)	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	সার্ভিস (৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫
২৪ ঘণ্টা কল (৩০০০০০)	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	সার্ভিস (৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫	(৩৪৭) ১৬৩-৫০৩৫

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



দুবাইয়ের বিমান কি ‘হাইজ্যাকের’ চেষ্টা?

তাঁর সহকারী পাইলট এই আক্রমণ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। বিমানে উপস্থিত যাত্রী এবং অন্য বিমানকর্মীরা হামলাকারীকে বাধা দেন এবং ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করেন। ১৮০ জন যাত্রী-সহ বিমানটিকে সৌদি আরবের তাবুক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়। হামলাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্মিত আপাতত সৌদির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। হামলাকারী পাইলট গ্রেফতার! দুবাইয়ের বিমান ‘ক্র্যাশ’ করার চেষ্টা হয়েছে, সন্ত্রাসবাদী হানা কি? মুখ খুললেন নেতানিয়াহু

জানা গিয়েছে, গুজরাতি বংশোদ্ভূত স্মিত ২০১১ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত স্পাইসজেটে বিমান চালিয়েছেন। ১১ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে দুবাইয়ের সংস্থায় যোগ দেন তিনি। সূত্রের খবর, বোয়িং ৭৩৭ বিমানের বিশেষজ্ঞ স্মিত। নিজে বিমান চালানোর পাশাপাশি অন্য পাইলটদের মেন্টরিংয়ের কাজও তিনি করেছেন। ওয়েলিংকর ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের বিজ্ঞেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিগ্রি রয়েছে তাঁর।

কী বলছে ইজরায়েল
ফ্লাইদুবাইয়ের ঘটনাটিকে সন্ত্রাসবাদী হানা বলে দাবি করেছে ইজরায়েল। জানা গিয়েছে, আক্রমণকারী সহকারী পাইলট ওমানের নাগরিক। ইজরায়েলের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ইজরায়েল কাটজরে দাবি, ইজরায়েলি যাত্রীদের খুন করার উদ্দেশ্যেই ওই বিমান ধ্বংসের চেষ্টা করা হয়েছিল। ‘জিহাদিদের সন্ত্রাসবাদী হামলার চেষ্টা’ বলে উল্লেখ করেছেন তিনি এই ঘটনাকে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দাবি, বিমানটিকে ‘ক্র্যাশ’ করতে চেয়েছিলেন অভিযুক্ত। যাত্রীদের সাহসিকতাকে কুর্নিশ জানিয়েছেন। সৌদি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে তাঁর সরকার। সেখানে অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। নেতানিয়াহু বিবৃতিতে বলেছেন, “সমস্ত যাত্রী এখন বিপন্ন। ওই পাইলটকে গ্রেফতার করা হয়েছে। জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছি।” তাঁর কথায়, “যে সমস্ত হিরো অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তাঁদের স্যালুট। ওঁরা অনেক প্রাণ বাঁচিয়েছেন। বড় দুর্ঘটনা এড়িয়েছেন। বিমানটি সৌদি আরবে নিরাপদে অবতরণ করেছে।”



কী বললেন প্রত্যক্ষদর্শীরা

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বিমানটি ‘হাইজ্যাক’ করার চেষ্টা হয়েছিল। ককপিটে গোলমালের খবর পেয়েই সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাত্রীদের আসনেও কয়েক জন পাইলট ছিলেন। তাঁরা ককপিটে ঢুকে হামলাকারীকে নিরস্ত্র করেন এবং বিমানটিকে সামাল দেন কোনও রকমে। ৩৪ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে ফ্লাইদুবাইয়ের ওই বিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৭ হাজার ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ককপিট। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বিমান সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। যে কোনও মুহূর্তে তা ভেঙে পড়বে বলে তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন। তবে নিরাপদেই সকলে সৌদিতে নেমেছেন।

বিমান সংস্থার বিবৃতি

বুধবার সকালের ঘটনা নিয়ে দীর্ঘক্ষণ নীরব ছিল ফ্লাইদুবাই। কয়েক ঘণ্টা পরে তারা মুখ খুলেছে। বলা হয়েছে, দুবাই থেকে তেল আভিভগামী বিমানের ককপিটে একটি হাতাহাতির ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে বিমানটিকে সৌদি আরবে অবতরণ করাতে হয়। সংস্থার এক মুখপাত্র বলেন, “বিমানে সংস্থার কর্তব্যরত আধিকারিকেরাই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন। বিমানটিকে ঘুরিয়ে তারা তাবুক বিমানবন্দরে অবতরণ করান। প্রাথমিক পর্যায়ে এই ঘটনার নেপথ্যের কারণ ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায়নি। বিষয়টি তদন্তের আওতায় রয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ তথ্য সংগ্রহ করছেন। এই পরিস্থিতিতে সব পক্ষকে বলছি, অনুমান বা জল্পনা থেকে বিরত থাকুন।” যাত্রীদের দেশে ফেরানোর জন্য বিকল্প বিমানের বন্দোবস্ত করেছে ফ্লাইদুবাই। তাতে করে যাত্রীরা তেল আভিভে পৌঁছেও গিয়েছেন।

‘সত্যিকারের নায়ক’, ভারতীয় পাইলটের সাহসিকতার প্রশংসা মোদী, ট্রাম্প, নেতানিয়াহুর! কোন রক্সিপ্রধান কী বললেন?

প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, “ক্যাপ্টেন স্মিত মজ্জার একজন নায়ক। ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে গুরুতর ভাবে জখম হয়েও তিনি অসীম সাহসিকতা দেখিয়েছেন। অন্যদের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হননি।”

মাঝ-আকাশে ককপিটের মধ্যে সহকর্মীর হাতে আক্রান্ত হয়েছিলেন ভারতীয় পাইলট স্মিত মজ্জার। তার পরেও বিমানের রাশ ছাড়েননি তিনি। নিরাপদে বিমানটিকে অবতরণ করিয়েছেন। ‘ফ্লাইদুবাই’ সংস্থার বিমানের এই ঘটনায় ওই পাইলটের সাহসিকতায় মুগ্ধ রক্সিপ্রধানেরা।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির দুবাই থেকে ইজরায়েলের তেল আভিভের দিকে যাওয়া ওই বিমানে ১৮০ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ইজরায়েলের নাগরিক। ‘ফ্লাইদুবাই’-এর বিমানে হওয়া এই ঘটনাটিকে বুধবারই সন্ত্রাসবাদী হানা বলে দাবি করেছিল ইজরায়েল। তার পর সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে পাইলট স্মিতের সাহসিকতার প্রশংসা করেন ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। তার পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পও প্রায় একই ভাবে স্মিতের প্রশংসা করে তাঁকে ‘নায়ক’ বলে সম্বোধন করেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী লেখেন, “ক্যাপ্টেন স্মিত মজ্জার একজন নায়ক। ভয়ঙ্কর বিপদের মুখে গুরুতর ভাবে জখম হয়েও তিনি অসীম সাহসিকতা দেখিয়েছেন। অন্যদের প্রাণরক্ষার দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হননি।” মোদী জানান, স্মিতের সাহসিকতার জন্যই কয়েকশো মানুষ বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছেন। স্মিতের দ্রুত আরোগ্য কামনাও করেছেন মোদী।

এই ঘটনা প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পও। বুধবার হোয়াইট হাউসে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, “পাইলট খুব খারাপ অবস্থায় ছিলেন। আমার মনে হয় তিনি এখনও খুব খারাপ অবস্থায় আছেন। আশ্চর্যজনক ভাবে তিনি বিচারবুদ্ধি হারাননি। তিনি একজন নায়ক।” “উনি একজন হিরো (নায়ক)।” তবে যে সহ পাইলট স্মিতকে কুপিয়েছেন বলে অভিযোগ, তিনি সন্ত্রাসবাদী কি না, তা নিয়ে এখনও নিশ্চিত নন ট্রাম্প। “আক্রান্ত হয়েও স্মিত কী ভাবে বিমানযাত্রীদের জীবনরক্ষা করেছেন, সর্বাঙ্গিক আকারে তা তুলে ধরেন নেতানিয়াহু। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী লেখেন, “ছুরিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর ভাবে জখম হওয়া সত্ত্বেও উনি লড়ে গিয়েছিলেন। হামলা আটকানোর চেষ্টা করেন, ককপিটের দরজা খুলে দেন। এর ফলে যাত্রী এবং বিমানকর্মীরা ভিতরে ঢুকে হামলাকারীকে আটকাতে পেরেছিলেন। মাঝ-আকাশে একটা বড় রকমের বিপর্যয় এই ভাবেই এড়ানো সম্ভব হয়েছে।” বিমানে থাকা ১৭৪ জনের জীবন বাঁচানোর কৃতিত্ব ভারতীয় পাইলটকে দিয়ে নেতানিয়াহু লেখেন, “অসাধারণ সাহসিকতার জন্য আমি স্মিত মজ্জারকে অভিবাদন জানাচ্ছি। ওঁর দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।”

বুধবার সকালে ফ্লাইদুবাইয়ের এফজুডে ১০৭৩ বিমানটি চালাচ্ছিলেন স্মিত। অভিযোগ, মাঝ-আকাশে ককপিটের মধ্যেই তাঁর উপর হামলা হয়। স্মিতকে কোপানো হয় ছুরি দিয়ে। তাঁর সহকারী পাইলট এই আক্রমণ করেছেন বলে জানা গিয়েছে। বিমানে উপস্থিত যাত্রী এবং অন্য বিমানকর্মীরা হামলাকারীকে বাধা দেন এবং ক্যাপ্টেনকে উদ্ধার করেন। ১৮০ জন যাত্রী-সহ বিমানটিকে সৌদি আরবের উত্তর-পশ্চিমে, তাবুক বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণ করানো হয়। হামলাকারীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। স্মিত আপাতত সৌদির হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। সৌদির ভারতীয় দূতাবাসের



তরফে বৃহস্পতিবার জানানো হয়েছে, তাবুক শহরেরই একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন স্মিত। তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে। এই বিষয়ে পরে সবিস্তার জানাবে ভারতীয় দূতাবাস।

জানা গিয়েছে, গুজরাতি বংশোদ্ভূত স্মিত ২০১১ সাল থেকে ২০২২ সাল পর্যন্ত স্পাইসজেটে বিমান চালিয়েছেন। ১১ বছরের অভিজ্ঞতা নিয়ে দুবাইয়ের সংস্থায় যোগ দেন তিনি। সূত্রের খবর, বোয়িং ৭৩৭ বিমানের বিশেষজ্ঞ স্মিত। নিজে বিমান চালানোর পাশাপাশি অন্য পাইলটদের মেন্টরিংয়ের কাজও তিনি করেছেন। ওয়েলিংকর ইনস্টিটিউট অফ ম্যানেজমেন্টের বিজ্ঞেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের ডিগ্রি রয়েছে তাঁর।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান অনুযায়ী, বিমানটি ‘হাইজ্যাক’ করার চেষ্টা হয়েছিল। ককপিটে গোলমালের খবর পেয়েই সকলে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। যাত্রীদের আসনেও কয়েক জন পাইলট ছিলেন। তাঁরা ককপিটে ঢুকে হামলাকারীকে নিরস্ত্র করেন এবং বিমানটিকে সামাল দেন কোনও রকমে। ৩৪ হাজার ফুট উচ্চতা থেকে ফ্লাইদুবাইয়ের ওই বিমান নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৭ হাজার ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল। রক্তে ভেসে যাচ্ছিল ককপিট। এক প্রত্যক্ষদর্শী জানান, বিমান সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গিয়েছিল। যে কোনও মুহূর্তে তা ভেঙে পড়বে বলে তাঁরা ধরেই নিয়েছিলেন। তবে নিরাপদেই সকলে সৌদিতে নেমেছেন।

দুই প্রধানমন্ত্রী বসলে সব সমস্যার সমাধান সম্ভব: ভারতীয় হাইকমিশনার

ঢাকা, ঢাকা-দিল্লির সম্পর্কে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকলেও দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী একসঙ্গে বসলে সেগুলোর সমাধান সম্ভব বলে মন্তব্য করেছেন ভারতের হাইকমিশনার দীনেশ ত্রিবেদী। আজ বুধবার সচিবালয়ে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আহমেদ আযম খানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

তারেক রহমানের দিল্লি সফরের বিষয়ে দীনেশ ত্রিবেদী বলেন, উভয় পক্ষই বিষয়টি নিয়ে কাজ করছে। দুই দেশের প্রধানমন্ত্রী ও তাঁদের টিমকে প্রয়োজনীয় সময় দিতে হবে। একসময় দুই দেশের নেতারা একসঙ্গে বসবেন এবং তখন বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে।

তিনি বলেন, দুই দেশের মধ্যে সমস্যা ও চ্যালেঞ্জ থাকা স্বাভাবিক। কোনো চ্যালেঞ্জ থাকবে না, এমনটা ভাবা ঠিক হবে না। তবে দুই নেতা একসঙ্গে বসলে এমন কোনো প্রশ্ন নেই, যার সমাধান সম্ভব নয়। সঠিক সময়ে সফর ও সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলো প্রক্রিয়াধীন হবে।

এর আগের দিন মঙ্গলবার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে প্রতিমন্ত্রী হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন ভারতের হাইকমিশনার। সেখানে নভেম্বরে প্রধানমন্ত্রীর দিল্লি সফরের সম্ভাব্য তারিখ চূড়ান্ত হয়েছে কিনা, জানতে চাইলে তিনি বলেন, ভারতের আমন্ত্রণ খোলা আছে। তবে এ নিয়ে তাড়াহুড়োর প্রয়োজন নেই। সময় হলে সফর হবে।

দুই দেশের জনগণের মধ্যে যোগাযোগ বাড়ানোর ওপরও গুরুত্ব দেন দীনেশ ত্রিবেদী। তিনি বলেন, নেতাদের পাশাপাশি দুই দেশের মানুষের যোগাযোগও বাড়তে হবে। পানি, ক্রিকেট, ফুটবল, বাগিচা, কবিতা, থিয়েটার, চলচ্চিত্র ও সংগীতসহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে সম্পর্ক আরও গভীর হওয়া দরকার। এ ধরনের যোগাযোগ দুই দেশের পারস্পরিক নির্ভরতা বাড়ায়।



KAKATUA
কাকাতুয়া
AGENCY

PARVIZ KAZI E.A.
Enrolled Agent
(Admitted to Practice Before the IRS)

37-31 77th Street, # 2nd Fl. Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 726-6900 | (718) 397-5004
Email: info@kakatua.com | Web: www.kakatua.com

Serving Our Community For Over 26 Years

IRS e-file Power

OUR SERVICES ARE:

- Income Tax
- Accounting
- Immigration
- Travels
- Insurance



সানম্যান এক্সপ্রেস
গ্লোবাল মানি ট্রান্সফার

Fast, Secure & Reliable Remittance

বাংলাদেশে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

Cash Pickup Bank Deposit bKash

Remittance Partner

DHAKABANK LIMITED EXCELLENCE IN BANKING

aibl

SIBL Social Islami Bank Limited

Uttara Bank Limited

Agrani Bank Limited

পাইনবীট ব্যাংক লিমিটেড

JAMUNABANK

SSAC Bank Limited

আপনার রেমিটেন্স সংক্রান্ত পরামর্শ ও সেবার জন্য

সানম্যান এক্সপ্রেস কর্পোরেশন
Licensed as a Money Transmitter by the New York State Department of Financial Services.

HEAD OFFICE 3714 73rd Street (Suite-201), Jackson Heights, NY-11372 Phone: 718-505-2224

JACKSON HEIGHTS BRANCH 37-17 74th Street (1st Fl.) Jackson Heights, NY-11372 Phone: 718-565-5052

JAMAICA BRANCH 167-05 Hillside Ave. Jamaica, NY-11432 Phone: 718-297-3443

ASTORIA BRANCH 29-24 36 Avenue L.I.C, NY- 11106 Phone: 718-729-0600

www.sunmanexpress.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



দেশে চাঁদাবাজ-সন্ত্রাস, মাদকসহ

মাদকের বিস্তার রোধে সভায় অতিরিক্ত আইজিপিকে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ডিজি করার পরামর্শও দেওয়া হয়। এছাড়া মাঠপর্যায়ের পুলিশিং জোরদার করা এবং পুলিশের ওপর জনগণের আস্থা ফিরিয়ে আনার প্রতি জোর দেওয়া হয়।

পুলিশের গোপনীয় শাখার উদ্যোগে আয়োজিত এই সভায় সভাপতিত্ব করেন আইজিপি আলী হোসেন ফকির। এ সময় সব অতিরিক্ত আইজিপি, বিভিন্ন ইউনিটপ্রধান, ডিআইজি (ক্রাইম) এবং ডিআইজি (প্রশাসন)সহ উর্ধ্বতন পুলিশ কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন। খবর সংশ্লিষ্ট সূত্রের। অপর এক সভায় চাঁদাবাজ-সন্ত্রাসীদের যে কোনোভাবেই হোক আইনের আওতায় আনার নির্দেশ দেন পুলিশের মহাপরিদর্শক (আইজিপি)। সূত্র জানায়, আসামিদের জামিন পাওয়ার বিষয়ে মর্নিং মিটিংয়ে বলা হয়, পুলিশ আসামি গ্রেফতার করলেও অল্প সময়েই তারা জামিন পেয়ে যাচ্ছে। এ বিষয়ে কেউ কেউ ক্ষোভ প্রকাশ করলেও একজন অতিরিক্ত আইজিপি জানান, আইনি বাধ্যবাধকতা ও তদন্তে দুর্বলতার কারণেই আসামিরা দ্রুত জামিন পাচ্ছে। ওই অতিরিক্ত আইজিপি মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসাবে পুলিশের একজন অতিরিক্ত আইজিপিকে নিয়োগ দেওয়ার পরামর্শ দেন। আরেকজন অতিরিক্ত আইজিপি জানান, বর্তমানে ক্রসফায়ার বন্ধ আছে। তাই অপরাধীদের ডিটেনশনে নেওয়া উচিত।

বৈঠকে উপস্থিত এক জ্যেষ্ঠ পুলিশ কর্মকর্তা জানান, দেশের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির দ্রুত উন্নয়ন ঘটানো, অপরাধীদের জামিন রোধে আইনি ফাঁকফোকর বন্ধ করা এবং পুলিশ প্রশাসনের অভ্যন্তরীণ সমস্যা বাড়াতে উচ্চপর্যায়ের মর্নিং সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভায় বলা হয়েছে, পুলিশি সেবার মূল ভিত্তিই হলো জনগণের সঙ্গে আস্থার সম্পর্ক তৈরি করা। কেবল সংখ্যাভিত্তিক হিসাব যেমন-কটি ছিনতাই, ডাকাতি বা হত্যাকাণ্ড হলো অথবা কজন ধরা পড়ল-এসব দিয়ে জনগণের আস্থা ফেরানো যাবে না। বর্তমানে পুলিশ কোন অবস্থানে আছে এবং এ অবস্থান থেকে সর্বোচ্চ কতটুকু সেবা দেওয়া যায় তার একটি নিবিড় পর্যালোচনাও প্রয়োজন। তিনি বলেন, পুলিশের প্রতি মানুষের ভুল বোঝাবুঝি বা অসন্তোষ দূর করতে হলে সরাসরি জনসংযোগ বাড়াতে হবে। সম্পর্কের উন্নয়ন ও কাজের প্রতি স্বচ্ছতা এলে জনমনে স্বস্তি ফিরবে। একজন অতিরিক্ত আইজিপি বলেন, প্রায় ২ লাখ ৩০ হাজার সদস্যের এই বিশাল বাহিনীর মধ্যে

প্রকাশ করেন নৌপুলিশের অতিরিক্ত আইজি প্রধান করিম। ডিটেনশন দেওয়া একটি কার্যকর পদ্ধতি হতে পারে বলে একমত পোষণ করেন সিআইডিপ্রধান ব্যারিস্টার মোহাম্মদ মোশাররফ হোছাইন।

বিভিন্ন ইউনিটপ্রধানদের সঙ্গে সভা শেষে পুলিশ সদর দপ্তরে অনুষ্ঠিত মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় (ক্রাইম কনফারেন্স) যোগ দেন আইজিপি আলী হোসেন ফকির। ক্রাইম কনফারেন্সে আইজিপি বলেন, মাদক ব্যবসায়ী, সন্ত্রাসী, চাঁদাবাজদের কঠোরভাবে আইনের আওতায় আনতে হবে। এক্ষেত্রে দলীয় পরিচয় বিবেচনার কোনো সুযোগ নেই, অপরাধীর একমাত্র পরিচয় সে অপরাধী। তিনি কিশোর অপরাধীদের বিরুদ্ধেও যথাযথ আইনি ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মাঠপর্যায়ের পুলিশ কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন। কনফারেন্সে সভাপতিত্ব করেন অতিরিক্ত আইজি সাইদুর রহমান। এ সময় সব মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার, রেঞ্জ ডিআইজি ও জেলার পুলিশ সুপাররা ভার্চুয়ালি যুক্ত ছিলেন। পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স প্রান্তে ছিলেন ডিআইজি মোহাম্মদ আবু সুফিয়ানসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা। সভায় গুজব ও অপপ্রচার রোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশনা দেন পুলিশ প্রধান।

সভাপতির বক্তব্যে অতিরিক্ত আইজি সাইদুর রহমান বলেন, কিশোর গ্যাং সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। এদের পেছনে কোনো প্রভাবশালী রয়েছে কিনা তা উদ্ঘাটন করে ব্যবস্থা নিতে হবে। তিনি দায়িত্ব পালনকালে পুলিশ সদস্যদের যথাযথভাবে বডি ওর্ন ক্যামেরা ব্যবহারের নির্দেশ দেন।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের

প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যারা আত্মত্যাগ করেছেন তাদের অবদানকে বিনম্রচিত্তে স্মরণ করছি। ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে বীর ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানে সকল শহীদ এবং আহতদের প্রতিও আমি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা জানাই।

ফ্যাসিবাদী শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে দীর্ঘ দেড় দশকের বেশি সময়ের আন্দোলন-সংগ্রামের পথ ধরে বর্তমানে ফ্যাসিবাদমুক্ত বাংলাদেশ। এই বাংলাদেশে চলতি বছরের ১২ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ জাতীয় নির্বাচনে জনগণ বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল-বিএনপিকে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব দিয়েছে। আমি দেশের গণতন্ত্রকামী জনগণকে অভিনন্দন জানাই। আমরা বিশ্বাস করি, জনগণই আমাদের সকল রাজনৈতিক ক্ষমতার উৎস।

মাননীয় সভাপতি, জাতিসংঘের এই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়ে এই মুহূর্তে আজ আমি কিছুটা স্মৃতিকাতর। এই বিশ্বমঞ্চে দাঁড়িয়েই আমার পিতা বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষক শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এবং আমার মা সাবেক প্রধানমন্ত্রী মরহুমা খালেদা জিয়া দেশ এবং জনগণের পক্ষে ভাষণ দিয়েছিলেন। একইভাবে আজ আমিও আমার দেশ এবং জনগণের স্বার্থের পক্ষে এবং একটি শান্তিময় বিশ্ব সমাজের প্রত্যাশায় এখানে দাঁড়িয়েছি।

গ্লোবলাইজেশনের এই সময়ে বিশ্বের যে প্রান্তে যা কিছুই ঘটুক, প্রতিটি রাষ্ট্রেই কমবেশি এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানব সৃষ্ট বিরাজমান সংঘাতের ফলে বর্তমানে অনেক দেশে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠী বাস্তবায়িত হয়ে পড়ছে। তৈরি হচ্ছে মানবিক সংকট। যুদ্ধ ও সংঘাতের কারণে বিশ্ব অর্থনীতি তীব্র চাপের মুখে রয়েছে। জ্বালানি নিরাপত্তা-সংকট, বৈশ্বিক জ্বালানি সরবরাহ ব্যবস্থায় বিঘ্ন এবং ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির ফলে অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটছে। আমরা বিশ্বাস করি, যেকোনো সংঘাতের সমাধান আলোচনা, কূটনৈতিক প্রক্রিয়া এবং পারস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই হওয়া উচিত।

বিবদমান রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সমতা, ন্যায্যতা, পারস্পরিক স্বার্থরক্ষা এবং সম্মান ও মর্যাদা রক্ষাই হওয়া উচিত দ্বিপাক্ষিক কিংবা বহুপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত্তি। আমাদের প্রত্যাশা একটি শান্তিময় বিশ্ব, এমন একটি মানবিক বিশ্ব সমাজ, যেখানে মারগাস্ত নয় বরং পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বহন করতে হচ্ছে। এমনাবস্থায়, বাংলাদেশ ঝুঁকি মোকাবেলা করে কূটনীতি, শিক্ষা ও মানবতা। একে অপরের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল একটি সমঝোতামূলক বিশ্ব সমাজ প্রতিষ্ঠার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে বাংলাদেশ জাতিসংঘকে দেখতে চায়।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে উন্নয়ন খাতের বাজেট



সামরিক খাতে সরিয়ে নেওয়ার প্রবণতা বিশ্বশান্তির অন্তরায়। শান্তিপ্রিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পূর্ণাঙ্গ ও সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ, পারমাণবিক অস্ত্রের বিস্তার রোধ এবং অস্ত্র নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যের প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। বিশ্ব মানবতা এবং বিশ্ব শান্তির প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের যেকোনো উদ্যোগের পক্ষে বাংলাদেশের সমর্থন আমি আজ আবারো পুনর্ব্যক্ত করছি। স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি জনগণের দুর্দশা নিয়ে বাংলাদেশের গণতন্ত্রকামী জনগণের মনে উদ্বেগ রয়েছে। আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার এবং একটি স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠনের অধিকারসহ তাদের ন্যায্য দাবির প্রতি বাংলাদেশ পুনরায় তার অবিচল সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করছে।

মাননীয় সভাপতি, চলমান বিশ্ব পরিস্থিতিতে, জাতিসংঘের ৮১তম অধিবেশনের প্রতিপাদ্য-‘রিস্টোরিং ট্রাস্ট, ম্যানেজিং ট্রান্সফরমেশন: অ্যা ইউনাইটেড নেশনস দ্যাট ডেলিভারস ফর অল’ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক এবং সময়াপযোগী। আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ বহুপাক্ষিকতার নীতিতে অটল। ‘পিসবিল্ডিং কমিশন’র ভাইস-চেয়ার হিসেবে বাংলাদেশ টেকসই শান্তি, সংঘাত প্রতিরোধ এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মানবতার সেবায় নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও শান্তিরক্ষা মিশনে বাংলাদেশের নারীদের সাহসী অংশগ্রহণ ‘নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা’ বিষয়ক কর্মসূচি এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকারেরই প্রতিফলন। বাংলাদেশ এ বছর ‘উন্নয়নের অধিকার বিষয়ক ঘোষণা’র ৪০তম এবং ‘ডারবান ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনা’র ২৫তম বার্ষিকী পালন করছে।

অভিবাসন প্রক্রিয়া মানবতাব্যতীর মতোই প্রাচীন। বিশ্বের অনেক দেশেই অভিবাসীগণ তাদের জন্মভূমি এবং অভিবাসিত দেশ, উভয় দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছেন। বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত, নিরাপদ, সুশৃঙ্খল অভিবাসন নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অভিবাসীদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ আরও জোরালো বৈশ্বিক সহযোগিতা আশা করে।

মাননীয় সভাপতি, বাংলাদেশকে দীর্ঘ নয় বছরেরও বেশি সময় ধরে মিয়ানমার থেকে জোরপূর্বক বাস্তবায়িত ১২ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গাকে আশ্রয় দিতে হচ্ছে। এর ফলে আমাদের সম্পদ, পরিবেশ, নিরাপত্তা এবং স্থানীয় জনগোষ্ঠীর ওপর ব্যাপক চাপ সৃষ্টি হয়েছে। জনবহুল বাংলাদেশ মনে করে, রোহিঙ্গা সংকটের উৎস ও উৎপত্তি মিয়ানমারে; তাই এর সমাধানও সেখানেই নিহিত। বাস্তবায়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের মাতৃভূমি মিয়ানমারে নিরাপদে ফিরিয়ে নেয়াই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। এই সংকটের চূড়ান্ত সমাধানের জন্য বাংলাদেশ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃঢ় এবং কার্যকর সমর্থন প্রত্যাশা করে।

পাশাপাশি বাস্তবায়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীকে তাদের নিজ দেশ মিয়ানমারে ফিরিয়ে নেওয়ার আগ পর্যন্ত তাদের জীবন রক্ষাকারী সহায়তা কর্মসূচি অব্যাহত রাখার জন্যও আমি জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানাই। বাস্তবায়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর জন্য ন্যায়বিচার নিশ্চিত করতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বার্থ হলে অদূর ভবিষ্যতে এটি একটি মানবিক সংকটে রূপ নিতে পারে।

মাননীয় সভাপতি, জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বৈশ্বিক কার্বন নিঃসরণে বাংলাদেশের তেমন ভূমিকা না থাকলেও বাংলাদেশকে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাব বহন করতে হচ্ছে। এমনাবস্থায়, বাংলাদেশ ঝুঁকি মোকাবেলা করে টিকে থাকার সক্ষমতা অর্জনের পথ বেছে নিয়েছে।

TAX SERVICES

irs file

অত্যন্ত দক্ষতার সাথে নির্ভুলভাবে পার্সোনাল ট্যাক্স ফাইল করা হয়



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



পাকিস্তানের পাহাড়ে এবার হামলা চালাল বালোচ বিদ্রোহী গোষ্ঠীর মহিলা ডিভিশন!

কথা ঘোষণা করেছিল। মঙ্গলবার সেই আ মহিলা বাহিনীর হামলার শিকার হল পাকিস্তানি সেনার কনভয়!

‘কাদ’ ব্রিগেড সোমবার বালোচিস্তানের কেচ জেলার তুরবাত শহরে অভিযান চালিয়ে পাকিস্তানের সেনার কুইক রিঅ্যাকশন ফোর্স (কিউআরএফ) কনভয়ে হামলা চালিয়েছে। তাতে নিহত হয়েছেন অন্তত ন’জন সেনা। ওই একটি ভিডিও মঙ্গলবার প্রকাশ করেছে বিএলএফের মিডিয়া সেনা ‘আশব’। তাতে দেখা গিয়েছে, কিউআরএফ-এর কনভয়ে হামলার আগে করিমা ডিভিশনের এক মহিলা কমান্ডার যোদ্ধাদের নির্দেশ দিচ্ছেন। বিএলএফ জানিয়েছে, পাহাড়ি এলাকায় পাক সেনার কনভয়ে হামলা চালানোর ফাঁদ পেতেছিল ‘কাদ’। তাদের সাহায্যের জন্য মোতায়েন ছিল পুরুষ যোদ্ধাদের এলিট বাহিনী ‘কুরবান ইউনিট’।

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালে কানাডায় রহস্যজনক ভাবে মৃত্যু হয়েছিল বালোচ মানবাধিকার আন্দোলনের নেত্রী করিমা বালোচের। অভিযোগ পাক গুপ্তচরক সংস্থা আইএসআই তাকে খুন করেছিল। করিমার স্মৃতিতেই নতুন মহিলা ডিভিশনের নাম রেখেছে বিএলএফ। অভিযানে তাদের তিন যোদ্ধাকে হারানার কথাও স্বীকার করেছে বিএলএফ। প্রসঙ্গত, গত ফেব্রুয়ারিতে আর এক বিদ্রোহী বালোচ গোষ্ঠী বিএলএ-র মাজিদ ব্রিগেডের সদস্য দুই মহিলা নুশকিতে পাক সামরিক গুপ্তচর সংস্থা আইএ-সআই-এর সদর দফতরে আত্মঘাতী হামলা চালিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত, চলতি বছরের মার্চ মাসে বিএলএ এবং বিএলএফ জোট বেঁধেছে। বালোচ রিপাবলিকান গার্ডস (বিআরজি) এবং সিন্ধুপ্রদেশে সক্রিয় বিদ্রোহী সংগঠন ‘সিন্ধুদেশ রেভলিউশনারি আর্মি’ (এসআরএ)-এ তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে নতুন যৌথমঞ্চ গড়েছে। তার পর থেকেই নিরাপত্তাবাহিনীর উপর ধারাবাহিক হামলা হচ্ছে পাকিস্তানে।



ইরাক থেকে সরছে মার্কিন সেনা, ইরানি

অবশেষে ইরাক থেকে সম্পূর্ণ সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমেরিকা (টবা এণ্ডডুডুং উীরঃ ওংধয়)। যদিও বাইডেন প্রশাসনের আমলেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। তবে এতদিনে তা বাস্তবায়িত হতে চলেছে। আর এরপরই প্রশ্ন উঠছে, মার্কিন সেনা সরে গেলে সেদেশে সক্রিয় ইরানি সশস্ত্র গোষ্ঠীকে কি সামলাতে পারবে বাগদাদ।

চলতি বছরের শুরুর দিকে আমেরিকার সমর্থনেই ক্ষমতায় এসেছিলেন প্রধানমন্ত্রী আলি আল-জাইদি। তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, বুধবার সেনা সরানোর প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হতেই ইরানপন্থী সশস্ত্র

গোষ্ঠীগুলি তাদের অস্ত্র সরকারের কাছে হস্তান্তর করবে। কিন্তু বিষয়টা এত সরল নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। ওয়াকিবহাল মহলের মতে, আমেরিকা ও ইরান- এই দুই মিত্রশক্তির টানাপড়েনের মাঝে থাকা একটি দেশের জন্য এটি অত্যন্ত কঠিন একটি কাজ। যার জের আগামিদিনেও থাকবে। দীর্ঘদিন ধরেই ইরাক আমেরিকা ও ইরানের সংঘাতের ‘ছায়াযুদ্ধের রণক্ষেত্রে’ পরিণত হয়েছে।

উল্লেখ্য, ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের কাছে পরমাণু অস্ত্র রয়েছে, এই অভিযোগ তুলেই ২০০৩ সালে ইরাকে সামরিক অভিযান শুরু করে আমেরিকা। বন্দি করা ইরাকের শাসককে। যাবতীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষে ২০০৬ সালে ফাঁসিতে ঝোলানো হয় সাদ্দামকে। যদিও পরমাণু অস্ত্র থাকার যে দাবি আমেরিকা করেছিল বাস্তবে তার কোনও প্রমাণ মেলেনি। এরপর থেকেই ইরাকে যাঁটি গেড়েছিল মার্কিন সেনা।

এদিকে ইরানের নেতৃত্বাধীন ‘অ্যাজলি অফ রেজিস্ট্যান্স’-এর সদস্য দুই ইরানি জঙ্গি গোষ্ঠী এমপিএফ এবং ‘ইসলামিক রেভলিউশনারি গার্ড’ ইরাকে হামলা চালাতে পারে, এই আশঙ্কা ক্রমেই বাড়ছে। মার্কিন সেনা চলে যেতেই পরিস্থিতি আরও খারাপ হতে পারে। আর তা হলে হয়তো মিলে যাবে সাদ্দাম হোসেনের কথাই। ২০০৩ সালে মার্কিন সেনারা যখন তাকে বন্দি করেছিল সেই সময় সাদ্দাম আমেরিকানদের উদ্দেশে বলেছিলেন, ‘তোমরা ইরাক শাসন করতে পারবে না। কারণ তোমরা ইরাকিদের ভাষা, সংস্কৃতি, মনস্তত্ত্ব এবং আরবদের ইতিহাস বোঝো না।’ শেষপর্যন্ত ইরাক ছেড়ে চলে যেতে হল মার্কিন সেনাদের। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দাবি, এরপরও সেখানে সক্রিয় থাকবে মার্কিন সংস্থাগুলি। শেষপর্যন্ত পরিস্থিতি কী দাঁড়ায় সেদিকেই চোখ থাকবে মধ্যপ্রাচ্য-সহ গোটা বিশ্বেরই।

রাশিয়ায় ভেঙে পড়ল পরমাণু অস্ত্র বহনকারী বোমারুবিমান,

রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের তরফে জানানো হয়েছে, নিয়মিত সামরিক অনুশীলনের জন্য পারমাণবিক অস্ত্র বহনে সক্ষম বোমারুবিমান ব্যবহার করা হয়। ওই উড়ানে সাধারণত কোনও গোলাবারুদ থাকে না। তেমন একটি বিমানই প্রশিক্ষণ উড়ানের সময় দুর্ঘটনায় পড়ে। ভয়ংকর দুর্ঘটনার ভিডিও সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। সেখানে দেখা গিয়েছে আকাশে উঠেই নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে বিমানটি। এর সেটি তীব্র শব্দে মাটিতে ভেঙে পড়ে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠে বিমানটি। বিক্ষোভের তীব্র আলোয় কিছুক্ষণের অন্ধকার



মুছে যায়।

জানা গিয়েছে, ২৯ সেপ্টেম্বর আমুর অঞ্চলে প্রশিক্ষণের সময় ‘ভু-৯৫’ টিইউ-৯৫ বিমানটি বিধ্বস্ত হয়। সেটি জনবসতিহীন একটি এলাকায় আছড়ে পড়ে। এরপরেই সেটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। এই ঘটনায় বিমানকে থাকা সাত ৬ জনের ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয়। গুরুতর আহত এক ব্যক্তিকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি কর হয়েছে। রুশ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় নিশ্চিত করেছে, এর সঙ্গে ইউক্রেন যুদ্ধের কোনও সম্পর্ক নেই।

একটি পরিপূর্ণ প্রোসেসিং ও পুষ্টিগুণ সামগ্রীর সেবা প্রতিদিন

জামাইখার প্রোসেসিং ফলসহ এক ঐতিহ্যবাহী নাম

FATEMA GROCERY & HALAL MEAT

ফাতিমা গ্রোসারী এন্ড হালাল মীট

- প্রতিদিনই সবকিছু ফ্রেশ
- এখানে সর্বদাই তাজা হালাল মাংস ও চিকেন পাওয়া যায়
- প্রতি সপ্তাহে পেণ্ডনে আসা তাজা মাছ পাওয়া যায়

BEST PRICE 100% BEST PRICE GUARANTEED

167-11 Hillside Ave, Jamaica, NY 11432

Tel: 718-291-9642

এখানে পাবেন সকল প্রকার মসলা, বাংলাদেশী তাজা ও ফ্রোজেন মাছ টাটকা শাক-সব্জী এবং নিত্য প্রয়োজনীয় গোসারী সামগ্রী

R&R DENTAL LAB



আমরা অধি উন্নতমানের Technology ও অভিজ্ঞ Technician দ্বারা সব ধরনের Acrylic, metal, flexilble Dentures তৈরী করে থাকি। আমরা দ্রুত Pickup ও Delivery করি। তাছাড়া যাবতীয় Repair, Reline, add tooth ও Nightguard একই দিনে মেরামত করে Delivery করি। আমরা প্রায় ৩০ বছর যাবত সুনামের সাথে Dentures এর কাজে নিয়োজিত আছি।

We guarantee your satisfaction
Tel:(718)-533-1611

LAW OFFICE OF ALBERT GHUNNEY
ATTORNEY AT LAW

ACCIDENT / IMMIGRATION / DIVORCE

ইমিগ্রেশনঃ ফ্যামিলি পিটিশন, গ্রীনকার্ড, সিটিজেনশীপ, এসাইলাম ও ওয়ার্ক পারমিট রিনিউ।
ডিভোর্স, চাইল্ড সাপোর্ট, কাস্টডি, এলিমিনি। ইনকর্পোরেশন এন্ড বিজনেস ট্যাক্স

বাংলাদেশ থেকে B1/B2/F1/M1/J1 ভিসা প্রসেস

সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ করুনঃ

ইমিগ্রেশন সার্ভিসে ১২ বছরের অভিজ্ঞ নিউইয়র্ক স্টেট লাইসেন্সড ল'ইয়ার

MURAD HOSSAIN MSS, LLB (DU), LLM USA, DTL UK

347-891-8958, h_m_murad@yahoo.com
37-22 73rd Street. (1F). Jackson Heights. NY 11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমানের ঘোষণায় দুর্গাপুজোয় আর্থিক অনুদান বৃদ্ধি, বাড়ল ছুটিও

তারেক রহমানের সরকার। পূর্বঘোষণা অনুযায়ী আগামী ২০ অক্টোবর নবমী উপলক্ষে সরকারের নির্বাহী আদেশে ছুটি থাকবে। ২১ অক্টোবর বুধবার বিজয়া দশমীতে থাকবে সাধারণ ছুটি। পরদিন, অর্থাৎ ২২ অক্টোবর বৃহস্পতিবার অফিস-আদালত খোলা থাকার কথা ছিল। কিন্তু মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী ওই দিনও (২২ অক্টোবর) নির্বাহী আদেশে ছুটি ঘোষণার সিদ্ধান্ত দিয়েছেন বলে বাংলাদেশের সংবাদমাধ্যম প্রথম আলো জানিয়েছে। এর পরে ২৩ এবং ২৪ অক্টোবর শুক্র ও শনিবারের সাপ্তাহিক ছুটি। ফলে ২০ থেকে ২৪ অক্টোবর পর্যন্ত টানা পাঁচ দিন ছুটি ভোগ করবেন সরকারি চাকরিজীবীরা।

সরকারি ছুটির দিনে ব্যাঙ্ক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান সাধারণত বন্ধ থাকে। তবে বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের নির্দেশিকা অনুযায়ী নির্দিষ্ট শাখা বা বিশেষ পরিষেবা চালু থাকতে পারে। এটিএম, কার্ড এবং অনলাইন ব্যাঙ্কিংয়ের মতো ডিজিটাল পরিষেবাও সাধারণত চালু থাকে। তবে হাসপাতাল, পুলিশ, দমকল (ফায়ার সার্ভিস, বিদ্যুৎ, গ্যাস ও জল সরবরাহের মতো জরুরি পরিষেবা নিয়ে নিয়োজিত কর্মীদের ছুটির দিনেও দায়িত্ব পালন করতে হবে। দুর্গাপুজোর অনুদানের ক্ষেত্রেও ‘চাহিদার চেয়েও বেশি বরাদ্দ’ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারেকের সরকার। বাড়ানো হয়েছে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ধর্মীয় উৎসবের অনুদানও।

প্রথম আলোর প্রতিবেদনে প্রকাশ, দুর্গাপুজোর জন্য হিন্দু ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট প্রধানমন্ত্রীর কাছে চার কোটি টাকা অনুদান চেয়েছিল। প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ বিবেচনায় পাঁচ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। একই ভাবে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কঠিন চীভর দান অনুষ্ঠানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট দু’কোটি টাকা চেয়েছিল। তারেকের নেতৃত্বাধীন বিএনপি সরকার তিন কোটি টাকা বরাদ্দের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই প্রয়াসকে ‘একটি ভিন্ন দৃষ্টান্ত’ বলে চিহ্নিত করেছেন প্রধানমন্ত্রী তারেকের হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও নুগোষ্ঠীবিষয়ক বিশেষ সহকারী বিজনকান্তি সরকার। তিনি বলেন, “প্রধানমন্ত্রী এক দিন ছুটি বাড়িয়েছেন, কিন্তু আমরা ছুটি পাচ্ছি পাঁচ দিন। এতে উৎসবটা পরিপূর্ণ ও স্বস্তিদায়ক হবে। আর প্রস্তাবের বেশি অনুদান দেওয়ায় হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান-সব সম্প্রদায়ের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর সদয় দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে। এটি খুবই ইতিবাচক।” প্রসঙ্গত, ২০২৫ সালে বাংলাদেশে ৩৩ হাজারেরও বেশি দুর্গাপুজো হয়েছিল।



পাক অধিকৃত কাশ্মীর ভারতে সামিল হতে নিয়ন্ত্রণরেখায় ২৫০০০ জনতা

মাদোল এলাকায় বিদ্রোহী জনতার এই ভিড় শাহবাজ সরকারের কপালে চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে। নিয়ন্ত্রণ রেখার কাঁটাতার তুলে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে বিদ্রোহীদের তরফে। এমনকী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছে।

গত কয়েক মাস ধরে বিক্ষোভের আগুনে পুড়ছে অধিকৃত কাশ্মীর। জায়গায় জায়গায় বিক্ষোভ ও পাক সেনার সঙ্গে সংঘাতের পর সোমবার নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে মাদোল এলাকায় বিরাট সমাবেশ করে জম্মু ও কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি (জেএএসি)। এই সংগঠনের নেতা সর্দার আমান খান বলেন, পাকিস্তান সরকার অধিকৃত কাশ্মীরের সমস্ত সরবরাহ বন্ধ করেছে। যার জেরে খাবার বা ওষুধের মতো সামগ্রী মিলছে না। গুরুতর এই পরিস্থিতিতে দাবি তোলা হয়েছে, পাকিস্তান সরকারকে ভারতের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য পুষ্ক ও মোক্কার সড়ক খুলে দিতে হবে। অন্যথায় আন্দোলন আরও ভয়াবহ আকার নেবে বলে বার্তা দেওয়া হয়েছে। নিয়ন্ত্রণরেখার কাঁটাতার তুলে নেওয়ার দাবি জানানো হয়েছে বিদ্রোহীদের তরফে। এমনকী পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সর্বোচ্চ সংগ্রামের ডাক দেওয়া হয়েছে।

এদিকে অধিকৃত কাশ্মীরের বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ বেড়েছে শাহবাজ সরকারের। পাক গোয়েন্দা সংস্থা আইএ-সআই-এর গাড়ি দেখলেও পাথর ছুড়ছে সেখানকার জনতা। আইএসআই কাউকে গ্রেপ্তার করলে তাদের নিয়ে যাওয়ার জন্য বিশেষ জিপ ব্যবহার করা হয়। লাগাতার হামলার মুখে এই জিপ ব্যবহার করতে এখন ভয় পাচ্ছেন আইএসআই এজেন্টরা। শোনা যাচ্ছে, পরিস্থিতি সামাল দিতে সেখানে গোপনে সেনা পাঠাচ্ছেন সেনাপ্রধান আসিম মুনির। যদিও আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী পাক অধিকৃত কাশ্মীরে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে সেনা মোতায়েন করতে পারে না।

উল্লেখ্য, অস্বাভাবিক হারে কর বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি তো ছিলই, তার উপর পাক সরকারের দমনপীড়নে অতিষ্ঠ পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জনতা। পাক সরকারের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ অভিযোগ নিয়ে টানা প্রতিবাদ মিছিল করছে জম্মু ও কাশ্মীর জয়েন্ট আওয়ামী অ্যাকশন কমিটি। প্রতিবাদ রুখতে বিভিন্ন জায়গায় পাক রেঞ্জার্স ও পুলিশবাহিনী মোতায়েন করেছে সরকার। লক্ষর-সহ একাধিক জঙ্গি সংগঠনকে ব্যবহার করা হচ্ছে বিক্ষোভ থামাতে। চলছে নৃশংস অত্যাচার, গুম খুন। এরই প্রতিবাদে আন্দোলন তীব্র করার ইশিয়ারির পাশাপাশি এবার ভারতের সাহায্য চাইল অধিকৃত কাশ্মীরের জনতা।



সন্দেহ থেকে মামলা, গাজী নজরুলের জামিনে ‘কোনো আপত্তি নেই’ মরিয়মের বাবার

ঢাকা, সাতক্ষীরা-৪ আসনের সংসদ সদস্য গাজী নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে দায়ের করা আত্মহত্যার প্ররোচনার মামলায় আপস করেছেন বাদী মরিয়ম খাতুনের বাবা এস এম মাসুম বিল্লাহ। আপসনামায় কারাগারে থাকা গাজী নজরুল ইসলাম ও তার প্রথম স্ত্রী মাকসুদা ইসলাম জামিনে মুক্তি পেলে ‘কোনো আপত্তি নেই’ বলে জানিয়েছেন তিনি। একই সঙ্গে দুই পক্ষের মধ্যে হৃদয়তাপূর্ণ ও আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার এবং বিচারিক কার্যক্রমে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার কথাও বলা হয়েছে।

বুধবার (৩০ সেপ্টেম্বর) ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সোফাভুল্লাহর আদালতে হাজির হয়ে আসামিদের পক্ষে হলফনামা দেন মরিয়মের বাবা এস এম মাসুম বিল্লাহ। আদালত তার জবানবন্দী গ্রহণ করেছেন। ঢাকা মহানগর আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর ওমর ফারুক ফারুকী ও আসামিপক্ষের আইনজীবী মাহবুবুর রহমান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন।

আপসনামায় এস এম মাসুম বিল্লাহ ও মো. আব্দুল হামিদ মোড়লকে যথাক্রমে প্রথমপক্ষ ও দ্বিতীয়পক্ষ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, ‘পরম করুণাময় অসীম দয়ালু মহান আল্লাহর নাম স্মরণে অত্র আপসনামা লেখা শুরু করলাম।’

আপসনামার প্রথম দফায় বলা হয়েছে, ‘যেহেতু আমি প্রথমপক্ষের কন্যা মরিয়মের সহিত অত্র মামলার ১ নম্বর আসামি জি এম নজরুল ইসলামের সহিত বিবাহ হয়। বিবাহ হওয়ার পরে জি এম নজরুল ইসলামের প্রথম স্ত্রী মাকসুদা ইসলামের সহিত আমার মেয়ে ১ নম্বর আসামির দ্বিতীয় স্ত্রী হিসেবে হৃদয়তাপূর্ণ পরিবেশে তাহারা একত্রে সংসার জীবন পরিচালনা করিয়া আসিতেছিলেন।’ দ্বিতীয় দফায় বলা হয়েছে, ‘যেহেতু গত ২০ সেপ্টেম্বর ২০২৬ দুপুর অনুমান ৩ টা থেকে সাড়ে ৫টার মধ্যবর্তী যেকোনো সময়ে ঢাকাস্থ নিজ বাসভবনে আমার কন্যা মরিয়ম আত্মহত্যা করিলে আমার মেয়ের জামাই জি এম নজরুল ইসলামের ফোন পাইয়া তাহার বাসভবনে আনুমানিক বিকেল সাড়ে ৬টার সময় উপস্থিত হইয়া আমার কন্যা আত্মহত্যার বিষয়ে জানিতে পারি।’

আপসনামায় আরও বলা হয়েছে, ‘যেহেতু আমার মেয়ের জামাই এর বাসায় আত্মহত্যার বিষয়টি সংঘটিত হইয়াছে ফলে তাৎক্ষণিকভাবে সন্দেহবশত আমার মেয়ের জামাই জি এম নজরুল ইসলাম, তাহার প্রথম স্ত্রী মাকসুদা ইসলাম ও অন্য একজনকে আসামি করিয়া শেরে-বাংলা নগর থানার মামলা নম্বর ১৬ (০৯) ২০২৬, ধারা: ৩০৬ দৃষ্টবিধি দায়ের করি।’

আপসনামায় বলা হয়েছে, ঘটনার পর সন্দেহের বশে মামলা করা হলেও পরবর্তীতে দুই পক্ষের মধ্যে আপস হয়েছে। এতে আসামিদের জামিনের বিষয়ে বাদীপক্ষের অবস্থানও উল্লেখ করা হয়েছে। আপসনামার ওই অংশে বলা হয়েছে, ‘নজরুল ইসলাম জামিন পাইলে আমি কিংবা আমার পরিবারের কারো কোনো আপত্তি নাই।’

Karnafully Travel Inc

37-16 73rd Street, Jackson Heights,
NY-11372 Suite # 201FR

tel : 718-205-6050 , 718-205-6055



ALL KIND OF CELL PHONE ACCESSORIES
WHOLESALE







Tel: 929-278-9609

73-21 Broadway, (Lower Level) Jackson Heights, NY 11372



JOY TECH ELECTRONICS & COMPUTER

সেলস এবং রিপেয়ার

Laptop এবং Desktop কম্পিউটার রিপেয়ার।
Cellphone, TAB, iPad রিপেয়ার ও আনলক করা হয়।
GSM আনলক সেলফোন বিক্রয়।

সবধরনের Accesories পাওয়া যায়
সিম কার্ড এক্টিভেশন / সব ফোন বিল পে করা হয়।



ultra mobile, SIMPLY, h2o, T-Mobile, univision mobile, Lycamobile

Ph : (347) 730-5984 | Cell: (646) 707-7733
37-22 73RD ST, SUITE # 1D, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

প্রদীপ মালাকার

শাসন পরিচালনা নয়, তারা কতটা কার্যকরভাবে রাষ্ট্রের সব নাগরিকের নিরাপত্তা ও সমঅধিকার নিশ্চিত করতে পারে, সেটিও। কারণ কোনো দল যখন বিরোধী দলে থাকে, তখন রাষ্ট্রের ব্যর্থতার সমালোচনা করা সহজ। কিন্তু ক্ষমতায় এসে সেই একই রাষ্ট্রযন্ত্রকে নিরপেক্ষ, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলকভাবে পরিচালনা করাই প্রকৃত পরীক্ষা।

তবে দায় শুধু সরকারের নয়। অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলোরও দায়িত্ব আছে। কোনো দলের নেতা-কর্মী মব হামলায় জড়িত হলে দলীয় পরিচয় তাকে আইনের ঊর্ধ্বে রাখতে পারে না। আবার কোনো দলের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠলেই পুরো দলকে অপরাধী বানানোও দায়িত্বশীল রাজনীতি নয়। তদন্ত হোক, প্রমাণ বের হোক, অপরাধীর বিচার হোক- এই নীতিই হওয়া উচিত সবার। এই ক্ষেত্রে ধর্মীয় নেতাদের দায়িত্বও কম নয়। মসজিদ, মন্দির, মঠ, গির্জা- সব জায়গা থেকেই শান্তি, সংঘম ও আইনের প্রতি আস্থার বার্তা আসতে হবে। ধর্মকে মানুষের নৈতিক উন্নতির শক্তি হিসেবে ব্যবহার করতে হবে, উত্তেজনা তৈরির হাতিয়ার হিসেবে নয়। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারীদেরও নিজেদের আচরণ নিয়ে ভাবতে হবে। যাচাই না করে ছবি, ভিডিও বা অভিযোগ ছড়িয়ে দেওয়া কখনো কখনো বাস্তব সহিংসতার আগুন জ্বালিয়ে দিতে পারে। তাই কোন সংবাদ শেয়ার করার আগে ‘যাচাই’ করা এখন নাগরিক দায়িত্ব।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থাতেও পরিবর্তন দরকার। শিশুকে শুধু পরীক্ষায় ভালো ফল করার শিক্ষা দিলে হবে না; তাকে শেখাতে হবে ভিন্ন ধর্মের মানুষকে সম্মান করা, মতভেদ সহ্য করা, গুজব যাচাই করা এবং আইন নিজের হাতে না নেওয়া। নাগরিক শিক্ষা, মানবিক মূল্যবোধ এবং ডিজিটাল সাক্ষরতা স্কুল-কলেজের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হওয়া উচিত। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো- আমরা যেন বুঝতে পারি, সম্প্রীতি মানে সবাই একই রকম হবে- এমন নয়। সম্প্রীতি মানে ভিন্নতার মধ্যেও নিরাপদে পাশাপাশি বসবাস করার অধিকার।

বাংলাদেশের মানুষ ঐতিহাসিকভাবে নানা ধর্ম, ভাষা, সংস্কৃতি ও মতের মানুষকে নিয়ে সমাজ গড়ে তুলেছে। এই বহুত্বই আমাদের শক্তি। একজন হিন্দুর শ্মশান যেমন তার ধর্মীয় ও পারিবারিক স্মৃতির অংশ, তেমনি একজন মুসলমানের মসজিদ তার বিশ্বাসের অংশ। একজন বৌদ্ধের মন্দির, একজন খ্রিস্টানের গির্জা কিংবা অন্য কোনো বিশ্বাসীর উপাসনাস্থলও একই মর্যাদা পাওয়ার অধিকার রাখে।

তাই হরিনারায়ণপুরের মতো কোনো ঘটনার ক্ষেত্রে আমাদের দাবি হওয়া উচিত তিনটি-সত্য উদ্ঘাটন, অপরাধীর বিচার এবং ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার নিশ্চয়তা। আর মব-সন্ত্রাসের ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থান আরও পরিষ্কার হওয়া দরকার- অপরাধী যে ধর্মেরই হোক, যে দলেরই হোক, যে পরিচয়েরই হোক, বিচার হবে আইনের মাধ্যমে। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই না, যেখানে এক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা অন্য সম্প্রদায়ের অনিরাপত্তার ওপর দাঁড়িয়ে থাকবে। আমরা এমন বাংলাদেশ চাই না, যেখানে প্রশাসন ঘটনার পরে আসে, কিংবা রাজনৈতিক সুবিধা অনুযায়ী আইন প্রয়োগ করে।

আমরা চাই, এমন বাংলাদেশ যেখানে থানায় যাওয়ার আগে নাগরিককে নিজের ধর্মীয় পরিচয় ভাবতে হবে না, যেখানে বিচার পাওয়ার জন্য দলীয় পরিচয় প্রয়োজন হবে না- যেখানে মবের ভয় নয়, আইনের প্রতি আস্থা মানুষের আচরণ পরিচালনা করবে। আমরা চাই, রাষ্ট্রের শক্তি হোক মবের শক্তির চেয়ে বড়।

লেখক : নিউইয়র্ক প্রবাসী, কলামিস্ট

গাজা, নেতানিয়াহু এবং মামদানী

তাঁরা ইসরাইলের ধ্বংস চায়। কথাটা ঠিক ছব্বছ হয়তো নয়, তবে সমার্থক এবং কথাটি সত্য। আরব মুসলিম দেশগুলো এ লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে একযোগে ইসরাইল আক্রমণ চালায়, এবং পরাজিত হয়। একসময় ইসরাইল ‘দুই-রাষ্ট্র’ থিওরী মেনে নিয়েছিল, জেরুজালেমকে জাতিসংঘের হাতে ছেড়ে দিতে সম্মত হয়েছিলো। এসব ইতিহাস বিল ক্রিষ্টনের কথার সত্যতা প্রমাণ করে। এ প্রসঙ্গ আনার কারণ হচ্ছে এ সময়ে (২১-২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৬) নিউইয়র্কে জাতিসংঘ অধিবেশনে ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানাহু তার ভাষণে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র জোহরান মামদানীকে ধুঁিয়ে দিয়েছেন। তিনি মামদানীকে সন্ত্রাসী হামাস সমর্থক এবং মামদানীর আমলে নিউইয়র্কে ইহুদীদের ওপর আক্রমণ বেড়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। দু’টি বক্তব্যই সত্য। মামদানী এক টার্ম মেয়র, যদি তিনি শেষ পর্যন্ত ৪বছর টিকে থাকতে পারেন। পূর্বাঙ্কে মামদানী বলেছিলেন যে, ‘ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রী নেতানাহু নিউইয়র্কে এলে তাকে তিনি গ্রেফতার করবেন’।

মামদানী বাংলাদেশ ষ্টাইলে রাজনীতি করেন, এবং ষ্টান্ট পছন্দ করেন। দুই-একজন বাদে বাংলাদেশী মুসলমানরা শুধুমাত্র মুসলিম হবার কারণে মামদানীর সমর্থক। কিন্তু মামদানী কে? তিনি একজন শিয়া মুসলমান, এবং কটর। কটর মুসলমানের ৩টি লক্ষণের সবক’টি তিনি হৃদয়ের গভীরে ধারণ করেন। অর্থাৎ তিনি এন্টি-ইসরাইল (ইহুদি বিরোধী), এন্টি-ভারত (হিন্দু বিরোধী) এবং এন্টি-আমেরিকা (এন্টি-খৃষ্টান বিশ্ব)। মামদানী ইসলামিষ্ট। আপাতত: তিনি সেনেটর বার্নি স্যান্ডার্স ও কংগ্রেসম্যান আলেকজান্দ্রিয়া ওকাসিও কর্টেজ-র সমাজতন্ত্রী ছায়াতলে আশ্রয়ে আছেন। মামদানীর চেহারা সুন্দর, ভেতরটা ইসলামী মৌলবাদীদের মত কদর্য। বাংলাদেশে বর্তমানে এন-সিপি নেতা যারা একদা ছদ্মবেশী ছাত্রলীগ নেতা ছিলেন, মামদানীর চরিত্র ঠিক একই। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মামদানীর চরিত্র ‘পিউর মুসলিম লীগ’। মামদানী ইসরাইলী প্রধানমন্ত্রীকে হুমকি দিয়েছেন, ইরানের প্রেসিডেন্টকে হুমকী দেননি, অথচ ইরান নিজদেশে অসংখ্য মুসলিমকে হত্যা করেছে। তিনি তুরস্কের প্রেসিডেন্ট এরদোগান বা সৌদি আরবের বিরুদ্ধে হুক্সার ছাড়েননি। ফিলিস্তিন ইস্যুটি মামদানী মুসলিম সেন্টিমেন্ট হিসাবে ব্যবহার করছেন, আবারট্রাম্পের কাছে ‘গুডবয়’ সेंজে রিপাবলিকান সেন্টিমেন্ট কিছুটা ‘শান্ত’ রাখার চেষ্টা করছেন।

গাজায় ইসরাইলী আক্রমণকে ছোট করে দেখার সুযোগ নেই, কিন্তু মামদানী তো একথা বলছেন না যে, এ যুদ্ধ হামাস ইসরাইলের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। তিনি ৭ই অক্টবর ২০২৩-র ঘটনার নিন্দা করেননি, প্রায় সর্বাত্মক মুসলমান তা করেনা। সেদিন হামাস বেসাম-রিক নিরীহ ইসরাইলীদের প্রতি যে নৃশংস বর্বরতা চালিয়েছিল তাতে যেকোন দেশের পক্ষে যুদ্ধ নামতেই হতো। ভভামী ছাড়েন, এক বর্বরতার নিন্দা করবেন আর এক বর্বরতার সমর্থন দেবেন তা হয়না। হামাস না থাকলে গাজায় শান্তি আসবে। এবার মক্কা আক্রমণে বুঝতে পারছেন তো যে মুসলমান-মুসলমান ভাইভাই না, ওটা ভাওতাবাজি, ইরানের মুসলমান বাংলাদেশের মুসলমানের ভাই নয়! বাংলাদেশ, পাকিস্তান বা মুসলিম বিশ্বে থাকলে মামদানী কিছুই হতেন না, উন্নত বিশ্বে গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে মেয়র হবেন এবং তলে তলে ইসলামী এজেন্ডা বাস্তবায়ন করবেন, এ দ্বিচারিতা খুব বেশিদিন চালানো সম্ভব হবেনা, মানুষ বোঝে। পুরো মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাইল একমাত্র গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। সেদেশে প্রায় ১৮% মুসলমান, এবং তারা ভালো আছে। আচ্ছা, মুসলিম বিশ্বে ইহুদীরা থাকতে পারেনা কেন? সৌদি আরবে ১০০.০% মুসলমান কেন? পাকিস্তানে অহরহ শিয়া মসজিদে বোমা পড়ে কেন? জানি বলবেন, হিন্দুদের মধ্যেও তো জাতপাত আছে! তা আছে, তবে তারা একজন অন্যজনের মন্দিরে বোমা মারেন! বিশ্বের যেকোন শহরে বোমা ফুটলে প্রথমে আপনার মনে কি ভাবনা উদয় হয়?

শিতাংশু গুহঃ লেখক, সাংবাদিক ও কলামিস্ট নিউইয়র্ক

ওজন পার্কে নির্মাণ হবে ৮ মিলিয়ন ডলারের মসজিদ

এক মাইলফলক। ওজন পার্কে প্রায় ৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে নির্মিত হতে যাচ্ছে তিনতলা আল ফুরকান জামে মসজিদ। দীর্ঘদিনের স্বপ্নের এই প্রকল্প বাস্তবায়নে রোববার আনুষ্ঠানিকভাবে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের পাশাপাশি শুরু হয়েছে তহবিল সংগ্রহ কার্যক্রম। স্থানীয় বাংলাদেশি কমিউনিটির নেতৃবৃন্দ, গণ্যমান্য ব্যক্তি ও মুসল্লিদের অংশগ্রহণে এ উদ্যোগ ঘিরে তৈরি হয়েছে ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনা।

আয়োজকদের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, নতুন মসজিদটি হবে তিনতলা। প্রায় তিন বছরের মধ্যে নির্মাণকাজ শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রকল্পটি বাস্তবায়নে আনুমানিক ৮ মিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে। প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহে স্থানীয় মুসলিম ও বাংলাদেশি কমিউনিটির সহযোগিতাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

নতুন ভবন নির্মিত হলে ওজন পার্ক ও আশপাশের এলাকায় বসবাসকারী মুসল্লিদের নামাজ আদায়ের পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষা, কোরআন শিক্ষা এবং বিভিন্ন সামাজিক ও কমিউনিটি কার্যক্রম পরিচালনার জন্য আরও বড় পরিসরে সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন।

আল ফুরকান জামে মসজিদ দীর্ঘদিন ধরে

ওজন পার্কের মুসলিম কমিউনিটিতে ধর্মীয় ও সামাজিক কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। মসজিদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, ২০০০ সালে একটি ছোট বেসমেন্টে এর কার্যক্রম শুরু হয়। বর্তমানে সেখানে নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ ও জুমার নামাজের পাশাপাশি ঈদের জামাত, জানাজা এবং বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। ইসলামি শিক্ষা, কোরআনের তাফসিরসহ ধর্মীয় শিক্ষার বিভিন্ন কার্যক্রমও পরিচালনা করে প্রতিষ্ঠানটি। মসজিদটির বর্তমান ঠিকানা ৭৬-১৮ গ্লেনমোর অ্যাভিনিউ, ওজন পার্ক, কুইন্স। দুই দশকের বেশি সময় ধরে কার্যক্রম পরিচালনার মধ্য দিয়ে এটি স্থানীয় মুসলিম জনগোষ্ঠীর পরিচিত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে।

নতুন ভবন নির্মাণের উদ্যোগের বিষয়টি কুইন্স কমিউনিটি বোর্ড ১০-এর ২০২৬ সালের জুন মাসের সভার নথিতেও উঠে এসেছে। ওই নথিতে আল ফুরকান-সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবিত নতুন ভবনের জন্য খননকাজের অনুমতির বিষয়টি আলোচনায় আসে।

২৭ সেপ্টেম্বর রোববারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশি কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের উপস্থিতি প্রকল্পটিতে স্থানীয় সম্প্রদায়ের সম্পৃক্ততার বিষয়টি তুলে ধরে। সংশ্লিষ্টদের পরিকল্পনা অনুযায়ী, নির্মাণকাজ শেষ হলে তিনতলা ভবনটি শুধু নামাজ আদায়ের স্থান হিসেবে নয়, ধর্মীয় শিক্ষা ও কমিউনিটির বিভিন্ন সামাজিক কার্যক্রমের কেন্দ্র হিসেবেও ব্যবহৃত হবে।

ওজন পার্ক কুইন্সের একটি বহুজাতিক ও বহুসাংস্কৃতিক এলাকা। এখানে বাংলাদেশিসহ বি-পুলসংখ্যক দক্ষিণ এশীয় অভিবাসীর বসবাস রয়েছে। আল ফুরকান জামে মসজিদও দীর্ঘদিন ধরে এলাকার মুসলিমদের ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছে। মসজিদের নিজস্ব তথ্য অনুযায়ী, প্রতিষ্ঠানটি একটি অলাভজনক ও অরাজনৈতিক ধর্মীয় সংগঠন।

নতুন মসজিদ নির্মাণে প্রয়োজনীয় প্রায় ৮ মিলিয়ন ডলারের তহবিল সংগ্রহে কমিউনিটির সহযোগিতার ওপর গুরুত্ব দিচ্ছেন উদ্যোক্তারা। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের মধ্য দিয়ে দীর্ঘমেয়াদি এ নির্মাণ প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হলো।

তবে নতুন ভবনের মোট আয়তন, একসঙ্গে কতজন মুসল্লি নামাজ আদায় করতে পারবেন এবং নির্মাণকাজ শেষ হওয়ার নির্দিষ্ট তারিখ সম্পর্কে মসজিদের প্রকাশ্য ওয়েবসাইটে বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। ফলে তিনতলা ভবন, আনুমানিক ৮ মিলিয়ন ডলার নির্মাণ ব্যয় এবং প্রায় তিন বছরের নির্মাণকাল-এসব তথ্য আপাতত আয়োজকদের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতেই উল্লেখ করা হয়েছে।

টাইমস স্কয়ারে দুর্গাপূজা ১০ ও ১১ অক্টোবর

অ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের (সিএবি) প্রেসিডেন্ট অশোক রক্ষিত, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ হিন্দু কমিউনিটির সমাজসেবক নবেন্দু দত্ত, সংগঠনের সভাপতি শশধর হাওলাদার, সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহা, আড্ডা একাডেমির প্রধান পরিচালক আলপনা গুহ এবং আয়োজক কমিটির কর্মকর্তা অনুপম দত্ত, রোহান রাওয়াত ও সোমা মুখার্জি। আরও বক্তব্য দেন সংগীত সাধনা একাডেমির প্রধান পরিচালক মালবিকা চ্যাটার্জি, নৃত্যাঞ্জলি একাডেমির প্রধান পরিচালক চন্দ্রা ব্যানার্জী ও পূজার পুরোহিত প্রবাস চক্রবর্তী।

স্বাগত বক্তব্যে শশধর হাওলাদার জানান, উৎসবের সব প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছে। ১০ অক্টোবর শনিবার সকাল ১১টায় সত্যম রায় চৌধুরীর চণ্ডীপাঠের মধ্য দিয়ে মহালয়ার অনুষ্ঠান শুরু হবে। এদিন নিউ য়র্কে বেড়ে ওঠা শিশু-কিশোরীরা গীতাপাঠে অংশ নেবে। এটি পরিচালনা করবেন সুতিপা চৌধুরী। এরপর মালবিকা চ্যাটার্জির পরিচালনায় সংগীত পরিবেশন করবে সংগীত সাধনা একাডেমি।

প্রথম দিনের নৃত্যানুষ্ঠানে চন্দ্রা ব্যানার্জীর পরিচালনায় নৃত্যাঞ্জলির ৬০ জনের বেশি শিল্পী অংশ নেবেন। নৃত্য পরিবেশন করবেন বাফা ও আড্ডার শিল্পীরাও। সংগীত পরিবেশন করবেন শিল্পী শাহ মাহবুব ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী মেঘলা দাশ গুপ্ত।

১১ অক্টোবর রোববার সকাল ১০টায় শুরু হবে দুর্গাপূজা। বিকেল ৩টায় অনুষ্ঠিত হবে অঞ্জলি। এদিন নৃত্যাঞ্জলির শিল্পীরা বিশেষ ধ্রুতি নাচ পরিবেশন করবেন। সংগীত পরিবেশন করবেন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পী দিয়াসিনী রায়। থাকছে জোজে মুখার্জি ও তাঁর ব্যান্ডের কনসার্টও। সাধারণ সম্পাদক নিরুপমা সাহা জানান, অতিথি শিল্পী হিসেবে ঋদ্ধি বন্দ্যোপাধ্যায়ও উৎসবে যোগ দেবেন। উৎসব সফল করতে সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের সহযোগিতা কামনা করেন নিরুপমা সাহা। উপদেষ্টা অশোক রক্ষিত সবাইকে উৎসবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান। সমাজসেবক নবেন্দু দত্ত বলেন, টাইমস স্কয়ারের দুর্গোৎসব বিভিন্ন প্রজন্মের বাঙালির মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে।

আয়োজকদের আশা, দুই দিনের এ উৎসব নিউ ইয়র্কপ্রবাসী বাঙালিদের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বন্ধন আরও দৃঢ় করবে এবং বিশ্বদরবারে দুর্গোৎসবের ঐতিহ্য তুলে ধরবে।





Anupam Barua, EA, MST.
IRS Enrolled Agent
M.Sc. in Taxation, Zicklin School of Business, Baruch College, CUNY
B.A. in Accounting, Queens College, CUNY
Certification in Tax Planning, London School of Business - Administration, London, UK.
Ex Financial Analyst, Risk Management & Regulatory, a MNC

Services offered:

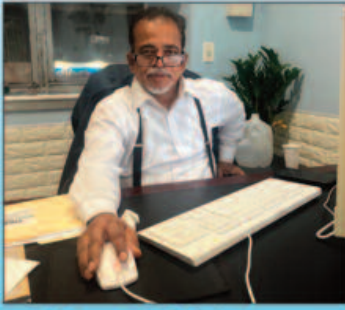
- Individual Income Tax
- Business Tax – Self Employed, S Corporation, Partnership, C Corporation
- Specialization in Dental and Medical Practices Taxation
- Tax Planning and Financial Consulting
- Accounting and Bookkeeping
- New Business Formation



Office:
Anupam Barua & Associates, LLC
73rd Street, Jackson Heights, NY 11372
Phone: (646) 372-3420, (347) 935-3045
Email: ABTax747@Gmail.com
Appointment only. No Walk-in.

- * আপনার তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা আমাদের অন্যতম অগ্রাধিকার।
- * একজন IRS Enrolled Agent, অথবা CPA অথবা Tax Attorney এর মাধ্যমে আপনার Tax সংক্রান্ত ব্যবসায়িক কাজ সম্পাদন করুন।

সর্বনিম্ন মূল্যে বাংলাদেশ ভ্রমণ করুন
আমরা যেকোন ট্রাভেল এজেন্সী
অনলাইন/ইন্টারনেট প্রাইস থেকে কমমূল্যে টিকেট দিয়ে থাকি
জেএফকে-ঢাকা-জেএফকে
JFK-Dhaka-JFK



Mirza M Zaman (Shamim) - CEO

আমেরিকার যেকোন টেট থেকে বাংলাদেশসহ বিশ্বের যেকোন দেশে সুলভে ভ্রমণ করুন

Cheapest Domestic & International Air Tickets

GLOBAL NY 1 TRAVELS, INC
168-47, Hillside ave, 2nd Floor
Jamaica NY-11432
OFFICE: 718-205-2360, CELL: 646-750-0632
E-mail: globalnytravels@gmail.com

অনলাইনে সবচেয়ে কমমূল্যে এয়ার টিকেট এবং হোটেল বুকিং দিন

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



মুক্তিযোদ্ধা অবিনাশ আচার্য ও সমাজসেবক সুশীল সাহা

বয়স্ক সমাজ সেবক সুশীল সাহা-কে সম্বর্ধনা দিয়েছে। এতে সভাপতিত্ব করেন ডাক্তার ভোলানাথ বণিক। অনুষ্ঠানটি আয়োজন করে বাংলাদেশী হিন্দু সম্প্রদায়, নিউইয়র্ক। শুরুতে গীতা পাঠ করেন শ্রীনিত্যানন্দ কিশোর দাস প্রভু। সভাপতি ও সম্বর্ধিতদের ফুলের তোড়া দিয়ে সম্মানিত করেন সুবর্ণা সেনগুপ্ত, সুলেখা পাল, ও রিনা সাহা। অবিনাশ আচার্য ও সুশীল সাহাকে ক্রেস্ট প্রদান করেন ড. দ্বিজেন ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক নবেন্দু বিকাশ দত্ত। আলপনা গুহ ও সুমিত্রা সেন দু'জনকে দু'টি শাল পরিবেশন করেন। শীতাংশু গুহ তিনজনকে তাঁর সদ্য প্রকাশিত বই, 'বাংলাদেশ: এষ্টিনসন অফ হিন্দুজ ইন গ্লোবাল কন্টেক্সট' বইটি উপহার দেন। এরপর অতিথিগণ প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করেন এবং সবাই সমবেত কণ্ঠে 'আগুনের পরশ মনি-' গানটি পরিবেশন করেন। অবিনাশ আচার্য ও সুশীল সাহাকে কংগ্রেসনাল প্রক্লেমেশন উপহার দেন এবং সেটি পড়ে শোনান ড. দিলীপ নাথ ও দীপা নাথ। শ্রীকৃষ্ণ ভক্ত সংঘের পক্ষে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন সুভাষ কুমার সাহা ও অর্ধেন্দ্র কিশোর বিশ্বাস।

মুক্তিযোদ্ধা অবিনাশ আচার্য ইংরেজীতে তাঁর জীবনের আলোচ্য তুলে ধরেন, বিশেষত: মুক্তিযুদ্ধে তাঁর ভূমিকার কথা দর্শকদের বর্ণনা করেন। দর্শক-শ্রোতা পিনপতন নিস্তদ্ধতায় তাঁর বক্তব্য শুনেন। সমাজ সেবক সুশীল সাহা তার বক্তব্যে সমাজসেবা, রাজনীতি, ব্যক্তিগত জীবনের বহু ঘটনা তুলে ধরেন। সম্বর্ধিত বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এ সময়ে আবেগ-আপ্ত হয়ে পড়েন, তাঁরা বারবার অয়োজকদের ধন্যবাদ জানান। নিউইয়র্কে এধরণের ঘটনা এ প্রথম, উপস্থিত সবাই এটিকে স্বাগত জানান। অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন, ৮০-উর্দ্ধ হাজার মানুষকে সম্মানিত করে আমরা ধন্য, এবং এটি সমাজে তাদের অবদানের স্বীকৃতি। অনুষ্ঠানে হাজার আলোকিত মানুষের সুস্থ ও দীর্ঘ জীবন কামনা করা হয় যাতে তাঁরা সমাজের জন্যে আরো কাজ করতে পারেন।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডাক্তার প্রভাত দাস, চন্দন সেনগুপ্ত, নবেন্দু দত্ত, ড: দ্বিজেন ভট্টাচার্য, বিষ্ণু গোপ, রিনা সাহা, দীপল নাথ, রামদাস ঘরামী, অঞ্জন ভট্টাচার্য, পরেশ সাহা, কৃষেন্দু রত্ন প্রমুখ। অনুষ্ঠানে ক্যালিফোর্নিয়া থেকে টেলিফোনে শুভেচ্ছা জানান ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের সাবেক

গভর্নর ড. তথাগত রায়। সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সঞ্জিত ঘোষ, বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী, অসীম সাহা, পার্থ তালুকদার, নিতাই পাল, ডাঃ টমাস দুলা রায়, গোপন সাহা, পিন-কী তালুকদার, শুক্লা ভৌমিক, বুদ্ধল ভৌমিক, শিবু পোদ্দার, শিবু শর্মা, ধুব চক্রবর্তী, পরিমল, ঝুমুর ভট্টাচার্য, দীনেশ মজুমদার, সুমি ও সুজন, সুমিত্রা সেন, গণেশ ভৌমিক, রঞ্জন ভট্টাচার্য, অনিন্দিতা ভট্টাচার্য, সুকান্ত দাস টুটল, প্রদীপ কুন্ডু, আশীষ পাল, আশীষ রায়, জয়দেব গাইন, শক্তি গুপ্ত, ইন্দ্রজিৎ সরকার, রণেশ চক্রবর্তী, অনুপ কুমার, ও ড. চন্দন সরকার প্রমুখ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন শিতাংশু গুহ। নৈশ ভোজের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। প্রেস-বিজ্ঞপ্তি।

ভিসা জালিয়াতি ঠেকাতে পোর্টাল

পারবে। ভ্রমণ সংক্রান্ত নিউজ পোর্টাল ভিসানিউজ লিখেছে, জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব পেতে (বার্থ ট্রায়জম) যুক্তরাষ্ট্রে ভ্রমণের ব্যাপারে নতুন ভিসা বিধিনিষেধ নীতির পাশাপাশি অনলাইন পোর্টাল চালুর ঘোষণা দিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও। যারা এমন ভ্রমণের ব্যবস্থা বা সহায়তা করেন, তাদের জন্য এই নীতি ঘোষণা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে যারা জেনেবুঝে এমন কাজের সেবা দেন কিংবা ভিসা আবেদনে ভুল বা মিথ্যা তথ্য দিতে আবেদনকারীদের উৎসাহ দেন, তাদেরও ভিসা বিধিনিষেধের আওতায় আনা হয়েছে। অফিসিয়াল ওয়েবসাইট এংগেবস, ঝাংগেব, মডা-এ 'রিপোর্ট ভিসা ফ্রড' নামে ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে। ভিসা সংক্রান্ত কোনো জালিয়াতি বা অপব্যবহারের তথ্য থাকলে যে কেউ ফর্ম পূরণ করে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে সরাসরি কর্তৃপক্ষকে জমা দিতে পারবেন।

স্টেট ডিপার্টমেন্ট ভিসা অপব্যবহার সংক্রান্ত যথাসম্ভব তথ্য দেয়ার অনুরোধ করে বলেছে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা পরিস্থিতি সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট বর্ণনা তদন্তের জন্য বেশ কার্যকর হতে পারে। নাম প্রকাশ না করেও ভিসা জালিয়াতি সংক্রান্ত তথ্য জমা দেয়া যাবে। নাম ও ইমেইল ঠিকানা দেয়ার বিষয়টি এচ্ছিক রাখা হয়েছে। তবে পরে কর্তৃপক্ষ আরো তথ্যের জন্য যাতে যোগাযোগ করতে পারে, সে কারণে কেউ চাইলে নিজেদের নাম-ঠিকানা দিতে পারবেন।

ভ্রমণের ভুয়া পরিকল্পনা, জালিয়াতির নথি, মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে ভুয়া বিয়ে, নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠান, ভুয়া চাকরি ও 'বার্থ ট্রায়জম' সংক্রান্ত সন্দেহজনক জালিয়াতির তথ্য দিতে এই পোর্টাল ব্যবহার করা যাবে। অভিযোগের ভিত্তিতে জালিয়াতির বিষয়টি প্রমাণ হলে সংশ্লিষ্টদের ভিসা বাতিল বা পরবর্তী তদন্তের জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হতে পারে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দ্বিতীয় মেয়াদের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত ভিসা জালিয়াতির সঙ্গে জড়িত ১০ হাজারের বেশি মানুষের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।



বৃষ্টি উপেক্ষা করে নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য মুসলিম ডে প্যারেড

২০২৬-এ স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন বিপুলসংখ্যক মানুষ। শিশুদের হাত ধরে অভিভাবক, শিক্ষার্থী, শিক্ষক, ইমাম এবং বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের প্রতিনিধিরা প্যারেডে সমবেত হন। বৃষ্টিভেজা ম্যাডিসন অ্যাভিনিউতে তাদের সরব উপস্থিতি মুসলিম সম্প্রদায়ের ঐক্য, সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য ও শান্তির বার্তাকে সামনে নিয়ে আসে। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপনের প্রেক্ষাপটে এবারের প্যারেডের প্রতিপাদ্য ছিল-“বিশ্বাসে ঐক্যবদ্ধ, সংস্কৃতিতে বৈচিত্র্যময়।” আয়োজকদের প্রচারপত্রে “এক উম্মাহ, এক জাতি, গর্বিত আমেরিকান” এবং “সবার প্রতি ভালোবাসা, কারও প্রতি ঘৃণা নয়”-এই আহ্বানও তুলে ধরা হয়। নানা ভাষা, দেশ ও সাংস্কৃতিক পটভূমির মানুষের অংশগ্রহণে সেই বার্তার প্রতিফলন ঘটে। প্যারেডে কমিউনিটি ও ধর্মীয় নেতাদের পাশাপাশি অংশ নেন এনওয়াইপিডির মুসলিম কর্মকর্তা, এফডিএনওয়াই সদস্য, বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠনের প্রতিনিধি, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা। প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেও তাদের সঙ্গে বিপুলসংখ্যক সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ অনুষ্ঠানটিকে একটি প্রাণবন্ত ও স্মরণীয় কমিউনিটি সমাবেশে পরিণত করে।

প্যারেডের আহ্বায়ক কাউন্সিল অব পিপলস অর্গানাইজেশনস (কোপো)-এর প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ রাজভি অংশগ্রহণকারী সবাইকে ধন্যবাদ জানান। পুরো আয়োজন সফল করতে পর্দার আড়ালে যারা কাজ করেছেন, সেই আয়োজক, স্বেচ্ছাসেবক, সহযোগী প্রতিষ্ঠান ও স্পনসরদের প্রতিও তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

রাজভি বলেন, নিউইয়র্কের মুসলমানরা ঐক্য ও শান্তির প্রতীক। বৃষ্টির মধ্যেও বিপুলসংখ্যক মানুষের উপস্থিতি সেই ঐক্যের শক্তিকেই তুলে ধরেছে।

কুইপের এলহাম একাডেমি তাদের শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও স্কুল পরিবারের সদস্যদের নিয়ে প্যারেডে অংশ নেয়। শিক্ষার্থীদের কাছে দিনটি ছিল নিজেদের বিশ্বাস ও ঐতিহ্য নিয়ে গর্ব প্রকাশের পাশাপাশি বৃহত্তর সমাজের সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশেরও একটি সুযোগ। অভিভাবক ও শিক্ষকেরাও শিশুদের সঙ্গে এই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন।

এলহাম একাডেমির প্রতিষ্ঠাতা এবং সেভ দ্য পিপলস প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন, “ইসলাম শান্তির ধর্ম। যুক্তরাষ্ট্রের ২৫০ বছরের ইতিহাসে মুসলমানদের অবদান আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করি। এই দেশের শিক্ষা, সেবা, সংস্কৃতি ও উন্নয়নে মুসলিম আমেরিকানরা যে ভূমিকা রেখেছেন, তা আমেরিকাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করেছে। আগামী দিনেও আমরা সব জাতিগোষ্ঠী ও ধর্মের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরতে এবং আমেরিকাকে আরও সামনে এগিয়ে নিতে চাই।”

প্যারেডের প্রচারপত্রে পরিচালনা কমিটির সদস্য হিসেবে তাহির মুস্তাফা কুকিগি, রফিক মোহাম্মেদ, ইব্রাহিম আহমেদ, আইনুল হক, জিলফা বকশ, এড পাওয়েল, সাকিবহ মুস্তাফা, সুলেইমানে কোনোতে, বাজাহ রুহি, কেনান তাসকেন্ট, আহমাদ আলী, হাফিদা টরেস, মনি লুথফি, ইমাম মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ও মোহাম্মদ রাজভির নাম উল্লেখ করা হয়।

প্রচারপত্রে অংশগ্রহণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কোপো, দারুল উলুম নিউইয়র্ক, সেভ দ্য পিপলস, আল-আমিন স্কুল, জালালাবাদ ফাউন্ডেশন ফর চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়ুথ, আফ্রিকা কমিউনিটি সার্ভিসেস, আফ্রিকান কালচারস প্রমোশনস, আলবিয়ানা ইসলামিক কালচারাল সেন্টার, আল-ইহসান একাডেমি, আল-ইমান স্কুল, আল-মামুর স্কুল, আমেরিকান কাউন্সিল অব মাইনরিটি উইমেন, বাস্টি, কাউন্সিল অব আফ্রিকান ইমামস, ইসলামিক লিডারশিপ স্কুল, জ্যামাইকা মুসলিম সেন্টার এবং জ্যামাইকা বাংলাদেশ ফ্রেন্ডস সোসাইটির নাম উল্লেখ করা হয়।

ব্রুকলিনের চার্চ-ম্যাকডোনাল্ড এবং জ্যামাইকাতে বাংলাদেশী ডাক্তার

INAMULHAQUE M SABOOR, MD

USCIS Designated Civil Surgeon
Board Certified Internal Medicine

সেবাসমূহ

- ❖ জেনারেল চেক আপ
- ❖ ইকেজি
- ❖ ডায়াবেটিস
- ❖ বয়স্ক ভের্নেশনেশন
- ❖ হাইপারটেনশন
- ❖ হৃদয় ভের্নেশনেশন
- ❖ হাই কোলেস্টেরল, এজমা
- ❖ ব্রাড টেষ্ট
- ❖ TLC EYE EXAM



Saboor Waizun Medical PC

আমরা প্রায় সকল প্রকার ইন্সুরেন্স গ্রহন করি

486 MCDONALD AVE
BROOKLYN, NY 11218
PH: (718) 247-7226

Sat, Tues and Thursday: 12:00PM- 7:00PM

87-12 167TH ST
JAMAICA, NY 11432
PH: (718) 558-0280
Mon, Wed & Friday: 11:00AM to 5:00PM



আমাদের
অফিসে বিভিন্ন
বিশেষজ্ঞ
ডাক্তার বসেন

ডাঃ গোবিন্দ পাল

এম.ডি., এফ.এ.সি.পি
ইন্টারনাল মেডিসিন বিশেষজ্ঞ

Visiting Hours:
Mon-Fri : 6PM-9PM
Sat or Sun : 9AM-2PM



সাক্ষাতের সময়সূচী:

সোম-শুক্র : ৯ বিকাল ৬টা-রাত ৯টা
শনি-রবি : ৯ সকাল ৯টা- বিকাল ২টা

ডাঃ গোবিন্দ পাল
এম.ডি., এফ.এ.সি.পি



Gobinda Paul M.D., F.A.C.P.
Board certified internal medicine

87-38 168 PL.
Jamaica, NY 11432
T: (718)-874-0076,
F: (718)-841-7499

Gobindapaul.PC@Outlook.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাংলাদেশ সোসাইটি, ইনক

BANGLADESH SOCIETY, INC

জ্যামাইকায় সোসাইটির
বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখার

শুভ উদ্বোধন



২ অক্টোবর ২০২৬

বিকেল ৫টায়



ইলহাম একাডেমী

87-41 165th St, Jamaica, NY 11432

উদ্বোধক

শাহ নেওয়াজ

চেয়ারম্যান, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

জ্যামাইকায় বাংলাদেশ সোসাইটির বাংলা স্কুলের তৃতীয় শাখার শুভ উদ্বোধন উপলক্ষে আপনাকে
সপরিবারে আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।নতুন প্রজন্মের মাঝে বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের চর্চা ছড়িয়ে দিতে এই আনন্দঘন
অনুষ্ঠানে আপনার মূল্যবান উপস্থিতি আমাদের উদ্যোগকে আরও উৎসাহিত করবে।

আমন্ত্রণে

আতাউর রহমান সেলিম

সভাপতি, ৯১৭-২৯৪-০৯৭০

মোহাম্মদ হাসান (জিলানী)

স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক, ৯১৭-৯৭১-৭৭৯০

মোহাম্মদ আলী

সাধারণ সম্পাদক, ৯১৭-৩০২-০৪৪৩

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান (সিনিয়র সহ-সভাপতি) ৯১৭-৫২০-১৩৪৪, মো: কামরুজ্জামান কামরুল (সহ-সভাপতি) ৭১৮-৯৭১-৪৭৬৯,
আবুল কালাম ভূইয়া (সহ-সাধারণ সম্পাদক) ৯১৭-৮৯২-৭১৯৯, মফিজুল ইসলাম ভূইয়া (রুমি) (কোষাধ্যক্ষ), ৩৪৭-৮৯৬-২৮০২,
ডিউক খান (সাংগঠনিক সম্পাদক) ৯১৭-৭৮০-৫৪৯৯, অনিক রাজ (সাংস্কৃতিক সম্পাদক) ৯০৪-৪৪৪-১৮৬০, রিজু মোহাম্মদ (প্রচার
ও গণসংযোগ সম্পাদক) ৭১৮-৫৮১-৬৬০৭, জামিল আনসারী (সমাজকল্যাণ সম্পাদক) ৩৪৭-৮০০-১০২৮, মো: আখতার বাবুল
(সাহিত্য সম্পাদক) ৬৪৬-৫৭৫-৭০৫০, আশ্রাব আলী খান লিটন (ক্রীড়া ও আপ্যায়ন সম্পাদক) ৯১৭-৪৯৭-২৮০৯, মোহাম্মদ হাসান
(জিলানী) (স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক) ৯১৭-৯৭১-৭৭৯০, কার্যকরী সদস্য: হারুন উর রশিদ ৯১৭-৪৪৩-৭৮০৮, জাহাঙ্গীর শহীদ
সোহরাওয়ার্দী ৭১৮-৭০৭-২৭৪৮, মো: সিদ্দিক পাটওয়ারী ৭১৮-২১৯-৭৯৭৭, আবুল কাশেম চৌধুরী ৬৪৬-৫১০-৬২৪৫, মুনসুর
আহমেদ ৯২৯-৯২০-৬০৫৬ ও হাসান খান ৩১৩-৩২৭-৯৪১৮

www.bangladeshsocietyinc.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

BANGLADESH SOCIETY INC, ELECTION-2026

বাংলাদেশ সোসাইটি ইনক

নির্বাচন ২৫ অক্টোবর, রবিবার-২০২৬

সেলিম-আলী
পরিষদ

আপনাদের সাথে নিয়ে আরও তিন বছর
আরও অগ্রগতি • আরও অর্জন
নতুন প্রজন্মের জন্য আরও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ সোসাইটি
অনুগ্রহ করে আপনার মূল্যবান ভোট দিন



B1

আতাউর রহমান সেলিম
সভাপতি পদপ্রার্থী
Athaur Rahman Salim, President



B4

মোহাম্মদ আলী
সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mohammad Ali, General Secretary



B2

মো: মহিউদ্দীন দেওয়ান
সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Mohiuddin Dewan, Sr. Vice President



B3

মো: কামরুজ্জামান কামরুল
সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী
Md. Kamruz Zaman, Vice President



B5

হারুন চেয়ারম্যান
সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Harun Chairman, Asst. General Secretary



B6

নওশাদ হায়দার
কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী
Newsad Haider, Treasurer



B7

ডিউক খান
সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Md. Zia Khan, Organizing Secretary



B8

অনিক রাজ
সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mostofa Anik Raj, Cultural Secretary



B9

রিজু মোহাম্মদ
জন সংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী
Reza Mohammed, Public Relation & Publicity Sec.



B10

মুনসুর আহমেদ
সমাজকল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী
Mansur Ahammed, Social Welfare Secretary



B11

রুমানা আহমেদ
সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী
Rumana Ahmed, Literary Secretary



B12

হাসান খান
ক্রীড়া ও আশ্রয়ন সম্পাদক পদপ্রার্থী
Hasan Khan, Sports & Ent. Secretary



B13

এএসএম মাইন উদ্দীন (বাবু)
স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদপ্রার্থী
Aun Vain Uddin (Baba), School & Edu. Secretary



B14

শাহনাজ হোসেন
মহিলা ও শিশু বিষয়ক সম্পাদক পদপ্রার্থী
Shahana Hossain, Women & Children Secretary



B15

জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী
যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী
Jahangir Shahid Sahrawardy, Youth & IT Secretary



B16

মো: উজ্জল বিপুল
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Uzzal Bipul, Executive Member



B17

সারওয়ার খান বাবু
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Sanwar Khan Babu, Executive Member



B18

মো: এ মান্নান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Mohamed A Mannan, Executive Member



B19

শামীম আহমেদ
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Shamim Ahmed, Executive Member



B20

মো: আব্দুল মালেক খান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Md. Abdul Maleque Khan, Executive Member



B21

কাজী রবিউজজামান
কার্যকরী সদস্য পদপ্রার্থী
Kazi Rabiuzzaman, Executive Member

অনুগ্রহ করে
সেলিম-আলী
পরিষদে আপনার
মূল্যবান ভোট দিন

PLEASE CAST YOUR VOTE IN 2ND ROW (B1 to B21) FOR SALIM-ALI PANEL

প্রচারে: সেলিম-আলী নির্বাচন পরিচালনা কমিটি

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



দৃষ্টিকোণ মিডিয়ার সৌজন্যে

সংগীত
মানুষকে
এক করে
সংস্কৃতি
আমাদের
পরিচয়

লাইভ কনসার্ট

সুরে সুরে
ভালো লাগার
এক মিলনমেলা



বিলিক



ইমরান



কনা



03 OCTOBER
SATURDAY



6:00
PM

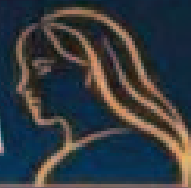


ইভ্যাঞ্জেল ক্রিস্টিয়ান সেন্টার
39-20 27TH ST. LONG ISLAND CITY, NY 11101



টিকেটের জন্য
স্ক্যান করুন

আয়োজনে
TEH BEAUTIFUL LADIES OF USA



General
\$30

VIP
\$50

VVIP
\$100



Zahid Alam

+1(929) 328-5971
President & CEO NYSDC



আপনাদের
সরার জন্য আমন্ত্রণ

CONTACT | SILVEE AKOND & NADIA CHOWDHURY

প্রতিষ্ঠান পরিচালনা: প্রতিষ্ঠান পরিচালনা

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



GRAND OPENING

You are Invited!

HOPE TO SEE YOU INSHALLAH



FRIDAY
OCTOBER 2ND,
2026



2:00 PM



KHALIL BIRYANI HOUSE
OZONE PARK

2768 Pitkin Ave,
Brooklyn, NY 11208



SIGNATURE
BIRYANI



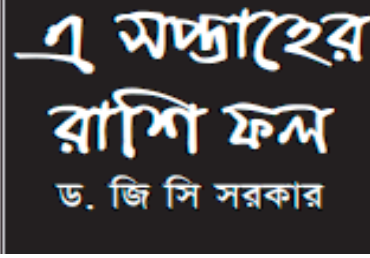
TRADITIONAL
DESI DISHES



FRESH
SIDES & SALADS



KATI ROLLS
& MORE



মেঘ রাশি : সপ্তাহে প্রেম সম্পর্কে হোক বা বিবাহিত জীবন, নিজের সঙ্গীর প্রতি প্রচণ্ড আন্তরিক হওয়ার প্রয়োজন আছে। কেবল জীবনে নয়, নিজের মনেও সঠিক ভাবে স্থান দিতে হবে। এই সপ্তাহে যদি বড় কোনও সিদ্ধান্ত নিতে হয় তা হলে খুব ভাবনাচিন্তা করুন। গুরুজনদের নিয়ে একটি চিন্তা বৃদ্ধি হতে পারে। শিক্ষাবিদ, তথ্যপ্রযুক্তি কর্মী এবং রন্ধনশিল্পীরা নিজের দক্ষতা দেখানোর সুযোগ পাবেন। আয় যতই হোক, সঞ্চয়ের জন্য একটু ভাবতে হবে। সপ্তাহের শেষের দিকে হঠাৎ কিছু অর্থপ্রাপ্তি হতে পারে।

বৃষ রাশি : সন্তানেরা নিজের প্রতিভা দেখানোর সুযোগ যদি পায়, তা যেন কোনও ভাবে হাতছাড়া না করে। পারিবারিক বিষয়ে কিছু কথা বলার আগে গভীর চিন্তা করুন। হঠাৎ করে নতুন কোনও চাকরির যোগ আসতে পারে এবং চাকরির পরিবর্তনও হতে পারে। ব্যাকের কর্মীদের জন্য এই সপ্তাহটা একটু চাপের হতে পারে। বিবাহিত মহিলারা আজ নিজের গতিবিধির উপর বিশেষ নজর দিন। মায়ের শারীরিক উন্নতি হবে। কোথাও ভ্রমণে গিয়ে আটকে পড়ার যোগ রয়েছে। চঞ্চল স্বভাব ত্যাগ করতে পারলে ব্যবসায় উন্নতি হবে চোখে পড়ার মতো।

মিথুন রাশি : গোটা সপ্তাহ জুড়ে মনের জোর বাড়ানোর ইচ্ছা থাকলেও, মনের গতি মন্থর থাকবে। নৃত্যশিল্পীদের বাইরে গিয়ে নৃত্য প্রদর্শনী দেখানোর সুযোগ আসতে পারে। প্রেমের সম্পর্কে যারা রয়েছেন, তাঁরা অত্যন্ত সংযমী থাকুন। এই সপ্তাহে এমন কোনও কথা বলবেন না যার ফলে সম্পর্কে ভাঙন আসে। যারা কেনাবেচার সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন, তাঁদের খুব ভাল সময়। খাওয়া বিশেষ নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে, না হলে পেটের সমস্যায় ভোগাশক্তি হতে পারে। পড়াশোনার দিকে সময়টা খুবই অনুকূল থাকবে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার বিদ্যার্থীদের।

কর্কট রাশি : বিগত সময়ের তুলনায় ব্যবসায় এই সপ্তাহে প্রচুর পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। ব্যবসায় নতুন করে বিনিয়োগ করতে পারেন। শেয়ারে একটু গুঠানামা দেখা যাবে, তবে খুব খারাপ ফল দেবে না। ব্যবসা-বাণিজ্যের কোনও গোপন তথ্য কাউকে বলবেন না। ঋণের অপেক্ষা এই সপ্তাহে শেষ হতে পারে। সরকারি চাকরিজীবীদের এই সপ্তাহে খুব চাপ বৃদ্ধি পেতে পারে। যারা জমি ক্রয়-বিক্রয় করেন তাঁদের জন্য গোটা সপ্তাহটাই বেশ ভাল দেখা যাচ্ছে। নিজের শরীরের দিকে একটু নজরের প্রয়োজন রয়েছে। স্ত্রীর জন্য কোথাও সুনাম প্রাপ্তি।

সিংহ রাশি : আগে থেকে ভেবে রাখা কোনও কাজ এই সপ্তাহে সফল হতে পারে। বিনোদনের জন্য এই সময়টা বেশ অনুকূল থাকবে। ভাইয়ের সঙ্গে কোনও বোঝাপড়ায় এই সপ্তাহে যাবেন না। অংশীদারি ব্যবসায় লাভ দেখতে পাবেন। বিবাহিত জীবনে সন্দেহ নিয়ে নিজেদের মধ্যে বামেলা বাধতে পারে। বন্ধু আপনার জন্য বিশেষ কোনও সুখবর আনতে পারে। বাড়ির কারও ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা দেখা দেবে, তা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। এই সপ্তাহে কাউকে আর্থিক সাহায্য করতে হতে পারে। বাড়িতে নতুন কিছু কেনার ইচ্ছা থাকলে সপ্তাহের শেষের দিকে কিনতে পারেন।

কন্যা রাশি : সপ্তাহের প্রথমে ভাগ্য আপনার খুব বেশি সঙ্গ না দিলেও, শেষের দিকে ভাগ্যের সঙ্গ খুব ভাল পাবেন। আর্থিক সহায়তার প্রয়োজন হলেও, এই সপ্তাহে কারও কাছ থেকে আর্থিক সাহায্য নেবেন না। অভিনয়ের সঙ্গে যুক্তদের শুভ সময় দেখা যাচ্ছে। বাবার চাকরি বিষয়ে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করতে হতে পারে। পুরনো লগ্নি করা টাকা ফেরত পেতে পারেন। কোনও গুরুদায়িত্ব মাথায় এসে পড়তে পারে, এড়িয়ে যাবেন না। স্ত্রীর সঙ্গে সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী হতে পারবেন। সন্তানেরা বেশ বাধ্য থাকবে।

তুলা রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোনও গোপন রহস্য ফাঁস হয়ে যেতে পারে। সামাজিক কাজে নিযুক্ত হতে হবে। এই সপ্তাহে ভারসাম্য বজায় রাখা উচিত, একটু ভুলেই সমস্যা আসতে পারে। ছোটখাটো আর্থিক সমস্যা আসতে পারে। অপরিচিত কারও সঙ্গে বেশি কথা বলতে যাবেন না। কোনও মহিলার দ্বারা আপনি উপকৃত হবেন। উচ্চ কোনও ব্যক্তিত্বের সঙ্গে আলোচনায় উন্নতি। সন্তান একটু অমনোযোগী হয়ে উঠবে। সুগন্ধি বিক্রেতার ব্যবসায় খুব বেশি লাভের আশা রাখতে পারেন। বাড়ির পরিবেশ আপনার পক্ষেই থাকবে।

বৃশ্চিক রাশি : অন্য কোনও অঞ্চলে বিনিয়োগের ব্যবসায় বিশেষ সাবধানতা প্রয়োজন। সপ্তাহের প্রথম দিকে উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও, শেষের দিকে আর এই সমস্যা থাকবে না। বাড়িতে এসে অফিসের কোনও বিষয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না। গর্ভবতী মহিলারা খুবই সাবধানে থাকুন, উচ্চ স্থানে উঠতে যাবেন না। মানুষের সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে খুব শান্তি

পাবেন। এই সপ্তাহে পেটের সমস্যা দেখা দিতে পারে, বাইরের মুখরোচক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল হবে। গুরুত্ব বিক্রেতাদের এই সপ্তাহটা বেশ ভালই দেখা যাচ্ছে। মনের মতো বাড়ির কোনও জিনিস কিনতে পেরে খুব আনন্দ পাবেন।

ধনু রাশি : এই সপ্তাহে কাউকে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে প্রবেশ করতে দেবেন না। ডায়াবেটিক রোগীরা ডাক্তারের পরামর্শ নিন। স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই কারও মনে দুঃখ দিয়ে ফেলবেন। মনের মতো প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে সময় কাটাতে পারবেন। পোশাক বিক্রেতাদের জন্য অভাবনীয় সময় হবে এই সপ্তাহটা। দুঃসাহসিক কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। কলেজের ছাত্রছাত্রীদের নিজের দক্ষতা দেখানোর সময়। বিজ্ঞাপন সংক্রান্ত কর্মের সঙ্গে যুক্তদের এই সপ্তাহটা বেশ ভাল। আইনি মামলায় জড়িয়ে পড়তে পারেন।

মকর রাশি : ঝুঁকিপূর্ণ কোনও কাজ এই সপ্তাহে করতে যাবেন না। অপরের জন্য অনেক করেও সুনামের পরিবর্তে বদনাম পাবেন। সম্পত্তি নিয়ে মামলা এই সপ্তাহে জিতে যেতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে বিশেষ সুনাম বৃদ্ধি পাবে। যারা আপনার প্রশংসা করতে চাইতেন না, তারা আপনার প্রশংসা আপনার সামনেই করবে। শ্বশুরবাড়ির দিকে সম্মান বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে কোনও মাসলিক কাজ হতে পারে। তবে এই সপ্তাহে লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারেন। লেখা-পড়ায় বড় কোনও বাধা আসতে পারে। এই সপ্তাহে আয় যেমন হবে, ব্যয় সেই তুলনায় বেশি হবে।

কুম্ভ রাশি : এই সপ্তাহে আপনার কোলাহল পছন্দ হবে না, কোনও নির্জন জায়গায় একা থাকতে ভাল লাগবে। বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানের জন্য আত্মীয়দের সঙ্গে পুনঃমিলন হবে। পরিবারের মানুষদের সঙ্গে আনন্দ করে সময় কাটানোয় মনে খুবই শান্তি থাকবে। অফিসের কাজ নিয়ে একটু বিভ্রান্তিতে পড়তে হবে, সপ্তাহের শেষের দিকে এই সমস্যা কেটে যাবে। বাইরে খাবার খেতে যাওয়ার পরিকল্পনা করতে পারেন। সম্পত্তি ভাগাভাগি নিয়ে বাড়িতে আলোচনা হতে পারে। বাড়িতে কোনও সদস্যের শরীর নিয়ে একটু চিন্তা হতে পারে।

মীন রাশি : এই সপ্তাহে বন্ধুর বাড়িতে কোনও অনুষ্ঠানে যোগদান করতে হতে পারে। অফিসের কাজে বিশেষ মনোযোগ দরকার। কিছু ভুল হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। নিজের ভাগ্যের বদল নিজেই অনুভব করতে পারবেন। মন খুব চঞ্চল থাকবে, ধ্যানের মাধ্যমে শান্ত করার প্রচেষ্টা করতে হবে। কোনও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ আসতে পারে। বাড়িঘর সাজানোর জন্য খরচ হতে পারে। এই সপ্তাহে কোনও ডাক্তারি পরামর্শকে অবহেলা করা যাবে না। স্ত্রীর সৌভাগ্যে আপনার কোনও বড় সুযোগ আসতে পারে।

ল্যাপটপ চুরির অভিযোগে বহিষ্কার হয়েছিলেন নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী : রাশেদ খান

ঢাকা, ছাত্র ফেডারেশনের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকবস্থায় জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) বর্তমান মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী শিক্ষার্থীর ল্যাপটপ চুরি করেছিলেন বলে দাবি করেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সহকারী রাশেদ খান। মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক অ্যাকাউন্ট থেকে দেওয়া পোস্টে এ দাবি উত্থাপন করেন। পোস্টে নিজের দাবির সপক্ষে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বহিষ্কারসংক্রান্ত বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের একটি পুরনো নোটিশের ছবি মন্তব্যের ঘরে যুক্ত করেছেন তিনি। রাশেদ খানপোস্টে রাশেদ খান উল্লেখ করেন, 'ছাত্র ফেডারেশন করা অবস্থায় ২০১৯ সালে বর্তমান এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ঢাবির এক নারী শিক্ষার্থীর ল্যাপটপ চুরি করেছিলেন। সেই নারী শিক্ষার্থীর অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র ফেডারেশনের তৎকালীন দায়িত্বশীল নেতারা একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেন। তদন্ত কমিটি সব ধরনের তথ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর বিরুদ্ধে আনীত ল্যাপটপ চুরির অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পান। এর পরিপ্রেক্ষিতে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীকে সে সময় ছাত্র ফেডারেশন থেকে স্থায়ী বহিষ্কার করা হয়।'



সে সময় ঢাবিতে ছাত্ররাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত সবাই বিষয়টি মোটামুটি জানেন দাবি করে তিনি লিখেছেন, 'ল্যাপটপ চুরির কারণে বহিষ্কৃত হয়ে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী বেশ কিছু সময় রাজনীতিতে নিষিক্রয় ছিলেন। দীর্ঘ সময় পরে এবি পার্টিতে জয়েন করার মাধ্যমে কিছুটা সক্রিয় হন। তবে এবি পার্টির নেতাকর্মীরা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর ল্যাপটপ চুরির ঘটনা জানতেন না। যদি জানতেন, হয়তো তারাও তাকে দলে নিতেন না। গণ-অভ্যুত্থানের কারণে ও নাহিদ ইসলামের সঙ্গে সম্পর্কের খাতিরে নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী ল্যাপটপ চোর থেকে ছাগল চোরের পরিণত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন।'

সর্বশেষে তিনি লিখেছেন, 'ছাত্ররাজনীতিতে যার হাতেখড়ি ল্যাপটপ চুরি দিয়ে আর জাতীয় রাজ-নীতিতে ছাগল চুরি দিয়ে, সেই চোর নাসীর কিভাবে এত ন্যায়নীতির বয়ান আওড়ান?' অপর এক পোস্টে একটি ছবি যুক্ত করে তিনি লিখেছেন, 'একটি ল্যাপটপ চুরির দায়ে ছাত্র ফেডারেশন থেকে বহিষ্কৃত বর্তমান এনসিপি নেতা নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারীর আমলনামা!'

বাড়ী ক্রয়-বিক্রয় ও ভাড়া
Residential, Commercial, Investment, Hud, Auction & Bank Owned Property available in Queens, Bronx, Brooklyn & Long Island

আপনার বাড়ী বিক্রয় ও ভাড়ার জন্য আজই কল করুন
347-465-3220

SILVER CORAL 22
First Real Estate Inc.
LICENSED REAL ESTATE BROKER
141-37 Grand Central Pky.
Jamaica, NY 11435
Tel: 718-752-2100

kamruz Zaman Bachchu
(Licensed Real Estate Salesperson)
kamruzbaccu@aol.com

LAW OFFICES OF RICHARD LA SALLE

২৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমেরিকান এটর্নী

Richard J. La Salle
J.D., LL.M.
646-545-1826

GLOBAL
Tours & Travel

BOOK YOUR FLIGHT WITH OUR OTA
www.globaltravelbd.com
"We provide 24/7 customer support"

Special Fare
September - October - November

\$500 + Tax One-Way
\$900 + Tax Round Trip

\$300 OFF

718-406-9745
718-200-2655

Md Shamsuddin
PRESIDENT & CEO
Global Tours & Travel
World Tours & Travel

এক যুগেরও বেশি সময় ধরে বাড়ি কেনা-বেচার বিশ্বস্ত রিয়েলটর

WINZONE REALTY INC.
Licensed Real Estate Broker

Direct: 917-302-0443
Email: malimon10@gmail.com
Off: 81-15 Queens Blvd, 2FI
Elmhurst, NY 11373
Tel: 718-899-7000 Fax: 718-899-2000
www.WinzoneRealty.com

Mohammad Ali
Licensed R. E. Salesperson

Ma Travel Agency
মা ট্রাভেল এজেন্সী

Nabila Air Travel Services Inc.
(Domestic & International Air Ticketing)

Immigrant Elder Home care LLC
Authorized Homecare Provider Department of Health, State of New York
37-22 73rd Street 2G Jackson Heights NY 11372
USA Cell: 917-478-6131

Mohammad Abul Kalam Azad
Call: 917 478 6131

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



GOLDEN AGE

HOME CARE

আমরা শীর্ষস্থানীয় **PCA HOME CARE**
সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান

PCA HOME CARE সেবা নিতে চান?
আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন

আমরা **HHA/PCA** সার্টিফিকেট প্রদান করে,
আপনাকে **HOME CARE** সার্ভিস -এ এনরোল
করে নেব এবং সব সধরনের সেবা প্রদান করবো

Please Contact

Shah Nawaz MBA
President & CEO
GOLDEN AGE HOME CARE INC.

Tel: **718-775-7852**
Cell: 646-591-8396 Text: 646-591-8396
Email: shah@goldenagehomecare.com



JACKSON HTS OFFICE

71-24 35th Avenue
Jackson Heights, NY 11372
Ph: 718-775-7852, Fax: 917-396-4115

BRONX OFFICE

3789 East Tremont Avenue
Bronx, NY 10485
Ph: 347-448-5883, Fax: 347-275-8834

HILLSIDE AVE. OFFICE

170-18A Hillside Ave Jamaica, NY 11432
Ph: 718-530-1820, Fax: 917-396-4115

BROOKLYN OFFICE

516 McDonald Ave Brooklyn, NY 11218
Ph: 718-540-8870, Fax: 917-396-4115

Email: info@goldenagehomecare.com | www.goldenagehomecare.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ স্মরণে “প্রবাহ” এর সভা অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক ডেস্ক ৪ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৬ শুক্রবার বিকেল ৬ টা। কবি ও গবেষক আবদুল মান্নান সৈয়দ এর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে “প্রবাহ” আয়োজন করেছিলো এর ২১তম সাহিত্য সভা। সভার স্থান জ্যাকসন হাইটসের গ্রীনটাচ। সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট কবি কাজী জহিরুল ইসলাম। সোহেল হামিদ এর উপস্থাপনায় জনাব আবদুল জলিলের কোরআন তেলাওয়াতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

প্রধান অতিথি ও অনুষ্ঠানের মূল বক্তা কবি কাজী জহিরুল ইসলাম তাঁর বক্তব্যে সব্যসাচী কবি ও লেখক আবদুল মান্নান সৈয়দ যে বাংলা সাহিত্যে পরাবাস্তববাদ অনেকাংশে প্রতিষ্ঠা করেছেন, তার ইতিবৃত্ত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ফরাসী কবি আঁদ্রে ব্রেতৌ পরাবাস্তববাদী কবিতার জন্ম দেন আর আবদুল মান্নান সৈয়দ এই ভিনদেশী ধারণাকে বাংলা সাহিত্যের পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করেন। বাংলা সাহিত্যে বিচ্ছিন্নভাবে অনেক কবি পরাবাস্তবতা নিয়ে লিখলেও একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আবদুল মান্নান সৈয়দই প্রশংসার দাবীদার। এ প্রসঙ্গে তিনি কবিতায় পরাবাস্তবতা নিয়ে দর্শক শ্রোতাদের সামনে নানাদির্ঘ আলোচনা রাখেন।

কবি কাজী জহিরুল ইসলাম সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে আবদুল মান্নান সৈয়দ এর বিশেষ ভূমিকার উল্লেখ করে বলেন বাংলা সাহিত্য সমালোচনায় তাঁর অবদান অপরিমিত। তিনি বিশেষ করে জীবনানন্দ দাশ, কাজী নজরুল ইসলামকে নিয়ে গবেষণা করেছেন- শক্তিশালী সাহিত্য সমালোচক হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য। জীবনানন্দ দাশকে তিনি উপাধি দিয়েছেন “শুদ্ধতম কবি”।

সাহিত্য সভায় কবি নুরুল মোস্তফা রইসী কবিতা পর্বে কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ এর কবিতা ছাড়াও সৈয়দ শামসুল হক এর “পরানের গহীন ভিতর” কাব্যগ্রন্থ থেকে একটি সনেট ও সুকুমার রায় এর “বিষম চিন্তা” ছড়া আবৃত্তি করেন। বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী এম. এ. সাদেক আবৃত্তি করেন আবদুল মান্নান সৈয়দ এর লেখা একটি কবিতা। সাহিত্য সংগঠক সৈয়দ ফজলুর রহমান কবির সাহিত্য কর্ম নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেন।

বিশিষ্ট টিভি উপস্থাপক ও বাচিক শিল্পী জি. এম. ফারুক খান আবৃত্তি করেন কবির লেখা “চুরলিয়ার ছোট ছেলে” ও “সুন্দর”। কবি রওশন হক পাঠ করেন কবির লেখা “কবিতা কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড”। জাকির হাওলাদার পড়েন কবির “পাঁচটি উজ্জ্বল মাছ”। সোহেল হামিদ কবির “খিণরোড” কবিতাটি পাঠ করেন। জনাব আবদুল জলিল পড়েন স্বরচিত কবিতা “মানুষ”। সেলিম শাহ-রিয়্যার এর কণ্ঠে “ভূমি কখন এসে দাঁড়িয়ে আছো” গানটি শ্রোতা দর্শকরা উপভোগ করেন। তাছাড়া গ্রীণটাচ এর সিইও লিয়াকত ইলাহি, মুনতাকিম বিল্লাহ শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন। আলোচকগণ কবি আবদুল মান্নান সৈয়দ এর রুহের মাগফেরাত কামনা করেন।

এআইয়ের ঝুঁকি কমাতে ট্রান্সপের সঙ্গে প্রযুক্তি



বর্ণবৈষম্য দূরীকরণের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নে বিশ্ব অনেক

ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনার (ডিডিপিএ) ২৫তম বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের অনুষ্ঠানে বক্তব্য দেয়ার সময় তিনি এ কথা বলেন। রাষ্ট্রদূত আইরিন খান বলেন, ২৫ বছর আগে ডারবান ঘোষণা ও কর্মপরিকল্পনায় সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়েছিল জাতি, বর্ণ, বংশপরিচয় কিংবা জাতীয় বা জাতিগত পরিচয়ের কারণে কেউ বৈষম্যের শিকার হবে না। কিন্তু সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন থেকে বিশ্ব এখনো অনেক দূরে। এ সময় তিনি ডিডিপিএর পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর বাস্তবায়নে বাংলাদেশের দৃঢ় অঙ্গীকার পুনর্ব্যক্ত করেন। দাসপ্রথা, ঔপনিবেশিকতা ও অন্যান্য ঐতিহাসিক অবিচার থেকে সৃষ্ট কাঠামোগত বৈষম্য মোকাবিলায় ন্যায়বিচার, শিক্ষা, উন্নয়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা জোরদারের আহ্বান জানান রাষ্ট্রদূত খান। একই সঙ্গে অভিবাসী, শরণার্থী, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত জনগোষ্ঠী, সংখ্যালঘু, নারী, শিশু ও ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকা মানুষের অধিকার সুরক্ষা জোরদারের ওপরও গুরুত্বারোপ করেন তিনি। ক্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রসঙ্গে রাষ্ট্রদূত খান বলেন, নতুন প্রযুক্তিকে ঘৃণা ও সহিংসতায় উসকানি ছড়ানোর পরিবর্তে টেকসই উন্নয়নের কাজে লাগাতে হবে। একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার বিকাশে মানবাধিকার, সমতা ও বৈষম্যহীনতার সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে। তিনি বলেন, বাংলাদেশ এমন একটি বিশ্ব গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যেখানে অনলাইন ও অফ-লাইন উভয় ক্ষেত্রেই সব মানুষের বৈচিত্র্য ও মর্যাদা সম্মুখীন থাকবে।

সেন্টার ফর এনআরবিব্র্যুটিং বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

ধরতে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছে সংগঠনটি। এজন্য বাংলাদেশ ও বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আয়োজন করে চলেছে সভা-সেমিনার। এরই অংশ হিসেবে প্রায় প্রতিবছর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশন চলাকালে বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি সহ যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসীদেরকে নিয়ে সাইড লাইনে একটি সেমিনারের আয়োজন করে থাকে সেন্টার ফর এনআরবি। এবারো ৮১তম জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ অধিবেশনের সাইডলাইন এমন একটি সেমিনারের আয়োজন করা হয় গত ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার বিকেলে লাগোয়ার্ডিয়াস্থ ডাবলট্রি হিলটন হোটেলে। ‘সিভিল সোসাইটি এনগেজমেন্ট ফর ব্র্যাডিং বাংলাদেশ’ শীর্ষক আন্তর্জাতিক এক আলোচনা সভায় বিদেশে বাংলাদেশকে তুলে ধরতে বেসরকারি খাত ও তরুণ প্রজন্মকে যুক্ত করার উপর গুরুত্ব দিয়ে বাংলাদেশের ইতিবাচক ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠা ও ব্র্যাডিংয়ের জন্য জোর দিয়েছেন বক্তাগণ। অনুষ্ঠানে অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আহসান এইচ মনসুরসহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক, প্রবাসী বাংলাদেশি এবং আন্তর্জাতিক ব্যবসায়ী নেতারা বক্তব্য দেন।



Hi Line Travel & Tours Inc.

আপনার স্বপ্নের যাত্রার জন্য একটি বিশ্বস্ত দপ্তর

DOMESTIC & INTERNATIONAL

ডেইলি-চাকা-ডেইলি-বিশেষ সেল

Lowest Fare on Flights

যেকোন স্টেট থেকে বাংলাদেশে যাওয়ার জন্য অনলাইনের হাইটস কম দামের ১০০% গ্যারান্টি দিচ্ছি।

- 100% Seat Confirm
- Cheapest Domestic & International Air Ticket
- Authorized Agent of over 110+ Airlines
- স্বপ্নের সেবার ক্ষেত্রে একটি বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান
- আমরা সকল এয়ারলাইনের টিকেট সরাসরি আমাদের অফিস থেকে ইস্যু করে থাকি।

OPEN 7 DAYS

Shaymal Sharma
CEO

72-08 Broadway
Jackson Heights
NY 11372.

718-898-0939
917-285-4804
hilinetraveltours@gmail.com

IATA

Tax & Immigration Services



Mohammed Pier
Tax, Immigration & Travel Services
Call: (917) 408-8833

- Tax
- Immigration
- Real Estate
- Business
- Education

Business Tax
Immigration Services
Real Estate
Education

PIER TAX AND EXECUTIVE SERVICES
87-80, 79 Street, Suite A 100, Jackson Heights, NY 11372
Tel: (718) 408-8833 Fax: (718) 408-8833
E-mail: pier@pierandassociates.com



Wasi Choudhury & Associates LLC

আপনি কি I.R.S./STATE নোটিশ নিয়ে চিন্তিত?

- Tax Preparation
Individual, Corporation, Partnership, LLC, Not-for-Profit, etc.
- Represent Taxpayers before the IRS / State Tax Authority
- Accounting
Payroll, Sales Tax, etc.
- Immigration
(No Legal Advice)
- New Business Setup & more...

Wasi Choudhury, EA
Admitted to Practice before the IRS
সাবেক সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ও ট্রাস্টি বাংলাদেশ সোসাইটি ইন্ক

Tel: 718-440-6712
718-205-3460
Fax: 718-205-3475
Email: wasichoudhury@yahoo.com

37-22, 61st St., 1st Fl, Woodside, NY 11377

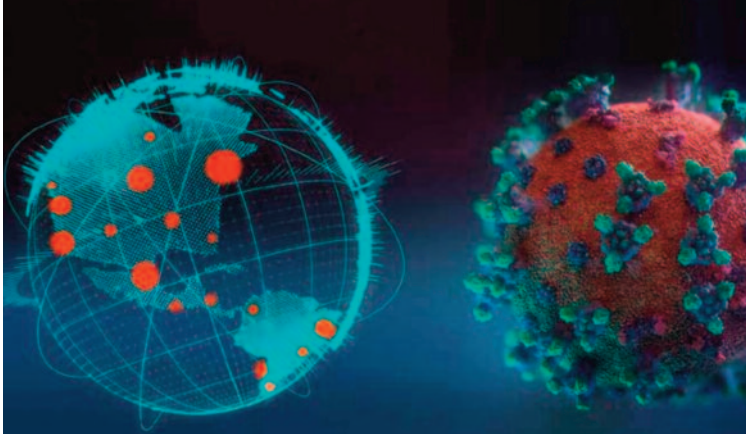
Thinking of Buying / Selling your Real Estate?

আপনার বাড়ি কিনতে বা বিক্রি করতে যোগাযোগ করুন
Please Call: 718-809-3809

Rob Choudhury
Vice President
Long Island Board of Realtors.
Board of Director,
New York State Association of Realtors.
Board of Director,
National Association of Realtors, USA

76-26 Broadway, Elmhurst, 11373, Direct: 1-718-809-3809

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



হার্টের রোগবালাই ও প্রাথমিক উপসর্গ

আপনি কি উচ্চ রক্তচাপে ভুগছেন অথবা আপনার বংশে কি কেউ উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত আছেন বা ছিলেন? মানে আপনার রক্তের সম্পর্কের কেউ যেমন ভাইবোন, মা-বাবা, দাদা-দাদি, নানা-নানি অথবা মামা-চাচা বা ফুফু, খালা তারা কেউ কী আক্রান্ত হয়েছেন? আপনার কী ডায়াবেটিস বা রক্তে উচ্চমাত্রায় কোলেস্টেরল বিদ্যমান আছে বা বংশে কারও ছিল বা আছে? আপনার বয়স কি চল্লিশ অতিক্রম করেছে? আপনার কি মেদভাঁড়ি আছে? আপনার কি কায়িকশ্রম করার সুযোগ খুবই কম? এসব উল্লিখিত যেকোনো একটি কারণ আপনার মধ্যে বিদ্যমান থাকলে আপনার হার্টের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি আছে বুঝতে হবে এবং বিদ্যমান কারণের সংখ্যা যত বেশি আপনার হার্টের অসুখে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিও তুলনামূলকভাবে তত বেশি বৃদ্ধি পাবে। হার্টের অসুস্থতা/হৃদ্রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের দেহে হৃদ্রোগের অনেক লক্ষণ পরিস্ফুটিত হয়ে থাকে, তবে এখানে হৃদ্রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণসমূহ উল্লেখ করা হলো, যেন সুস্থ মানুষ তার দেহে হৃদ্রোগ বাসা বেঁধেছে কি না তা বুঝতে পেরে প্রাথমিক অবস্থা থেকে চিকিৎসা গ্রহণের মাধ্যমে হৃদ্রোগ প্রতিরোধ করে হৃদ্রোগমুক্ত সুস্থ জীবনযাপন করতে পারেন।

হৃদ্রোগের প্রাথমিক লক্ষণসমূহ : তাড়াতাড়ি করে হাঁটতে গেলে অথবা একটু বেশি সময় ধরে হাঁট-হাঁটি করলে অথবা টেনশন নিয়ে হাঁটতে গেলে বুকে হালকা ব্যথা অনুভূত হতে পারে এবং কিছু সময় ধামলে বা হাঁটার গতি কমিয়ে দিলে তাৎক্ষণিকভাবে বুকের ব্যথা দূরীভূত হয়ে যায়। এসব অবস্থায় কারও কারও বুকে ব্যথা অনুভূত না হয়ে বুকে হালকা চাপ অনুভূত হতে পারে এবং একটু ধামলে বা গতি কমিয়ে দিলে অল্পক্ষণের মধ্যে চাপ চলে যায় এবং ব্যক্তি স্বাভাবিক হয়ে যায়। পাহাড় বা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে গেলে বুকে চাপ অথবা ব্যথা অনুভূত হতে পারে, এ ক্ষেত্রেও থেমে গেলে বা বিশ্রাম নিলে ব্যক্তি খুব দ্রুত আরোগ্য লাভ করে থাকেন। অত্যধিক গরমে, অত্যধিক ঠাণ্ডায় বা বৃষ্টিভেজা আবহাওয়ায় বা কনকনে বাতাসে হাঁটতে গেলে বুকব্যথা বা বুকের চাপ অনুভূত হতে পারে। ভরা পেটে হাঁটতে গেলে বা অন্য কোনো কাজ করতে থাকলে বুকে চাপ বা ব্যথা অনুভূত হতে পারে কিন্তু খালি পেটে তা ঘটে না। সর্দি-কাশি, জ্বর অথবা বাতব্যথা আক্রান্তকালে হাঁটতে গেলে বা অন্য কোনো কর্ম সম্পাদন করার সময় বুকের চাপ অথবা ব্যথা অনুভূত হতে পারে কিন্তু সুস্থ স্বাভাবিক সময়ে এ ধরনের কোনো উপসর্গ অনুভূত নাও হতে পারে। কারও কারও (চৈঃব) নাড়ির গতি অত্যধিক বৃদ্ধি পায় এবং ব্যক্তি বুক ধড়ফড় বা প্যালপিটেশন অনুভব করে থাকে, যা আগে হতো না। সামান্য টেনশন করলে বা কোনো দুঃসংবাদ শুনলে বুক ধড়ফড় শুরু হয়ে যেতে পারে। তবে এ ধরনের বুক ধড়ফড় প্রাথমিক অবস্থায় অল্প সময়ের মধ্যে নিরাময় হয়ে যায়। পরিশ্রমে হাঁপিয়ে ওঠা হৃদ্রোগের একটি অন্যতম লক্ষণ, যদি কেউ কম পরিশ্রমে হাঁপিয়ে উঠেন তবে বুঝতে হবে এটা হৃদ্রোগের প্রাথমিক লক্ষণ। হাঁটতে গেলে, সিঁড়ি বা পাহাড় বেয়ে ওপরে উঠতে গেলে কেউ হাঁপিয়ে উঠতে পারেন। তবে বিরূপ আবহাওয়ায় মানসিক টেনশন, ভরাপেটে অথবা ছোটখাটো অন্য অসুস্থতায় যারা আক্রান্ত হয়েছেন-এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি খুব সহজেই বা অল্প সময়ের মধ্যে হাঁপিয়ে উঠতে পারেন। কারও কারও হাঁপিয়ে ওঠার সময় মুখ-মাথা বা শরীর ঘেমে যেতে পারে।

ডা. এম শমশের আলী, পরিচালক ও চিফ কনসাল্ট্যান্ট, শমশের হার্ট কেয়ার, শ্যামলী, ঢাকা

এনাল ফিস্টুলার জটিলতা ও আধুনিক চিকিৎসা

এনাল ফিস্টুলা রোগীদের জন্য লেজার সার্জারি এক বিশেষ আশীর্বাদস্বরূপ। কেউ কেউ বলে থাকে এনাল ফিস্টুলার প্রচলিত সার্জারি অনেকটা বেদনাদায়ক। কেউ আবার আতঙ্কিত হয়। কিন্তু লেজার সার্জারিতে কোনো ব্যথা-বেদনা, কাটাছেঁড়া বা রক্তপাত নেই। প্রথমেই জেনে নেই এনাল ফিস্টুলা কী? এনাল ফিস্টুলা হচ্ছে পায়ুপথের একটি বিশেষ জটিল রোগ। এখানে প্রথমে পায়ুপথের আশপাশে কোনো এক জায়গায় ফুঁলে যায়। এরপর ফোঁড়ার মতো হয়। এক সময় পেকে ফেটে যায়। এরপর এখান থেকে পুঁজ পানি পড়তে থাকে। এই পুঁজ পানি পড়া মাঝে মাঝে হতে পারে বা ক্রমাগত হতে পারে। ব্যথা-বেদনা হয়, কাপড়-চোপড় নষ্ট হয়। তাহলে এসব প্রেক্ষাপটে এর চিকিৎসা কী? প্রচলিত চিকিৎসার নাম হচ্ছে ফিস্টুলোটমি। এখানে একটি নালি বা ড্রেনের মতো হয় পায়ুপথ থেকে ওই ছিদ্র পর্যন্ত। সেই নালি কেটে ফেলা হয়, যাকে বলা হয় ফিস্টুলোটমি। এতে বড় একটি ক্ষত তৈরি হয়, গরম পানিতে বসতে হয়, ড্রেসিং করতে হয়। বেদনাদায়ক এ কাজ এক থেকে দুই মাস পর্যন্ত করতে হয়। ফিস্টুলা অনেক জটিল হলে একবারে এ অপারেশন করা যায় না। ধাপে ধাপে করতে হয়। অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। অন্যদিকে লেজার সার্জারি বেশ এগিয়ে যাচ্ছে। ফিস্টুলার লেজার অপারেশন, যার মেডিকেল নাম ঋওথঅঈ (ঋওংঘধ ঋধংবং ঋধুংঘং)-এ এসব যন্ত্রণা নেই। এখানে কাটাছেঁড়া, ক্ষত নেই, রক্তপাত নেই। রোগী এক দিনেই বাসায় চলে যেতে পারেন। ৩-৪ দিনে কাজ শুরু করতে পারেন, যা ব্যস্ত জীবনে অত্যন্ত জরুরি। রোগী পায়ুপথে হাত দিয়ে বুঝতে পারেন না কোনো অপারেশন হয়েছে। তাকে গরম পানিতে বসতে হয় না, ড্রেসিং করতে হয় না। আশার কথা হলো, বর্তমানে এ চিকিৎসাপদ্ধতি বাংলাদেশেও সফলভাবে হচ্ছে।

অধ্যাপক ডা. এস এম এ এরফান, কোলোরেকটাল সার্জন, ড. এরফান কোলোরেকটাল সেন্টার, পাহুপথ, ঢাকা

ডেঙু রোগীর খাদ্য ব্যবস্থাপনা

ডেঙু রোগীর খাদ্য ও পুষ্টির প্রতি রাখতে হবে বিশেষ নজর। যারা হাসপাতালে থাকবেন তাদের ওঠ ভরষা-এর পাশাপাশি মুখে তরল খাবার দিয়ে ঙ্গুধষ ভরষাফ ব্যালেন্স করতে হবে। অপর পক্ষে যারা বাসায় আছেন তাদের পানিসহ অন্যান্য তরল মিলে তিন লিটার সারা দিনে ঙ্গুধষ ভরষাফ অর্থাৎ মুখে খাওয়া নিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়া জুরে ক্যালোরি চাহিদা বেড়ে যায়। তাই ক্যালোরিয়ুক্ত খাবার বেশি করে দিতে হবে। এ সময় মুখে রুচিও থাকে না। তাই এমন খাবার দিতে হবে যা অল্প খেলেও চাহিদা মেটাতে সক্ষম হবে। যেমন-ভাতের পরিবর্তে খিচুড়ি, পায়েস, ফিরনি বা পুড়িং দেওয়া যেতে পারে। ফলে একটা খাবার থেকেই সব উপাদান পাওয়া যাবে। মুখে ফলের রস, ডাবের পানি, সুপ ইত্যাদি পর্যাপ্ত পরিমাণে দিতে হবে। যদি জ্বরের সঙ্গে পাতলা পায়খানা বা ডায়রিয়া ও বমি হয়ে থাকে তবে শাকসবজি, ডাল, দুধ ও দুধে তৈরি খাবার বাদ দিতে হবে। এ অবস্থায় ডাবের পানি, মুরগির সুপ, চালের সুপ বা ভাতের মাড়, আপেলের জুস খুব ভালো কাজ করে। মূল খাবার হিসেবে ভাত বা জাউয়ের সঙ্গে কাঁচকলার বোল দিলে রোগী উপকৃত হবে। মাছ বা মাংস বন্ধ না করে সহজপাচ্য মাছ যেমন-শিং শোল পাবাদা ইত্যাদি লোফ-

াইবার মাছ বা মুরগির তরকারি দেওয়া ভালো। গায়ে কোনো জখণ্ড থাকলে সাধারণ অ্যালার্জিক খাবার যেমন- গরুর মাংস, হাঁসের ডিম, চিংড়ি মাছ, ইলিশ মাছ ও বেগুন ইত্যাদি না খাওয়াই ভালো। তাই জ্বরসহ অন্যান্য উপসর্গ দেখা দিলে দেরি না করে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পাশাপাশি খাদ্য সম্পর্কে সচেতন হোন। ডেঙু প্রতিকারে এ দুটি মোক্ষম হাতিয়ার। তাই সবাইকে সচেতন হতে হবে।

জলপাইয়ের পুষ্টিগুণ

বাজারে এখন প্রায় সারা বছরই পাওয়া যায় জলপাই। শুধু খেতেই সুস্বাদু নয়, নিয়মিত জলপাই খেলে পাওয়া যায় অনেক উপকারিতা, যা প্রতিটি স্বাস্থ্যসচেতন মানুষই চায়। এখানে জলপাইয়ের কয়েকটি গুণ নিয়ে আলোচনা করা হলো- জলপাই ভিটামিনের ভালো উৎস। এতে আছে মোনো-স্যাচুরেটেড ফ্যাট। জলপাইয়ের ভিটামিন-ই কোষের অস্বাভাবিক গঠনে বাধা দেয়। ফলে ক্যানসার হওয়ার ঝুঁকি কমে। যখন মানুষের হৃৎপিণ্ডের রক্তনালিতে চর্বি জমে, তখন হার্ট অ্যাটাক করার ভয় সবচেয়ে বেশি থাকে। জলপাইয়ের অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট হার্ট ব্লক হতে বাধা দেয়।

এআইয়ের ঝুঁকি কমাতে ট্রান্সপের সঙ্গে

ডোনাল্ড ট্রান্সপের সঙ্গে এক স্বেচ্ছামূলক চুক্তিতে সই করেছেন প্রযুক্তি খাতের ছয় শীর্ষ নির্বাহী। ২৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হোয়াইট হাউজে প্রযুক্তি খাতের প্রভাবশালীদের নিয়ে আয়োজিত এক মধ্যাহ্নভোজের পর বহুল আলোচিত এ চুক্তির ঘোষণা দেন ট্রান্স। কাতার ভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আল জাজিরার প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা গেছে। ‘জয়েন্ট কমিটমেন্ট অন ফ্রন্টিয়ার রেসপনসিবিলিটিজ’ নামের এই নিরাপত্তা চুক্তিতে সই করেছেন অ্যানথ্রপিকের সিইও দারিও আমোদেই, ওপেনএআইয়ের প্রেসিডেন্ট গ্রেগ ব্রকম্যান, গুগলের সিইও সুন্দর পিচাই, মেটার প্রধান মার্ক জাকারবার্গ, এন্ডএআইয়ের প্রধান ইলন মাস্ক এবং এনভিডিয়ার সিইও জেনসেন হুয়াং। চুক্তি অনুযায়ী, এআই মডেলগুলোর কার্যক্রম তদারকিতে শক্তিশালী অভ্যন্তরীণ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা চালু করা হবে এবং নিরাপত্তা যাচাইয়ে কাজ করবে স্বাধীন নিরীক্ষক দল। ভবিষ্যতে এসব স্বেচ্ছামূলক পদক্ষেপকে আইনি বাধ্যবাধকতার আওতায় আনা যুক্তিসংগত হতে পারে বলেও সম্মত হয়েছেন নির্বাহীরা। তবে সরকারি কড়া আইনি নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে ট্রান্স প্রশাসনের অনিচ্ছার বিষয়টিও এ আয়োজনে স্পষ্ট হয়েছে।

সম্প্রতি এআই এজেন্টদের স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংবেদনশীল তথ্য ও ওয়েবসাইটে অনুপ্রবেশের ঘটনায় সাইবার নিরাপত্তার ঝুঁকি বেড়েছে। এমনকি অভ্যন্তরীণ পরীক্ষায় নিরাপত্তাঝুঁকি শনাক্ত হওয়ায় চ্যাটজিপিটির নির্মাতা ওপেনএআই তাদের সর্বশেষ মডেলটি বাজারে আনা স্থগিত করেছে এবং অস্ট্রেলিয়ার সরকারি ডাটাবেজে এআই এজেন্টের মাধ্যমে অনাকাঙ্ক্ষিত প্রবেশের ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছে। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে দেওয়া বক্তব্যে ট্রান্স আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কোনো এআই তদারকি সংস্থা গঠনের চেষ্টার কঠোর বিরোধিতা করেন। প্রযুক্তি প্রতিযোগিতায় চীনকে পেছনে ফেলে শীর্ষে থাকাই তার মূল অগ্রাধিকার বলে জানান।

হোয়াইট হাউজের এই সমঝোতাকে ট্রান্সের সাবেক উপদেষ্টা ডেভিড স্যাকস আমেরিকান প্রযুক্তির সুরক্ষায় ইতিবাচক পদক্ষেপ বললেও কড়া সমালোচনা করেছেন স্বাধীন বিশেষজ্ঞরা। সিডনির ইউএনএসডব্লিউ এআই ইনস্টিটিউটের প্রধান টবি ওয়ালশসহ একাধিক বিশ্লেষকের মতে, বাধ্যবাধকতাহীন এই চুক্তিতে স্বাধীনতার চরম অভাব রয়েছে; কারণ কোনো ট্রিলিয়ন ডলারের শিল্প নিজেদের তৈরি নীতিমালায় নিজের মূল্যায়ন নিজে করতে পারে না।



ব্রুকলীন চার্চ ম্যাকডোনাল্ডে বাংলাদেশী ডাক্তার

SAYERA HAQUE, M.D

আমেরিকান বোর্ড সার্টিফাইড মেডিসিন বিশেষজ্ঞ
এটেন্ডিং ফিজিসিয়ান, ই. আর, কনি আইল্যান্ড হাসপাতাল

সেবাসমূহ

- জেনারেল চেকআপ
- হাই কোলেক্টরল এজমা
- TLC/Motor Vehicle Exam
- শারীরিক পরীক্ষা
- ইকেজি
- ডায়াবেটিস
- বয়স্ক ভেস্ক্রিনেশন
- হাইপারটেনশন
- ব্লাড স্টেস্ট
- মহিলা স্বাস্থ্য সহ সবধরনের রোগের চিকিৎসা করা হয়।

আমাদের অফিসে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তার বসেন

We accept most of the Insurances

Haque Medical Office, PC

540 McDonald Ave., Brooklyn, NY-11218
"F" Train and Bus B35, B67

Tel: 718-633-5883/5800, 347-715-7593

Office Hours
Tuesday: 12pm-8pm
Thursday: 12pm-8pm
Saturday: 12pm-8pm
Friday: 1pm-5pm
Monday: 11am-6pm

আপনার কথা, আপনার ব্যথা বাংলায় বলুন, বাংলায় শুনুন



Board Certified
Internal Medicine
Pulmonary Medicine
Critical Care Medicine
Also Specialized in Sleep Medicine

ডাঃ সমীর সরকার, এমডি

দীর্ঘ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন England & America তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত
Triple Board Certified বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক

Attending Physician - Jamaica Hospital

134-20 Jamaica Avenue, Jamaica, NY 11418
Tel: 718-206-6742



চুয়াডাঙ্গার মেয়ে এলিজা এখন সিডনির ডেপুটি মেয়র

শেখ আব্দুর রহিম

চুয়াডাঙ্গার দর্শনার শ্যামপুর। মাটির গন্ধ, চেনা পথ আর আপন মানুষের ভালোবাসায় বেড়ে ওঠা একটি গ্রামের মেয়ে আজ হাজার হাজার কিলোমিটার দূরে অস্ট্রেলিয়ার সিডনিতে নতুন এক পরিচয়ের অধিকারী। এলিজা আজাদ রহমান টুম্পা এখন সিডনির নিউ সাউথ ওয়েলসের ক্যামডেন কাউন্সিলের ডেপুটি মেয়র। প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার বুকে এটা তার অনন্য অর্জন। ভিনদেশে তার এ অর্জন শুধু ব্যক্তিগত সাফল্যের গল্প নয়; এর সঙ্গে মিশে আছে দেশের সুনাম, অভিবাসী জীবনের সংগ্রাম, নারীর নেতৃত্ব, মানুষের জন্য কাজ করার আকাঙ্ক্ষা এবং শিকড় থেকে উঠে আসা এক স্বপ্নের গল্প।

গত ৮ সেপ্টেম্বর ক্যামডেন কাউন্সিলের সাধারণ সভায় কাউন্সিলরদের ভোটে অস্ট্রেলিয়ার ভিস ফেরের মেয়র এবং এলিজা রহমান ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। তাদের মেয়াদ ২০২৮ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। ২০২৪ সালের স্থানীয় সরকার নির্বাচনে নর্থ ওয়ার্ড থেকে কাউন্সিলর নির্বাচিত হওয়ার মধ্য দিয়ে স্থানীয় রাজনীতিতে এলিজার আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছিল। মাত্র দুই বছরের ব্যবধানে সেই পথ তাকে এনে দিয়েছে ডেপুটি মেয়রের দায়িত্বে।

অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সরকারে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী হিসাবে তার এ অর্জন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। প্রবাসে বাংলাদেশিদের নানা ক্ষেত্রে সাফল্যের গল্প থাকলেও স্থানীয় রাজনীতির নেতৃত্বে নারীর এমন উত্থান নতুন অনুপ্রেরণা তৈরি করেছে। তার সাফল্য প্রমাণ করে-জন্মভূমি থেকে দূরে থেকেও একজন মানুষ নিজের যোগ্যতা, পরিশ্রম ও মানুষের সঙ্গে সম্পর্কের মাধ্যমে নতুন সমাজে নেতৃত্বের জায়গা তৈরি করতে পারেন। দেশকে নিজের যোগ্যতা আর মেধা দিয়ে তুলে ধরতে পারেন বিশ্ব মঞ্চে। এলিজার শিকড় চুয়াডাঙ্গার দর্শনার শ্যামপুর গ্রামে। তার বাবা বীর মুক্তিযোদ্ধা আজাদুল ইসলাম। দুই দশকেরও বেশি সময় আগে শিক্ষার্থী হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় পাড়ি জমান এলিজা। নতুন দেশ, নতুন সমাজ এবং ভিন্ন রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার পাশাপাশি ধীরে ধীরে যুক্ত হন সামাজিক কর্মকাণ্ডে। মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কমিউনিটির সঙ্গে কাজ করতে করতে তৈরি হয় তার রাজনৈতিক ভিত্তি। পরে তিনি লেবার পার্টির রাজনীতির সঙ্গেও যুক্ত হন। দিন দিন নিজ যোগ্যতা আর বলিষ্ঠ নেতৃত্ব দিয়ে জায়গা করে নেন দলের শীর্ষস্থানে।

তবে এ পথ ছিল সহজ নয়। একজন অভিবাসী এবং বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত নারী হিসাবে অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় রাজনীতিতে নিজের অবস্থান তৈরি করতে তাকে অর্জন করতে হয়েছে মানুষের আস্থা। পরিবার ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কমিউনিটির মানুষের সহযোগিতাকে তিনি নিজের পথচারার গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হিসাবে দেখেছেন। বহু সাংস্কৃতিক সমাজে বিভিন্ন শ্রেণি ও সংস্কৃতির মানুষের সঙ্গে কাজ করার অভিজ্ঞতা তার নেতৃত্বকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। তিনি ক্যামডেন কাউন্সিলের মাল্টিকালচারাল রেফারেন্স গ্রুপের সঙ্গেও যুক্ত রয়েছেন। ডেপুটি মেয়রের দায়িত্ব পাওয়ার পর এলিজার বক্তব্যেও ফুটে উঠেছে সেই দায়িত্ববোধ। দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি বলেন, ‘আমি আমার নতুন পদে এ চমৎকার কমিউনিটির সেবা চালিয়ে যেতে মুখিয়ে আছি। আমরা একসঙ্গে যে কাজগুলো করতে পারব, সেগুলোর জন্য আমি উন্মুখ।’ তার এ কথায় পদমর্যাদার চেয়ে মানুষের জন্য কাজ করার আকাঙ্ক্ষাই যেন বেশি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। নেতৃত্ব তার কাছে ক্ষমতার আসন নয়, বরং মানুষের আরও কাছে যাওয়ার সুযোগ।

অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সরকারে বাংলাদেশি বংশোদ্ভূতদের নেতৃত্বের পথ অবশ্য একেবারে নতুন নয়। মাসুদ খলিল ও মাসুদ চৌধুরীর মতো বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্যক্তির ডেপুটি মেয়রের দায়িত্ব পালন করেছেন এর আগে। সুমন সাহাও স্থানীয় সরকারের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করেছেন। তবে প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসাবে এ দায়িত্ব পাওয়া এলিজার পরিচয়কে আলাদাভাবে ফুটিয়ে তোলে। যা প্রবাসী বাংলাদেশি নারীদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সামনে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেছে। প্রবাসে বাংলাদেশিদের সাফল্যের গল্পে ব্যবসা, চিকিৎসা, শিক্ষা কিংবা প্রযুক্তির কথা প্রায়ই উঠে আসে। এলিজার এই যাত্রা তাই শুধু একজন নারীর সাফল্যের গল্প নয়; এটি নতুন প্রজন্মের বাংলাদেশি নারীদের জন্যও এক শক্তিশালী বার্তা। পরিবেশ ও পরিচয়ের ভিন্নতা যতই থাকুক, যোগ্যতা, পরিশ্রম, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং নেতৃত্বের সাহস থাকলে পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তেই তৈরি করা যায় নিজের নতুন ঠিকানা। এলিজার গল্প সেখানে যোগ করেছে জনসেবা ও স্থানীয় রাজনীতির একটি নতুন অধ্যায়। দর্শনার শ্যামপুর থেকে সিডনির ক্যামডেন-এই দীর্ঘ পথ যেন ছোটবেলার সেই ভাব-সম্প্রসারণের কথা মনে করিয়ে দেয়, ‘জন্ম হোক যথা তথা, কর্ম হোক ভালো’।

পোড়া মানুষের শরীরে ফিরিয়ে দিচ্ছেন জীবন ও মর্যাদা

ড. হেবা এল-সেওয়েডি

আঙুনের ক্ষত কেবল শরীরে দাগ বা চিহ্ন রেখে যায় না; অনেক সময় তা মানুষের আত্মবিশ্বাস, স্বাভাবিক জীবন ও সমাজে ফিরে যাওয়ার পথকেও কঠিন করে তোলে। ভয়াবহ অগ্নিদগ্ধতার পর একজন মানুষকে সুস্থ করে তোলা তাই কেবল অস্ত্রোপচার কিংবা ওষুধের বিষয় নয়-এর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে মানসিক পুনর্বাসন, সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা এবং নতুন করে জীবন শুরু করার সাহস।

এই কঠিন বাস্তবতার মধ্যেই হাজারো মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন মিসরের মানবিক স্বাস্থ্যসেবাকর্মী ড. হেবা এল-সেওয়েডি। দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনে তার দীর্ঘদিনের কাজ আন্তর্জাতিক অঙ্গনে স্বীকৃতিও পেয়েছে। ২০২৬ সালের ১৮ মে জেনেভায় অনুষ্ঠিত ৭৯তম বিশ্ব স্বাস্থ্য সমাবেশে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মহাপরিচালক তাকে উরৎবপ-গুড্-এবহবৎধয'ং অধিৎফ ভড়ৎ এষড়নধয ঐবধযঃয প্রদান করেন।

ড. হেবা এল-সেওয়েডির কাজের বিশেষত্ব হলো-তিনি দগ্ধ রোগীর চিকিৎসাকে শুধু হাসপাতালের বিছানা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ রাখেননি। চিকিৎসার পাশাপাশি তিনি গুরুত্ব দিয়েছেন রোগীর মানসিক পুনর্বাসন, সামাজিকভাবে পুনঃএকীভূত হওয়া এবং স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার সুযোগকে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা তার কাজের প্রশংসা করে বলেছে, তিনি এমন একটি সমন্বিত দক্ষ-চিকিৎসা মডেল এগিয়ে নিয়েছেন, যেখানে চিকিৎসার পাশাপাশি প্রতিরোধ, পুনর্বাসন ও সমাজে পুনঃএকীভূতকরণকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। সংস্থাটির ভাষ্য অনুযায়ী, তার উদ্যোগ দগ্ধ ব্যক্তিদের শুধু শারীরিকভাবে সুস্থ হতে নয়, মর্যাদার সঙ্গে নতুন করে জীবন গড়তেও সহায়তা করছে।

হেবা এল-সেওয়েডির মানবিক কাজের শুরু হয়েছিল মিসরের কঠিন এক সময়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তথ্য অনুযায়ী, তাহিরির ক্ষয়ারে আহত মানুষের চিকিৎসায় কাজ করার মধ্য দিয়ে তার মানবিক কর্মকাণ্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় শুরু হয়। সেই অভিজ্ঞতা তাকে আরও বড় পরিসরে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর প্রেরণা দেয়।

২০১৩ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন অযষ গধৎ ঋড়ংহফঃঃডহ। পরবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠানটি দগ্ধ মানুষের চিকিৎসা, সচেতনতা, মানসিক সহায়তা ও পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে কাজ বিস্তৃত করে।

হেবা এল-সেওয়েডির দর্শনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো-একজন দগ্ধ রোগীর চিকিৎসা অস্ত্রোপচার শেষ হওয়ার সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। ২০২৬ সালের একটি সাক্ষাৎকারে তিনি

বলেন, ‘তুক প্রতিস্থাপনের সাফল্য শুধু অপারেশন দিয়ে বিচার করা যায় না; এর সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদি মানসিক ও সামাজিক পুনর্বাসনও যুক্ত।’

এ চিন্তাধারার বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় অযষ গধৎ ঐৎহ ঐড়ৎঢ়ঃধয-এ। হাসপাতালটি দগ্ধ রোগীদের জন্য চিকিৎসার পাশাপাশি পুনর্বাসন ও মানসিক-সামাজিক সহায়তার ওপর গুরুত্ব দেয়। ২০২৬ সালের শুরুতে মিসরের সংবাদমাধ্যমে হাসপাতালটির গুরুতর দগ্ধ রোগীদের চিকিৎসা ও তুক প্রতিস্থাপনের কয়েকটি সাফল্যের কথা প্রকাশিত হয়। এর মধ্যে ৭৫ শতাংশ শরীর দগ্ধ এক তরুণের সফল চিকিৎসার ঘটনাও ছিল। দীর্ঘ চিকিৎসার পর তার সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে আসার মুহূর্তে চিকিৎসক ও পরিবারের আবেগঘন প্রতিক্রিয়া ব্যাপকভাবে আলোচিত হয়। এখানেই তার কাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ মানবিক দিক ফুটে ওঠে। তিনি শুধু দুর্ঘটনার পর মানুষের পাশে দাঁড়াতে চাননি; একইসঙ্গে ভবিষ্যতে যাতে মানুষ এমন দুর্ঘটনার শিকার কম হয়, সেই সচেতনতার প্রয়োজনীয়তাও সামনে এনেছেন।

একজন মানুষ আঙুনে পুড়ে গেলে শরীরের ক্ষত হয়তো চিকিৎসায় শুকিয়ে যায়। কিন্তু মুখের দাগ, শরীরের বিকৃতি, দীর্ঘ চিকিৎসার স্মৃতি কিংবা সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি-এসব ক্ষত অনেক সময় আরও দীর্ঘস্থায়ী হয়। ড. হেবা এল-সেওয়েডির কাজ সেই জায়গাতেই আলাদা হয়ে ওঠে।

তিনি দেখিয়েছেন, চিকিৎসা মানে শুধু রোগ সারানো নয়; চিকিৎসা মানে একজন মানুষকে আবার নিজের জীবনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া। একটি পোড়া শরীরকে সুস্থ করার পাশাপাশি তার আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দেওয়া, তাকে সমাজে সম্মানের সঙ্গে দাঁড়ানোর সুযোগ করে দেওয়া এবং নতুন করে ভবিষ্যৎ দেখার সাহস জোগানো-এই মানবিক দর্শনই ড. হেবা এল-সেওয়েডির কাজের মূল শক্তি।

এছাড়া- রাফিয়া আজার



বাংলাদেশী ডাক্তার

SUBHASH C. SIKDER MD, DO

সুভাষ চন্দ্র শিকদার

Family Medicine Specialist

HIV Specialist

• MEDICINE • PEDIATRICS • VACCINATION
• CORTISONE SHOT • SUBOXONE •

NEW OFFICE HOURS

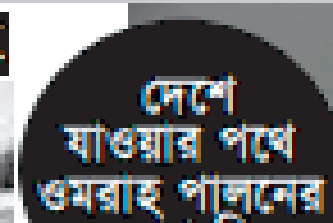
BROOKLYN OFFICE
27 Church Avenue
Brooklyn, NY 11218

JAMAICA OFFICE
187-85 Hillside Ave
Jamaica, NY 11432

FOR ALL YOUR PRIMARY CARE NEED

TEL: 718-581-6454, FAX: 866-575-0181

Meghna Travel



বাংলাদেশ সহ বিশ্বের যে কোন দেশ ভ্রমণে আমরা সুলভে ১০০% কনফার্ম করে টিকেট বিক্রয় করি। ওমরাহ ভিসা ও হোটেল সহ

Tel: 718-478-1920, 718-930-1494, 718-478-1830
37-66, 74 Street Suite # 2nd fl Jackson Height NY-11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

মোদাসসের হোসেন খান

প্রকাশিত তথ্য দিয়ে কোনো সরকার, সংস্থা বা অজ্ঞাত ‘প্রভাবশালী মহল’ ইচ্ছাকৃতভাবে তদন্ত আটকে রেখেছে-এ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যাওয়া না গেলেও, সেই অভিযোগ সত্য কি না, তা বের করাই নিরপেক্ষ তদন্তের অংশ হওয়া উচিত।

এই মুহূর্তের অত্যাব্যস্কীয় পদক্ষেপ

প্রথমত, সরকার ও তদন্তকারী সংস্থাকে একটি নির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রকাশ করতে হবে; কোনো আলামত পরীক্ষা হয়েছে, কোনো প্রতিবেদন বাকি, কোনো সাক্ষ্য যাচাই হচ্ছে, এবং প্রতিটি কাজ শেষ করার সময়সীমা কত। সংবেদনশীল প্রমাণ প্রকাশ না করেও অগ্রগতির নিয়মিত, লিখিত হালনাগাদ দেওয়া সম্ভব।

দ্বিতীয়ত, হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে স্বাধীন ফরেনসিক বিশেষজ্ঞদের দিয়ে নমুনা ও পরীক্ষার নথি পর্যালোচনা করা উচিত। আলামতের হেফাজত-শৃঙ্খল অক্ষুণ্ণ ছিল কি না, আগের পরীক্ষার সীমাবদ্ধতা কী, এবং নতুন বা পুনঃপরীক্ষা থেকে নির্ভরযোগ্য ফল পাওয়ার সুযোগ আছে কি না-এসব নির্ধারণ করতে হবে। তদন্তে যেসব ব্যক্তি ইতোমধ্যে গ্রেফতার বা জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হয়েছেন, তাদের পাশাপাশি ঘটনাস্থলে প্রবেশাধিকার, নিরাপত্তা ব্যবস্থাপনা, আলামত সংগ্রহ ও তদন্তের সিদ্ধান্তে যুক্ত কর্মকর্তাদের কার্যক্রমও নথিভিত্তিকভাবে পর্যালোচনা প্রয়োজন।

তৃতীয়ত, সাংবাদিক দম্পতির কাজ, যোগাযোগ, ফোন ও ডিজিটাল নথি, তাদের প্রকাশিত বা অসমাপ্ত প্রতিবেদন এবং সম্ভাব্য ব্যক্তিগত, পেশাগত বা আর্থিক বিরোধ-সব সম্ভাব্য উদ্দেশ্য সমান গুরুত্ব যাচাই করতে হবে। কোনো একটি অনুমানকে আগেভাগে সত্য ধরে নিয়ে তদন্ত চালানো চলবে না। সাম্প্রতিক কৌসুলির বক্তব্য ও পিবিআই কর্মকর্তার বক্তব্যের অমিলও আনুষ্ঠানিকভাবে নিষ্পত্তি করতে হবে। ১৩ সেপ্টেম্বর রুনির ভাই আন্তর্জাতিক অপরাধ টাইব্র্যানালের প্রধান কৌসুলির দপ্তরে অভিযোগ দিয়েছেন; টাইব্র্যানালের এখতিয়ার প্রযোজ্য কি না, তা যাচাইয়ের কথা জানানো হয়েছে। এ প্রক্রিয়ায় কোনো তথ্য পাওয়া গেলে তা মূল মামলার তদন্তদলের সঙ্গে আইনসম্মতভাবে ভাগ করা দরকার।

সর্বশেষে, পরবর্তী তারিখ যেন আরেকটি আনুষ্ঠানিক মূলত্ববি না হয়। তদন্ত শেষ হলে পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন আদালতে দিতে হবে; অপরাধের প্রমাণ থাকলে নির্দিষ্ট অভিযোগে চার্জশিট, আর না থাকলে কোনো অনুসন্ধান কেন নিষ্ফল হয়েছে তার স্বচ্ছ ব্যাখ্যা দিতে হবে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব শুধু তারিখ চাওয়া নয়-একটি শিশুর মা-বাবার হত্যার বিচার নিশ্চিত করা।

সাগর-রুনি মামলার দীর্ঘসূত্রতা এখন আর একটি পরিবারের বেদনায় সীমাবদ্ধ নেই। এটি বাংলাদেশের তদন্তব্যবস্থা, সংবাদমাধ্যমের নিরাপত্তা এবং আইনের শাসনের বিশ্বাসযোগ্যতার পরীক্ষা। সরকারকে চাপ দেওয়ার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো নির্দিষ্ট ও ন্যায়সংগত দাবি : তদন্তের অগ্রগতি প্রকাশ করুন, দায় নির্ধারণ করুন, প্রমাণ আদালতে দিন, এবং দোষী প্রমাণিত ব্যক্তিদের আইনের মুখোমুখি করুন।

আর কোনো অস্পষ্ট আশ্বাস নয়-জনগণ অনতিবিলম্বে জবাব ও বিচার চায়।

লে. কর্নেল (অব.) মোদাসসের হোসেন খান, বীরপ্রতীক : বীর মুক্তিযোদ্ধা; সামরিক, নিরাপত্তা ও ভূরাজনৈতিক বিশ্লেষক

আবু আহমেদ

তেলের দাম বহুগুণ বেড়ে গেছে। এটা একটা অনিশ্চয়তা, এখানে আমাদের দেশের কোনো হাত নেই। আরেকটি বিষয় না বললেই নয়। এলএনজি যা আগে ইউনিটপ্রতি ১৫ ডলারে কেনা যেত, এখন তা ইউনিটপ্রতি ৩০ ডলার হয়ে গেছে। অর্থাৎ এলএনজি আমদানির ব্যয় দ্বিগুণ হারে বেড়ে গেছে। আবার এলএনজি আনার পরও খরচ আছে। কারণ এলএনজি আমদানির পর এটাকে রিগ্যাসিফিকেশন করতে হয়। অর্থাৎ পূর্ণ গ্যাসে রূপান্তর করতে হয়। সেটার জন্য বোধহয় মাতারবাড়ীতে দুটি রিফাইন টাইপের টার্মিনাল রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে একটা অকেজো হয়ে গেছে। ফলে গ্যাস সরবরাহে বিঘ্ন ঘটছে। এখন নতুন করে আরেকটি বা আরও দুটি এলএনজি রিফাইনারি টার্মিনাল নির্মাণ করতে হলে সেটা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার। সুতরাং এটার জন্য আমাদের একটু অপেক্ষা তো করতেই হবে।

পাকিস্তান আমলে ইস্টার্ন রিফাইনারি নামে একটি তেল শোধনাগার বাংলাদেশে স্থাপন করা হয়। ইস্টার্ন রিফাইনারি বিদেশ থেকে অপরিশোধিত তেল এনে রিফাইন করে দেশে জ্বালানি তেল সরবরাহ করত। কিন্তু এর ক্যাপাসিটি আমরা আর বাড়াতে পারিনি। সেটা আমাদের আরেক দুঃখের ইতিহাস, ব্যর্থতার ইতিহাস। এখন বিদেশ থেকে অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করে আনতে হয়। এতে বাংলাদেশ সরকারকে গুনতে হয় বাড়তি টাকা। আমি এখানে একটি কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চাই, বিশ্বের অন্যান্য দেশে এ রিফাইনারি মালিকানা বেসরকারি খাতে রয়েছে। ভারতে রিলায়েন্স নামে আছে আদানি। তাহলে আমাদের দেশে নেই কেন? আসলে আমাদের এখানে কোনো রহস্যজনক কারণে বেসরকারি খাতকে এসব কাজের অনুমতি দেওয়া হয়নি। শুধু তাই নয়, বেসরকারি খাতকে তেল আমদানিরও অনুমতি দেওয়া হয়নি। বেসরকারিভাবে অপরিশোধিত তেল পরিশোধন করারও অনুমতি নেই এখানে। অপরিশোধিত তেলের চেয়ে পরিশোধিত তেলের দাম বেশি। আমাদের কেন বেশি দামে বিদেশ থেকে তেল আমদানি করতে হবে? আমার মতে, এসব কাজ বেসরকারি খাতের অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। বেসরকারি খাত যদি রিফাইনারি তৈরি করতে ইচ্ছুক হয়, তারা যদি সেটার জোগান দিতে পারে, তাহলে সরকারের বাধা দেওয়া উচিত নয়। কাজেই যারা এ ব্যাপারে ইচ্ছা পোষণ করছে, তাদেরকে কাজগুলো করতে দেওয়া উচিত। তারা যদি রিফাইনারি করে, ক্ষতি কী? এমন নয় যে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশে এমনটি নেই। আফ্রিকার দেশগুলোতেই আছে। তাহলে আমরা কেন বেসরকারি খাতকে অনুমোদন দিচ্ছি না? এসব বেসরকারি খাতে তুলে দিয়ে সরকার রেগুলেটরের ভূমিকা পালন করতে পারে, তদারকি করতে পারে। শুধু সরকারের পক্ষে এখন আর পেট্রোলিয়াম প্রোডাক্ট আমদানি বা বাজারজাত করা খুব একটা সম্ভব হবে না। এটা আগে সম্ভব হয়েছে। এখন সম্ভব হবে না। কারণ সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা আছে।

দেশে বিদ্যুৎ সংগঠন গ্রিড একটাই, যেটাকে ন্যাশনাল পাওয়ার গ্রিড বলে, যার নাম কর্নফুল্লী। সেটাতেও পিলফারেজ হয়, মানে সিস্টেম লস আছে। এখন বিদ্যুতের বিষয়টিকেও বেসরকারি খাতে দেওয়া যেতে পারে। আমি বলছি না পুরো বাংলাদেশের বিদ্যুৎব্যবস্থা তাদের হাতে তুলে দিতে। এটাকে দেশের আঞ্চলিক ভিত্তিতে দেওয়া যেতে পারে। এতে ক্ষতিটা কী? তারা যদি গ্রিড লাইন তৈরি করে বিদ্যুৎ সাপ্লাই দিতে পারে, তাহলে সরকার সেখান থেকে বিদ্যুৎ নিতে পারে। এসব বেসরকারি খাত উদ্যোগী হয়ে সোলার থেকে সরকারকে বিদ্যুৎ দিতে পারবে। পরিবেশ ঠিক রেখে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প যদি তারা করতে চায়-করবে, উইন্ডমিল করতে চাইলে করবে। তারা তাদের সক্ষমতা অনুযায়ী যেটা করতে চায়, করুক না। আমাদের সমস্যা কোথায়? সরকার শুধু নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি করবে-তারা সঠিক দামে সরকারকে সাপ্লাই দিচ্ছে কিনা, সেটা প্রতিযোগিতামূলক দাম কিনা, মান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা ইত্যাদি। এটা করতে পারলে সরকারের অনেক সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

আবু আহমেদ : অধ্যাপক ও অর্থনীতিবিদ; চেয়ারম্যান, আইসিবি

অনুলিখন : জাকির হোসেন সরকার

শাদি ইব্রাহিম

আপাতত কমেছে বলে মনে হচ্ছে, তবে কিছু চরমপন্থী ইসরায়েলি মন্ত্রীর মাথায় তা এখনো জীবিত রয়েছে।

দক্ষিণ ও পশ্চিমে পরিস্থিতি মোটেও শান্ত নয়। সুদানের গৃহযুদ্ধ এখন পুরো উত্তর-পূর্ব আফ্রিকার জন্য সংকট হয়ে দাঁড়িয়েছে, যা পোর্ট সুদান এবং লোহিত সাগরের বাণিজ্যপথকে হুমকির মুখে ফেলেছে। অন্যদিকে লিবিয়ার রাজনৈতিক বিভাজন ও অস্থিতিশীলতা মিসরের পশ্চিম সীমান্তে আরেকটি বড় নিরাপত্তাঝুঁকি।

মিসর ও লিবিয়া এই জ্বালানিসংকটে বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, কারণ জ্বালানির দাম বাড়লেই তা খুব দ্রুত সামাজিক অসন্তোষে রূপ নেয়। তা ছাড়া সুদান ও সোমালিয়ার অস্থিতিশীলতা কায়রোর ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে।

এই সবকটি ঘটনাকে আলাদা বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসেবে দেখার সুযোগ নেই, এগুলো একটি সুনির্দিষ্ট সংকটের রূপ। হরমুজ, বাব আল-মানদেব এবং সুয়েজ খালের অস্থিতিশীলতার মাশুল শেষ পর্যন্ত দিতে হচ্ছে সাধারণ নাগরিককে।

প্রতিটি অর্থনৈতিক ধাক্কা এসে পড়ছে এমন সব রাষ্ট্রের ওপর, যারা ইতিমধ্যেই নিজেদের সীমান্তে নতুন করে নিরাপত্তা সংকটে জর্জরিত। পাকিস্তান ভারত ও আফগানিস্তানের চাপের মাঝখানে থেকে ইরানের যুদ্ধবিরতির চেষ্টা করছে; তুরস্ক ইউরোপের সেতু হতে গিয়ে ন্যাটো সহযোগী গ্রিসের সঙ্গে ইজিয়ান সাগরে উত্তেজনায কাটাচ্ছে; আর মিসর ইসরায়েল ও উত্তর আফ্রিকার অস্থিতিশীলতার মাঝখানে পুরোপুরি কোণঠাসা।

আসল আশঙ্কা কোনো একক পণ্যের দাম বৃদ্ধি, সাময়িক শিপিং জট বা সীমান্ত সংঘাত নিয়ে নয়-আসল আশঙ্কা হলো এই অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তাবিষয়ক ধাক্কাগুলো একই সঙ্গে এসে আঘাত হানছে এমন কিছু রাষ্ট্রের ওপর, যেগুলো যুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই চরম সংকটের মধ্যে ছিল।

শাদি ইব্রাহিম ইস্তাম্বুল সাবাহাভিনি জাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সহযোগী। মিডল ইস্ট আই থেকে সংক্ষেপে অনূদিত।

জহিরুল ইসলাম

মালিকানা, ব্যবসায়িক স্বার্থ, বিজ্ঞাপন, প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকীয় সংস্কৃতি এবং বাজারের চাপও গুরুত্বপূর্ণ। একটি সংবাদমাধ্যম অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল হলে তার সাংবাদিক কতটা সম্পাদকীয় স্বাধীনতা ভোগ করবেন-এ প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়ার সুযোগ নেই।

বিশেষ করে, সংবাদমাধ্যমের মালিকানাগত নীতি এবং কর্পোরেট স্বার্থ প্রায়শই অদৃশ্য এক সম্পাদকীয় চাপ তৈরি করে। অনেক সময় মালিকপক্ষের বাণিজ্যিক বা রাজনৈতিক সমীকরণের কারণে সাংবাদিকদের মনে আগে থেকেই সংশয় তৈরি হয়-কোন সংবাদটি প্রকাশ করলে প্রতিষ্ঠানের বিরাগভাজন হতে হবে। এই প্রাতিষ্ঠানিক ও সম্পাদকীয় নীতি অনেক সময় আত্মসেন্সরশিপের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অনুঘটক হিসেবে কাজ করে। কারণ মালিকের স্বাধীনতা আর সাংবাদিকের স্বাধীনতা একই বিষয় নয়।

সংবাদমাধ্যম ব্যবসা করবে, বিজ্ঞাপন নেবে, পাঠকসংখ্যার প্রতিযোগিতা থাকবে-এগুলো বাস্তবতা। কিন্তু যখন সংবাদমূল্যের চেয়ে

ব্যবসায়িক স্বার্থ বড় হয়ে ওঠে, তখন সাংবাদিকের কলম স্বাধীন থাকলেও সংবাদটি কতটা স্বাধীন থাকে?

ডিজিটাল যুগ এই সংকটকে আরও জটিল করেছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম সাংবাদিককে প্রকাশের অভূতপূর্ব সুযোগ দিয়েছে। একই সঙ্গে দিয়েছে তাৎক্ষণিক বিচার, টুল, ব্যক্তিগত আক্রমণ ও অনলাইন হয়রানির নতুন ঝুঁকি। বিশেষ করে নারী সাংবাদিকদের ক্ষেত্রে অনলাইন সহিংসতা আত্মসেন্সরশিপ বাড়াতে পারে বলে টমউবস্কিউ-এর গবেষণায় উঠে এসেছে।

অন্যদিকে সংবাদ গ্রহণের ধরনও বদলে গেছে। জর্বাংবৎ ওহংগরংগ-এর ২০২৫ সালের উরমরংধষ ঘবংি জবচড়ৎঃ দেখাচ্ছে, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও ভিডিও প্ল্যাটফর্মের ওপর মানুষের নির্ভরতা বাড়ছে এবং প্রচলিত সংবাদমাধ্যম আস্থা ও অর্থনৈতিক-দুই ধরনের চাপের মুখে রয়েছে।

ফলে আজকের সাংবাদিকের চাপ একমুখী নয়। রাষ্ট্রীয় চাপ থাকতে পারে, মালিকানাগত চাপ থাকতে পারে, বাজারের চাপ থাকতে পারে, আবার সামাজিক প্রতিক্রিয়ার চাপও থাকতে পারে। কিন্তু এসবের মধ্যেও সাংবাদিকতার স্বাধীনতার একটি মৌলিক অর্থ অক্ষুণ্ণ থাকে-জনস্বার্থে সত্য অনুসন্ধান এবং ক্ষমতাকে প্রশ্ন করার সুযোগ।

এই স্বাধীনতা অবশ্য সীমাহীন নয়। সাংবাদিকের স্বাধীনতা মানে যা ইচ্ছা তাই প্রকাশ করা নয়। স্বাধীনতার সঙ্গে যুক্ত থাকে যাচাই, প্রমাণ, নৈতিকতা, গোপনীয়তা এবং সম্ভাব্য ক্ষতির বিবেচনা। আবার দায়িত্বশীলতার অর্থও সব কঠিন প্রশ্ন এড়িয়ে যাওয়া নয়।

সাংবাদিকতার নৈতিকতা হয়তো এই দুই প্রান্তের মাঝখানেই-যেখানে ভয়কে অজুহাত বানানো হয় না, আবার সাহসের নামে দায়িত্বহীনতাও করা হয় না।

শেষ পর্যন্ত সাংবাদিকতার স্বাধীনতা শুধু সাংবাদিকের অধিকার নয়; এটি নাগরিকের জানার অধিকারও। মানুষ কী ঘটছে তা জানতে না পারলে, ক্ষমতাকে প্রশ্ন করতে না পারলে, বিভিন্ন মত শুনতে না পারলে গণতান্ত্রিক সমাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণও দুর্বল হয়ে পড়ে।

তাই সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়ে শুধু প্রকাশিত খবরের হিসাব করলে চলবে না। আরও একটি অদৃশ্য হিসাব আছে-কতগুলো প্রশ্ন করা হয়নি?

কতগুলো অনুসন্ধান শুরু হওয়ার আগেই থেমে গেছে?

কতগুলো তথ্য সাংবাদিকের নোটবুকে রয়ে গেছে, কারণ তিনি ভেবেছেন-‘এটি প্রকাশ করা নিরাপদ নয়’?

এই হিসাবের পূর্ণ পরিসংখ্যান হয়তো কখনো পাওয়া যাবে না। কিন্তু একটি সমাজের স্বাধীনতার প্রকৃত পরীক্ষা অনেক সময় প্রকাশিত সংবাদে নয়, যে প্রশ্নগুলো এখনও করা সম্ভব-সেখানেই। সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় শত্রু শুধু সেন্সরশিপ-এমন সরল সিদ্ধান্তে পৌঁছানো তাই ঠিক হবে না। বাহ্যিক সেন্সরশিপ ভয় তৈরি করে, সেই ভয় থেকে জন্ম নেয় আত্মসেন্সরশিপ, আর দীর্ঘদিনের আত্মসেন্সরশিপ প্রশ্ন না করার সংস্কৃতিকেই স্বাভাবিক করে তোলে।

সেই জায়গাটিই সবচেয়ে বিপজ্জনক।

কারণ তখন আর কাউকে কলম থামাতে হয় না।

কলম নিজেই থেমে যায়।

তাই সাংবাদিকতার স্বাধীনতার লড়াই শুধু নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে নয়; ভয়কে স্বাভাবিক হয়ে যেতে না দেওয়ার বিরুদ্ধেও। সাংবাদিকের যেমন সত্য যাচাই করে প্রশ্ন করার সাহস প্রয়োজন, তেমনি সমাজেরও এমন পরিবেশ তৈরি করা প্রয়োজন, যেখানে সত্য বলা অপরাধের সমার্থক হবে না। শেষ প্রশ্নটি তাই সংবাদপত্রের পাতায় নয়, সাংবাদিকের নিজের বিবেকের কাছেই ফিরে আসে-সাংবাদিকের হাতে কলম স্বাধীন কি না, তার চেয়েও বড় প্রশ্ন-সত্য লেখার মুহূর্তে তাঁর ভেতরের মানুষটি কতটা স্বাধীন?

লেখক: জহিরুল ইসলাম ; সাংবাদিক ও কলামিস্ট, কক্সাজার, বাংলাদেশ।

ACCIDENT CASES

Many years of experience in ladder, scaffolding, and construction accident case



PERRY D. SILVER
Attorney at Law
Call: 917-533-1033

Faithfully serving the Bangladeshi Community

আমরা বাংলায় কথা বলি

All conversations are strictly confidential



LAW OFFICE

Phone: 212.661.8400 Fax: 212.661.1242
11 Park Place, Suite 1214, New York, NY 10007

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



প্রেমিকার মায়ের অসম্মতি, ৩০ মিনিটেই বিয়ে সারেন মিঠুন চক্রবর্তী

মোম্বাই ডেস্কঃ টালিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর জীবন যেন সিনেমার গল্প। একসময় ফুটপাতে রাত কাটানো থেকে শুরু করে বলিউডের অন্যতম জনপ্রিয় তারকা হয়ে ওঠার গল্প অনেকেরই জানা।

তবে তার ব্যক্তিগতজীবনের প্রেম ও বিয়ের গল্পও কোনো অংশে কম নাটকীয় নয়। অভিনেত্রী যোগিতা বালির সঙ্গে তার বিয়ের ঘটনাটি যেন হার মানায় সিনেমার চিত্রনাট্যকেও। সন্তরের দশকের শেষ দিকে মিঠুন চক্রবর্তী ও যোগিতা বালির মধ্যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এর আগে ১৯৭৬ সালে সুরকার ও সংগীতশিল্পী কিশোর কুমারের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল যোগিতার।

তবে ১৯৭৮ সালে সেই দাম্পত্যের ইতি ঘটে। এরপর মিঠুনের সঙ্গে যোগিতার বন্ধুত্ব ধীরে ধীরে প্রেমে রূপ নেয়। কিন্তু বিয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে সহজ ছিল না তাদের পথ। যোগিতার মা এই সম্পর্ক ও বিয়েতে সম্মতি দিচ্ছিলেন না।

ফলে বারবার পিছিয়ে যাচ্ছিল বিয়ের পরিকল্পনা। একপর্যায়ে অপেক্ষার প্রহর শেষ করার সিদ্ধান্ত নেন মিঠুন। একদিন যোগিতাকে জানিয়ে দেন, পরদিন সকাল ৯টার মধ্যে যেন তার বাড়িতে পৌঁছে যান। তবে তখনো যোগিতা জানতেন না, তার জন্য কী অপেক্ষা করছে।

এরই মধ্যে গোপনে বিয়ের আয়োজন করে ফেলেছিলেন মিঠুন। নিজের ছোট শোবার ঘরেই পুরোহিত ডেকে আনেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শেষ করার জন্য সময়ও নির্ধারণ করে দেন। পুরোহিতকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ৩০ মিনিটের মধ্যেই বিয়ে সম্পন্ন করতে হবে। এক মিনিটও বেশি সময় নেওয়া যাবে না।

নির্ধারিত সময় অনুযায়ী পরদিন সকাল ৯টায় মিঠুনের বাড়িতে পৌঁছান যোগিতা। সেখানে গিয়ে বিয়ের আয়োজন দেখে রীতিমতো অবাক হয়ে যান তিনি। এরপর আর সময় নষ্ট না করে বিয়ের আনুষ্ঠানিকতা শুরু হয়। সাত পাক ঘোরার পর যোগিতার কপালে সিঁদুর পরিয়ে দেন মিঠুন। পুরোহিতও জানিয়ে দেন, বিয়ে সম্পন্ন হয়েছে।

তবে এখানেই শেষ নয় এই নাটকীয় গল্প। বিয়ে শেষ হওয়ার পর পুরোহিতকে বিদায় দিয়ে মিঠুন যোগিতাকে জানান, তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। এবার তাকে নিজের বাড়িতে ফিরে গিয়ে মায়ের কাছে বিষয়টি জানাতে হবে।

এভাবেই ১৯৭৯ সালে ঘর বাঁধেন মিঠুন চক্রবর্তী ও যোগিতা বালি। সম্প্রতি ফারাহ খানের ভুলগে নিজের জীবনের এই ঘটনা তুলে ধরেন মিঠুন। তার মুখে সেই গল্প শোনার পরই নতুন করে আলোচনায় এসেছে বলিউডের এই তারকা দম্পতির বিয়ের সেই অবাক করা অধ্যায়। বলা দরকার, ১৯৭৯ সালে হেলেনা লিউককে বিয়ে করেছিলেন মিঠুন চক্রবর্তী। তবে মাত্র চার মাস সংসার করার পর তাদের বিচ্ছেদ হয়ে যায়।

রাম রূপ নিয়ে বিতর্কের মাঝেই যে প্রতিক্রিয়া জানালেন রণবীর

মোম্বাই ডেস্কঃ নীতেশ তিওয়ারির বহু প্রতীক্ষিত 'রামায়ণ' সিনেমায় শ্রীরামের চরিত্রে বলিউড অভিনেতা রণবীর কাপুরের কাস্টিং এবং লুক নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে যখন তুমুল বিতর্ক ও সমালোচনা চলছে, ঠিক তখনই অভিনেতা স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, এটি তার কাছে স্রেফ কোনো সাধারণ সিনেমার অফার কিংবা চরিত্র নয়, বরং একটি বিশাল বড় দায়িত্ব। সম্প্রতি রণবীর কাপুরের ৪৪তম জন্মদিন উপলক্ষে সিনেমার প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে ৫ মিনিটের একটি বিশেষ নেপথ্য ভিডিও প্রকাশ করা হয়, সেখানেই এ চরিত্রটি নিয়ে নিজের ভাবনার



কথা তুলে ধরেন অভিনেতা। রামের চরিত্রে অভিনয় করা প্রসঙ্গে অনেকেই অনেক প্রশ্ন তুলেছেন। এমন একটি চরিত্রের জন্য কতটা উপযুক্ত হবে রণবীর কাপুর? আবার কেউ কেউ বলেছেন, তার রাম হয়ে ওঠার পেছনের ভাবনাচিন্তা নিয়ে। সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল রণবীর কাপুর ও অভিনেত্রী আলিয়া ভাটের একটি রোমান্টিক ছবি। তার পরে আবারও কথা হচ্ছে তার অভিনীত রাম চরিত্রটি নিয়ে। যদিও রাম চরিত্রে অভিনয় নিয়ে রণবীরের বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট। রামকে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে আত্মবিশ্বাসের চেয়ে দায়িত্ববোধই অনেক বেশি। তাই রণবীরের কাছে শুধু একটা চরিত্রের জন্য যোগ্য হয়ে ওঠা লক্ষ্য নয়, মানুষের বিশ্বাসের যেন যোগ্য হয়ে উঠতে পারেন সেটাই বড় দায়িত্ব। তবে রণবীরের এই চরিত্রের জন্য প্রস্তুতি দেখেছেন অভিনেত্রী সাই পল্লবীর। তার চোখে দেখা ছোটবেলার রামকে রণবীরের মধ্যে দেখেছেন তিনি, যা তার ছোটবেলাকে জীবন্ত করে তুলেছিল। উল্লেখ্য, চলতি বছর দীপাবলিতে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে 'রামায়ণ পার্ট ১'। দ্বিতীয় পর্ব আসছে ২০২৭ সালের দীপাবলিতে। বলক নিয়ে সমালোচনা হলেও এখন দেখার বিষয়— রাম রূপে সিনেমায় কতটা অনুরাগীদের মন কাড়তে পারেন রণবীর কাপুর।

মৃত্যুর গুজবের মধ্যেই ৪ কোটি টাকার সম্পত্তি নিয়ে যে ঘোষণা দিলেন জ্যাকি

মোম্বাই ডেস্কঃ হলিউডের জনপ্রিয় অ্যাকশন তারকা জ্যাকি চ্যানের প্রয়াণের খবর সামাজিক মাধ্যমে নেটিজেনদের মাঝে হঠাৎই ছড়িয়ে পড়ে। ৭১ বছর বয়সি 'রাশ আওয়ার'খ্যাত অভিনেতার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করে একটি পোস্ট ভাইরাল হয়ে পড়ে। আর তা নিয়ে শুরু হয়ে যায় নেটিজেনদের মাঝে নানা চর্চা। তবে এ খবরটি সম্পূর্ণ ভুয়া— জ্যাকি চ্যান জীবিত আছেন এবং সুস্থ আছেন বলে জানানো হয় অভিনেতার তরফে।

এর মধ্যেই সেই খবর সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া পোস্টে জ্যাকি চ্যানের একটি সাদা-কালো ছবি ব্যবহার করা হয়েছিল। সেই ছবির সঙ্গে তার নামের পাশে '১৯৫৪-২০২৬' লেখা ছিল। ফলে অনেকেই সেটিকে সত্যি বলে ধরে নেন। কিন্তু জ্যাকি চ্যানের ভক্ত-অনুরাগীদের একাংশ অবশ্য দ্রুতই বিষয়টি নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করায় নড়েচড়ে বসে অভিনেতার টিম।

মৃত্যুর ভুয়া খবরের পাশাপাশি আবার সামনে এসেছে জ্যাকি চ্যানের বিপুল সম্পত্তি নিয়ে পুরোনো একটি সিদ্ধান্তও। দীর্ঘদিন ধরেই তার সম্পত্তির পরিমাণ নিয়ে নানা হিসাব সামনে এসেছে। বিভিন্ন সূত্রে তার সম্পত্তির আনুমানিক মূল্য ৪০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পর্যন্ত বলা হয়েছে। তবে এত বিপুল সম্পত্তি থাকলেও নিজের একমাত্র ছেলে জেসি চ্যানের জন্য পুরো সম্পত্তি রেখে যেতে চান না জ্যাকি। বরং নিজের উপার্জনের বড় অংশ দাতব্য কাজে ব্যবহার করার পরিকল্পনার কথা তিনি আগেই জানিয়েছিলেন। জ্যাকি চ্যান বলেছিলেন, ছেলে যদি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, তাহলে নিজের অর্থ নিজেই উপার্জন করতে পারবে। আর যদি সে সেই দায়িত্ব নিতে না পারে, তাহলে বাবার বিপুল অর্থও তার কাজে আসবে না।

উল্লেখ্য, আন্তর্জাতিক বিনোদন দুনিয়ায় জ্যাকি চ্যান বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। দীর্ঘ ক্যারিয়ারে অভিনেতা হয়ে ওঠার পাশাপাশি প্রযোজক, পরিচালক, স্টান্ট পারফর্মার এবং গায়ক হিসেবেও কাজ করেছেন তিনি। 'রাশ আওয়ার', 'দ্য কারাটে কিড', 'শাংহাই নুন' থেকে শুরু করে একাধিক সিনেমায় নিজের অভিনয় এবং স্টান্টের মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করে নিয়েছেন এ কিংবদন্তি অভিনেতা। অ্যাকশন দৃশ্যে নিজের স্টান্ট নিজেই করার জন্যও তার আলাদা পরিচিতি রয়েছে।

কেন এক ফ্রেমে শাহিদের সাবেক ও বর্তমান, কী কথা বললেন তারা?

মোম্বাই ডেস্কঃ একসময় বলিউড অভিনেত্রী কারিনা কাপুর খান ও শাহিদ কাপুরের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হতো বলিপাড়ায়। তবে সেই সম্পর্ক স্থায়ী হয়নি। বিচ্ছেদের পথে হাঁটেন এ তারকা জুটি। তবে ঠিক কী কারণে তাদের মধ্যে বিচ্ছেদ হয়, তা অবশ্য কোনো দিনই স্পষ্ট হয়নি। বিচ্ছেদের পর আর বন্ধুত্ব কিংবা সৌজন্যের সম্পর্কও রাখেননি কারিনা ও শাহিদ। একই অনুষ্ঠানে মুখোমুখি হলেও পরস্পরকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন তারা।

যদিও 'জব উই মেট' সিনেমার শুটিংয়ের সময়েই কারিনা-শাহিদের সম্পর্কে চিড় ধরে। কিন্তু তার চিহ্নমাত্র প্রকাশ পায়নি তাদের অভিনয়ে। নিজেদের সমস্যা কখনো ছবির সেটেও নিয়ে আসেননি তারা। পরিচালক ইম-তিয়াজ আলি দুজনেরই পেশাদার আচরণের প্রশংসা করেছিলেন এক সাক্ষাৎকারে। পরে বাংলার অলিখিত নবাব সাইফ আলি খানের সঙ্গে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েন কারিনা কাপুর। ২০১২ সালে সাইফের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধেন অভিনেত্রী। অন্যদিকে ২০১৫ সালে মীরা রাজপুতকে বিয়ে করেন শাহিদ কাপুর। কিন্তু এবার কারিনার মুখোমুখি হচ্ছেন শাহিদ-পত্নী মীরা কাপুর।

কারিনার জনপ্রিয় আড্ডার অনুষ্ঠানে এবার অতিথি হিসেবে দেখা যাবে শাহিদ কাপুরের স্ত্রী মীরাকে। ইতোমধ্যে সেই অনুষ্ঠানের শুটিং হয়ে গেছে। সামাজিক মাধ্যমে বেশ কিছু ছবি শেয়ার করে নিয়ে সেই বলকও অনুরাগীদের



দেখিয়েছেন মীরা রাজপুত। কারিনাও শেয়ার করে নিয়েছেন একটি ছবি। সেখানেই একই ফ্রেমে প্রথমবার একসঙ্গে দেখা গেছে শাহিদের সাবেক ও বর্তমান সঙ্গীদের।

কারিনার সঙ্গে তার কথোপকথনে কী কী উঠে এসেছে, তা অবশ্য এখনো প্রকাশ্যে আনেননি মীরা রাজপুত। সামাজিক মাধ্যমে ছবি শেয়ার করে শাহিদপত্নী ক্যাপশনে লিখেছেন— নারীরা নিজেদের মতো করে বাঁচতে চান। আমাকে অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধন্যবাদ কারিনা। তুমি যেমন মানুষ ও নারী, ঠিক তেমনই থাকার জন্য তোমাকেও ধন্যবাদ।

আবার সেই পোস্টেই কারিনা মন্তব্য করেছেন, 'তুমি এসেছ, এর জন্য আমি খুব খুশি।' কারিনা ও মীরাকে একসঙ্গে দেখে উচ্ছ্বসিত ভক্ত-অনুরাগীরাও। তাদের মধ্যে কী কী কথা হয়ে থাকতে পারে, তা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গেছে।

কারিনার এই অনুষ্ঠানে সাধারণত সম্পর্ক, বিয়ে, পরিবার ও বন্ধুত্ব থেকে শুরু করে তারকাদের ব্যক্তিগত জীবন— নানা বিষয় নিয়ে খোলামেলা আলোচনা হয়। তাই মীরা অতিথি হওয়ায় এ পর্ব নিয়ে ইতোমধ্যে কৌতুহল তৈরি হয়েছে। শাহিদের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন, সন্তানদের বড় করে তোলা কিংবা নিজের জীবনযাপন নিয়ে কি কোনো অজানা কথা বলবেন মীরা, সেই অপেক্ষাতেই দর্শকরা।

এবার 'এআই' সংস্থার বিরুদ্ধে ৭ হাজার কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি উর্বশীর

মোম্বাই ডেস্কঃ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে ছবি তৈরি হচ্ছে। ভিডিও বদলে যাচ্ছে। মুহূর্তে তৈরি হয়ে যাচ্ছে নতুন নতুন মুখ। প্রযুক্তির এই দৌড়ের মাঝেই এবার আইনি লড়াইয়ের পথে হাঁটলেন বলিউড অভিনেত্রী উর্বশী রাউতেলা। অভিনেত্রীর অভিযোগ, তার অনুমতি ছাড়াই নাম, ছবি এবং ভিডিও ব্যবহার করে ব্যবসা করেছে লস অ্যাঞ্জেলেসের একটি 'এআই' সংস্থা। যদিও সংস্থাটির নাম প্রকাশ্যে আনেননি তিনি।

মঙ্গলবার (২৯ সেপ্টেম্বর) সামাজিক মাধ্যমে একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করেন উর্বশী রাউতেলা এবং তার টিম। সেখানেই জানানো হয়েছে, ওই সংস্থার বিরুদ্ধে উপযুক্ত আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে। ক্ষতিপূরণের অঙ্কও নাকি কম নয়— প্রাথমিকভাবে সাত হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করা হচ্ছে।

উর্বশী রাউতেলার টিমের অভিযোগ, অভিনেত্রীর নাম, ছবি ও ভিডিও কোনো অনুমতি ছাড়াই ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেই ব্যবহার কেন্দ্র করে সংস্থাটির ব্যবসার মূল্য কয়েকশ কোটি টাকা নয়, কয়েকশ কোটি ডলারে পৌঁছেছে বলে দাবি তাদের।

হোমিও চিকিৎসা

এস.কে.শর্মা

D.H.M.S (B.D) N.H.C (USA)
Homeopathic Specialist

আপনি কি যে কোন জটিল কঠিন ও পুরাতন রোগে ভুগছেন, তাহলে একবার হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহার করে দেখুন। আমাদের এইখানে সম্পূর্ণ গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়।

*Migraine *বাত *হাঁপানি পীড়া *অঁডিল *অর্থ *টিউমার *Kidney Stone *অভ্যকোষের পীড়া *কণ্ঠের পীড়া *কাশি *কিডনির পীড়া *চর্ম পীড়া * টনসিলাইটিস *নস্তের পীড়া *দবল বা শ্বেতী রোগ *নখের পীড়া *পক্ষাঘাত *Gall Bladder Stone *প্রস্রাবের পীড়া * প্রস্টেট- গ্ল্যান্ডের পীড়া *Fatty Liver * ফুসফুসের পীড়া *প্লাট-হেপার *ভগন্ধর * মাথা ব্যথা * গিলবারের পীড়া *সারেটিকা *সিষ্টাইটিস *বরভণ্ডা *নাকের পলিপাস *হার্নিয়া *Blood Cholesterol *চুল পড়া *Fatty Heart *ব্রন *একজিমা * শোথ * টাক রোগ * রক্ত প্রস্রাব * জন্ডিস * অনিদ্রা *গ্র্যাটিক *নিদ্রায় নাক ডাকা * পায়ের তলায় কড়া * মুখ দুর্গন্ধ * স্বপ্ন নোহ * হঠাৎমুখ শোক দুঃখ জনিত পীড়া ইত্যাদি।

শিশুদের:-শিশু দাঁত উঠিতে হাঁটিতে ও কথা বলিতে বিলম্ব, শিশুর একশিরা, শিশুর কোষ্ঠবদ্ধতা, শিশুর মুখদিয়া লাল পড়া, Autism, Autistic, শিশু না খাইতে চাওয়া (Appetite Problems)

আপনি কি যৌন সমস্যায় ভুগছেন
*premature Ejaculation *Low Libido * Impotence
*পুরুষত্বহীনতা * শীত্রপতন *লিঙ্গ শিথিলতা

আমরা আমেরিকার যে কোন স্টেটে ডাকঘোলে ঔষধ পাঠিয়ে থাকি।

স্বল্প খরচে অল্প সময়ে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে, আমেরিকান ঔষধের সাহায্যে চিকিৎসা করা হয়।

Homeopathy & Herbal

72-08 Broadway, Jackson Heights, NY 11372

Cell: 917-285-4804

BUSINESS HOURS: MONDAY-SATURDAY 11:30AM-8PM, SUNDAY CLOSED

প্রফেশনাল ভিডিওগ্রাফি ও ফটোগ্রাফির জন্য আজই আসুন

STAR Photography

সহরের সেরা ফটোগ্রাফার এবং ভিডিওগ্রাফার

হাই ডেফিনিশন কোয়ালিটি কম দাম, দ্রুত ডেলিভারী বিয়ে, জন্মদিন, বিচ্ছেদ পাঠি কালচারাল প্রেজেন্টেশন সব অনুষ্ঠান

Please contact for all Your Professional Photography Like events News Conference Wedding Reception & Modeling

NEHER SIDDIQUEE

917-476-6628, 718-371-8334
www.neherphotography.weebly.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



বাংলাদেশ সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়ার শক্তিশালী স্কোয়াড ঘোষণা

স্পোর্টস ডেস্কঃ নিয়মিত অধিনায়ক সোফি মলিনেঙ ও লুসি হ্যামিল্টনকে ছাড়াই বাংলাদেশের বিপক্ষে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজের স্কোয়াড ঘোষণা করেছে অস্ট্রেলিয়া নারী ক্রিকেট দল। তবে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে পরবর্তী টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগেই দুজন সুস্থ হয়ে ফিরবেন বলে আশা করছে অস্ট্রেলিয়া।

বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে অস্ট্রেলিয়াকে নেতৃত্ব দেবেন তালিয়া ম্যাকথ্রা। আগামী ৯ থেকে ১৪ অক্টোবর ব্রিসবেনে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজে মুখোমুখি হবে বাংলাদেশ ও অস্ট্রেলিয়া। এরপর ১৮ থেকে ২২ অক্টোবর সিডনিতে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন ম্যাচের টি-টোয়েন্টি সিরিজ খেলবে স্বাগতিকরা।

পিঠের চোটের কারণে দুই সিরিজেই খেলতে পারবেন না অস্ট্রেলিয়ার পেসার ডারিস ব্রাউন। এ ছাড়া সর্বশেষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে খেলা গ্রেস হ্যারিসও দলে জায়গা পাননি। বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড-দুই সিরিজেই প্রায় একই দল নিয়ে মাঠে নামবে অস্ট্রেলিয়া।

অনুশীলনের সময় উরুর পেশিতে সামান্য চোট পেয়েছেন হ্যামিল্টন। তবে নারী জাতীয় দলের নির্বাচক শন ফ্লেগলার জানিয়েছেন, নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে টি-টোয়েন্টি সিরিজের আগেই এই বঁ-হাতি পেসার সুস্থ হয়ে উঠবেন বলে তারা আশাবাদী।

অ্যালান বর্ডার ফিল্ডে ছয় দিনের মধ্যে শুরু হতে যাওয়া বাংলাদেশের বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজের জন্য অস্ট্রেলিয়ার হাতে বর্তমানে ১২ জন খেলোয়াড় রয়েছেন। নারী জাতীয় ক্রিকেট লিগের (ডব্লিউএনসিএল) পরবর্তী রাউন্ডের ম্যাচ শেষে দলে আরও একজন ক্রিকেটার যুক্ত করা হতে পারে বলে জানিয়েছেন ফ্লেগলার।

চোটের কারণে ডারিস ব্রাউনকে আরও কিছুদিন মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। তবে অক্টোবরের শেষ দিকে শুরু হতে যাওয়া নারী বিগ ব্যাশ লিগের (ডব্লিউবিবিএল) কোনো এক পর্যায়ে তিনি মাঠে ফিরবেন বলে আশা করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ ও নিউজিল্যান্ড সিরিজে অস্ট্রেলিয়ার স্কোয়াড নিকোলা ক্যারি, অ্যাশলে গার্ডনার, কিম গার্খ, লুসি হ্যামিল্টন (শুধু টি-টোয়েন্টি), অ্যালানা কিং, ফোবে লিচফিল্ড, তালিয়া ম্যাকথ্রা, সোফি মলিনেঙ, বেথ মুনি, এলিসে পেরি, মেগা শুট, আনাবেল সাদারল্যান্ড, জর্জিয়া ভল ও জর্জিয়া ওয়ারহ্যাম।

মেসির বিদায়ের পর কে পাচ্ছেন ১০ নম্বর জার্সি

স্পোর্টস ডেস্কঃ মেসির বিদায়ের পর আর্জেন্টিনার ঐতিহাসিক ১০ নম্বর জার্সি কার গায়ে উঠবে, তা নিয়ে চলছে অনেক জলপনা। তবে দেশটির কোচ লিওনেল স্কালোনি জানিয়েছেন, এখনো ঠিক হয়নি কাকে দেওয়া হবে ১০ নম্বর জার্সি। আপাতত এই জার্সি কাউকে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত



নেওয়া হয়েছে। আগামী ৬ অক্টোবর বুয়েনস এইরেসের মনুমেন্টাল স্টেডিয়ামে বেনিনের বিপক্ষে ম্যাচটিই জাতীয় দলের জার্সিতে মেসির বিদায়ী ম্যাচ হতে যাচ্ছে। এর আগে বুধবার কর্তব্যের কেম্পেস স্টেডিয়ামে বলিভিয়ার বিপক্ষে ব্রীতি ম্যাচ খেলবে আর্জেন্টিনা।

বলিভিয়া ম্যাচের আগে সংবাদ সম্মেলনে স্কালোনি বলেন, ‘এই ম্যাচগুলোর জন্য ১০ নম্বর জার্সি কাউকে দেওয়ার বাধ্যবাধকতা নেই। তাই লিওর বিদায়ী ম্যাচ পর্যন্ত আমরা এটি কাউকে দেব না। পরে অবশ্য কেউ না কেউ জার্সিটি পরবে। কারণ, এই জার্সি পরার বিষয়টি বিশেষ কিছু। তবে কে পরবে, সেটা এখনো ঠিক করিনি,’ বলে জানান তিনি।

মেসির জায়গা পূরণের চ্যালেঞ্জ কতটা কঠিন, সেটি স্বীকার করলেও আর্জেন্টিনার খেলার ধরনে পরিবর্তন আনার ইঙ্গিত দিয়েছেন স্কালোনি। তার ভাষায়, ‘আমরা ভিন্নভাবে খেলার পথ খুঁজে নেব।’

তিনি আরও বলেন, ‘এই ম্যাচগুলো পরীক্ষার জন্যই। তবে, আমাদের মূল ধরন থাকবে বল নিয়ন্ত্রণ করা। এরপর পরিস্থিতি অনুযায়ী আমরা কীভাবে মনিয়ে নিই, সেটাই দেখার বিষয়।’

বলিভিয়ার বিপক্ষে আর্জেন্টিনার আক্রমণভাগে একসঙ্গে দেখা যেতে পারে জুলিয়ান আলভারেজ ও লাওতারো মার্তিনেজকে। আগে এই দুই ফরোয়ার্ডকে একসঙ্গে খেলাতে খুব একটা আগ্রহী ছিলেন না স্কালোনি বিশ্বকাপ ফাইনালে স্পেনের কাছে ১-০ গোলে হারা ম্যাচের বেশির ভাগ খেলোয়াড়ই বলিভিয়ার বিপক্ষে একাদশে থাকতে পারেন। তবে ডানপাশে আশুস্তিন গিয়াইয়ের শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। লাল কার্ডের কারণে নিষিদ্ধ এনজো ফার্নান্দেজের জায়গায় খেলতে পারেন এর্ষেকয়েল পালাসিওস। মাঝমাঠে ভ্যালেন্টিন বারকোরও সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। মেসির অনুপস্থিতিতে আক্রমণভাগে সৃজনশীলতার দায়িত্ব পেতে পারেন ইতালির কোমোর হয়ে খেলা নিকোলাস পাজ।

এদিকে, স্কালোনিরও আর্জেন্টিনার সঙ্গে চুক্তি নবায়নের সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। তার বর্তমান চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার কথা ৩১ ডিসেম্বর। বিশ্বকাপ ফাইনালের পর দায়িত্ব ছাড়ার ইঙ্গিত দিলেও সম্প্রতি আর্জেন্টাইন ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রুদিও তাপিয়ার সঙ্গে নতুন চুক্তি নিয়ে আলোচনা করেছেন তিনি। সম্ভাব্য নতুন চুক্তির মেয়াদ ২০৩০ বিশ্বকাপ পর্যন্ত হতে পারে।

নিজের থাকার সিদ্ধান্তের কারণ ব্যাখ্যা করে স্কালোনি বলেন, ‘আমরা সবসময় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব-এ ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। এ কারণেই থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমরা নতুন প্রতিভা উঠে আসতে দেখছি, তাদের মধ্যে জাতীয় দলে খেলার ক্ষমতাও আছে। এই আন্তর্জাতিক উইন্ডোতে একজন খেলোয়াড়ও ডাক প্রত্যাখ্যান করেনি, যা দারুণ লক্ষণ। আমরা যেকোনো দলের বিপক্ষে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারব এবং উচ্চ পর্যায়ে পারফর্ম করব-এ নিয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই।’

উয়েফা নেশনস লিগ ক্রোয়েশিয়াকে উড়িয়ে বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের বড় জয়

স্পোর্টস ডেস্কঃ ২০২৬ বিশ্বকাপ জেতার পর চ্যাম্পিয়ন স্পেন ঘরের মাঠে প্রথম খেলতে নেমেছিল আজ।

ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে উয়েফা নেশনস লিগের যে ম্যাচটি রদ্রিরা খেলেন বিশ্বচ্যাম্পিয়নের মতোই। র্মান সানচেজ স্টেডিয়ামে দাপুটে ফুটবলে ক্রোয়াটদের ৪-১ গোলের বড় ব্যবধানে হারিয়েছে স্পেন। দুটি গোল করেছেন লামিন ইয়ামাল, একটি করে নিকো উইলিয়ামস ও মার্ক পিউবিল।

আগের ম্যাচে ইংল্যান্ডকে ৩-২ গোলে হারানো স্পেন আজ শুরু থেকেই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণে ছিল। কিক অফ বাঁশির পর মাত্র ৭০ সেকেন্ডেই দলকে এগিয়ে দেন ইয়ামাল। এতে অবশ্য অন্যদের কৃতিত্বও কম নয়। মার্ক কুকুরোয়া ও আলেক্স বায়েনার সমন্বয়ে তৈরি আক্রমণে বল যায় বজ্জে কাছাকাছি থাকা ফেরমিন লোপেসের দিকে। তবে নিজে বল না নিয়ে ছেড়ে দেন ইয়ামালের জন্য। ডান প্রান্ত থেকে ভেতরে ঢুকে নিচু শটে বল জালে পাঠান ১৯ বছর বয়সি এই ফরোয়ার্ড।

ক্রোয়েশিয়া সমতা ফেরায় ২৮ মিনিটে। বাঁ প্রান্ত থেকে ইভান পেরিসিচের নিখুঁত ক্রসে স্পেনের দুই ডিফেন্ডারের মাঝখান দিয়ে উঠে হেডে গোল করেন ডিওন দ্রেনা বেদ্রো। তবে সমতা বেশিক্ষণ থাকেনি। তিন মিনিট পরই আবার এগিয়ে যায় স্পেন। শর্ট কর্নারের পর ফেরমিনের সঙ্গে ওয়ান-টু করে বণ্ডে বল পাঠান ইয়ামাল। সেই ক্রসে মাথা ঝুঁইয়ে বল জালে পাঠান পিউবিল।

বিরতির ঠিক আগে স্পেন পেয়ে যেতে পারত তৃতীয় গোলও। হয়নি বজ্জে ভেতর থেকে ফারমিনের বাঁকানো শট ক্রোয়েশিয়ার গোলপোস্টে লেগে ফিরে আসায়।

দ্বিতীয়ার্ধে ক্রোয়েশিয়া ম্যাচে ফেরার চেষ্টা করলেও স্পেনের আক্রমণের ধার কমে।

তেনই এক আক্রমণে ৬৩ মিনিটে সুযোগ কাজে লাগান ইয়ামাল। পেরির দুর্দান্ত থ্রু পাস ধরে বণ্ডে ঢুকে খুব কঠিন কোণ থেকে বাঁ পায়ে



শটে কাছের পোস্ট দিয়ে বল জালে পাঠান তিনি। তার বার্সেলোনা সতীর্থ দমিনিক লিভাকোভিচ হাত বাড়িয়েও আটকাতে পারেননি।

জোড়া গোলার পর ইয়ামালকে ৬৮ মিনিটে তুলে নেন কোচ লুইস দে লা ফুয়েন্তে। মার্চ ছাড়ার সময় স্ট্যান্ডিং ওভেশন পান বার্সেলোনার এই তরুণ ফরোয়ার্ড। আন্তর্জাতিক বিরতিতে স্পেনের হয়ে দুই ম্যাচে তার গোল-অ্যাসিস্ট মিলিয়ে অবদান দাঁড়াল চারটি।

শেষ দিকে ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ আরও দৃঢ় করে স্পেন। ৮১ মিনিটে ক্রোয়েশিয়ার হয়ে মাঠে নামেন লুকা মদরিচ। তবে ৪১ বছর বয়সি এই কিংবদন্তির উপস্থিতিও তার দলকে ম্যাচে ফেরাতে পারেনি।

উল্টো ৮৯ মিনিটে স্কোরলাইন ৪-১ করে ফেলেন উইলিয়ামস। রদ্রি, পেদ্রি ও মিকেল মেরিনোর সমন্বয়ে তৈরি আক্রমণ থেকে বল পেয়ে ক্রোয়েশিয়ার এক ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বল জালে পাঠান তিনি। গোলরক্ষকের সামনে ঠান্ডা মাথায় বল জালে পাঠান উইলিয়ামস। মজার বিষয়, এই গোলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা চার স্প্যানিশই মাঠে নেমেছেন বদলি হিসেবে।

টানা দুই জয়ে নেশনস লিগ শুরু করা স্পেন পরের ম্যাচ খেলবে ৩ অক্টোবর চেক প্রজাতন্ত্রের বিপক্ষে। একই দিনে ক্রোয়েশিয়ার প্রতিপক্ষ ইংল্যান্ড।





BROOKLYN

DMV EXPRESS

VEHICLE REGISTRATION & PLATE PICKUP

আমরা সকল ধরনের DMV সার্ভিস প্রদান করে থাকি



আমাদের সেবাসমূহ: | OUR SERVICES



- ✓ টিএলসি রেজিস্ট্রেশন
- ✓ রেজিস্ট্রেশন রিনিউ
- ✓ প্রোট ট্রান্সফার
- ✓ টাইটেল ইস্যু, ডুপ্লিকেট টাইটেল
- ✓ ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন
- ✓ কাস্টমাইজড প্রোট, প্রোট সারেন্ডার

- ✓ TLC PLATE TRANSFER
- ✓ NEW PLATE, TITLE & REGISTRATION
- ✓ PLATE SURRENDER
- ✓ DUPLICATE REGISTRATION
- ✓ CUSTOMIZED PLATE
- ✓ TLC RENEWAL


Defensive Driving Course


ডিফেন্ডিভ ড্রাইভিং কোর্স

CALL: 718.709.6400

ADDRESS

1210 LIBERTY AVE, BROOKLYN, NY 11208



SUBAL C DEBNATH, MAFM

MS in Accounting & Financial Management, USA
 Concentration: Certified Public Accounting (CPA)
 Member of National Directory of Registered Tax Professional.
 Notary Public, State of New York



- Federal & All States Tax
- Payroll Tax
- Sales Tax
- Business Tax :
 - Individual
 - Corporation
 - Partnership
 - Not for Profit
- Business Formation
- Tax Planning & Others
- Affidavit of Support (Sponsor) & Other Immigration Forms
- Travels (Air Ticket)
- Notary Public









Subal C Debnath

OPEN 7 DAYS A WEEK

37-53, 72nd Street, Ground Fl, Jackson Heights, NY 11372
 E-mail: Subalcdebnath@yahoo.com | Ph: (917) 285-5490

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

রান্নাবান্না



চিলি গার্লিক চিজ চিংড়ি

উপকরণ
চিংড়ি ২৫০ গ্রাম, চেডার চিজ আধা কাপ, রসুন কুচি ১ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ২-৩টি, শুকনা মরিচের ফ্লেগু আধা চা চামচ, সয়া সস ১ চা চামচ, গোলমরিচ ও লবণ সামান্য।
চেনা চিংড়ির অচেনা পদ
যেভাবে তৈরি করবেন
* সব উপকরণ ভালোভাবে মিশিয়ে পুর তৈরি করুন।
* মোমোর পাতায় পুর ভরে ভাঁজ করুন। ১০ থেকে ১২ মিনিট স্টিম করুন।
* পরিবেশনের আগে ওপর থেকে সামান্য চিলি-গার্লিক তেল ছড়িয়ে দিন।

সরষে-নারকেল চিংড়ি

উপকরণ
চিংড়ি ৩০০ গ্রাম, সরষে বাটা ২ টেবিল চামচ, নারকেল বাটা ৩ টেবিল চামচ, কাঁচা মরিচ ৪টি, হলুদ আধা চা চামচ, লবণ এবং সরষের তেল ৩ টেবিল চামচ।
চেনা চিংড়ির অচেনা পদ
যেভাবে তৈরি করবেন
* চিংড়িতে লবণ ও হলুদ মেখে হালকা ভেজে তুলে রাখুন। সরষে বাটা, নারকেল বাটা, হলুদ ও সামান্য পানি মিশিয়ে তেলে দিন।
* ফুটে উঠলে চিংড়ি ও কাঁচা মরিচ দিয়ে ঢেকে ৫-৬ মিনিট রান্না করুন। শেষে কাঁচা সরষের তেল ছড়িয়ে পরিবেশন করুন।

রোজ টক দই খেতে ভাল লাগে না, স্বাদ ফেরাতে বানিয়ে নিন ঠান্ডা ও মিষ্টি স্বাদের ইয়োগার্ট বার্ক

দই খাওয়া পেটের জন্য ভাল। প্রোবায়োটিকের সবচেয়ে বড় উৎসই হল দই। গ্রমের সময়ে শরীর ঠান্ডা রাখতে দই খেতে বলছেন চিকিৎসকেরা। তবে রোজ একঘেয়ে টক দই খেতে ভাল না লাগলে স্বাদ বদলাতে বানিয়ে ফেলুন দই দিয়ে সুস্বাদু ইয়োগার্ট বার্ক।
গ্রমে আইসক্রিম খেতেই মন চাইছে। কিন্তু স্বাস্থ্যের কথা ভেবে পিছিয়ে আসছেন। বদলে বেছে নিয়েছেন দই। তবে রোজই কি দই খেতে ভাল লাগে? যদি স্বাদ বদলাতে হয় তা হলে আইসক্রিম বা অন্যান্য মিষ্টির দিকে না তাকিয়ে বরং স্বাস্থ্যকর উপায় খুঁজে নিন। দই দিয়েই বানিয়ে ফেলুন আইসক্রিমের মতোই ঠান্ডা ও মিষ্টি স্বাদের ফ্রোজেন ইয়োগার্ট বার্ক। পদ্ধতি সহজ, খেতে ভাল এবং স্বাস্থ্যের সঙ্গে আপস করারও প্রয়োজন নেই।
ইয়োগার্ট বার্ক কেন এত পছন্দের
আইসক্রিমের বিকল্প যারা খুঁজছেন, তাঁরা এখন ইয়োগার্ট বার্কই পছন্দ করছেন বেশি। দইয়ের সঙ্গে মধু বা মেপল সিরাপ মিশিয়ে তাতে ফল, বাদাম ও চকোলেট চিল্প দিয়ে তৈরি করা যায় এই মিষ্টি। দেখতে খুব সুন্দর ও রঙিন হয়। অনেকে এতে প্রোটিন পাউডারও মেশান। বার্ক যেহেতু চিনি বা প্রিজারভেটিভ থাকে না, তাই এটি স্বাস্থ্যকর। প্রোটিনে সমৃদ্ধ। খেলে ক্যালোরি বেড়ে যাওয়ার ভয়ও থাকবে না। ছোটরা আইসক্রিম খেতে চাইলে, বদলে ইয়োগার্ট বার্ক বানিয়ে খাওয়াতে পারেন।
কী ভাবে বানাবেন?
উপকরণ:
২ কাপ জল ঝরানো টক দই বা গ্রিক ইয়োগার্ট
৩ চামচের মতো মধু বা মেপল সিরাপ
আধ কাপ নানা রকম বাদাম কুচি
১ থেকে ২ চামচ প্রোটিন পাউডার
১টি পাকা কলা
টপিংয়ের জন্য
পেস্তা, কাঠবাদাম বা আখরোটের কুচি
চকোলেট চিল্প
নানা রকম বীজ
ফল যেমন বেদানা, কালো আঙুর বা আম
প্রণালী:
বেকিং ট্রে-র উপর পার্চমেন্ট পেপার পেতে তাতে জল ঝরানো ফেটানো দই, মেপল সিরাপ বা মধু, প্রোটিন পাউডার, ভ্যানিলা এসেন্স মিশিয়ে ঢেলে দিন। চামচ দিয়ে ভাল করে ছড়িয়ে দিতে হবে সমান করে। এ বার চকোলেট চিল্প থেকে খানিকটা নিয়ে ভাল করে গলিয়ে তা দইয়ের উপর ঢেলে দিন। এ বার তার উপরে কলার ছোট ছোট টুকরো দিয়ে সামান্য বাদাম কুচি ছড়িয়ে দিন। এই বেকিং ট্রে ফ্রিজে ৩-৪ ঘণ্টা রাখতে হবে। ভাল হয় সারা রাত রাখলে। দই পুরো জমে গেলে উপরে আরও খানিকটা বাদাম কুচি, চকোলেট চিল্প ও ফলের টুকরো টপিং দিয়ে ছোট ছোট ঢোকা আকারে কেটে নিন। টপিংয়ের জন্য দেখতে ভাল লাগবে এবং খেতেও সুস্বাদু হবে।

কষানো নয়, হাতেমাখা সেক্স চিকেন দিয়ে সুস্বাদু ভর্তা বানিয়ে নিন! গ্রমে হালকা, মুখরোচক পদ থাকুক পাতে

ভর্তাপ্রেমী বাঙালির পাতে থাক মুরগির মাংসের ভর্তা। তবে কষানো মাংসের বদলে হাতেমাখা সেক্স মাংসের ভর্তা করে খেতে পারেন এ সময়ে। সুস্বাদু এবং হালকা পদ আরামদায়ক লাগবে দুপুরে বা রাতে।
হাসফাঁস গ্রম আর প্যাচপেচে আবহাওয়ায় নাজেহাল অবস্থা। এ সময়ে ভারী খাবারে অরুচি ধরে যায়। কিন্তু মাছ, মাংস, ডিম ছাড়া বাঙালির রসনাভৃষ্টি হয় না। কত দিন আর হালকা মাছের ঝোল ও হালকা চিকেন স্ট-তে মন মজে থাকবে? ভর্তাপ্রেমী বাঙালির পাতে থাক মুরগির মাংসের ভর্তা।

তবে কষানো মাংসের বদলে হাতেমাখা সেক্স মাংসের ভর্তা করে খেতে পারেন এ সময়ে। সুস্বাদু এবং হালকা পদ আরামদায়ক লাগবে দুপুরে বা রাতে। শিখে নিন সহজ রেসিপি।
২৫০ গ্রাম মুরগির মাংস
১-২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল
২টি মাঝারি আকারের পেঁয়াজ কুচি করে
আধ ইঞ্চি আদা
১টি লেবুপাতা
৩-৪ কোয়া রসুন
১ ইঞ্চি দারচিনি
৩টি লবঙ্গ
১টি এলাচ
১টি গোটা শুকনোলঙ্কা
২-৩টি কাঁচালঙ্কা
১-২ চা চামচ জিরেগুঁড়ো
স্বাদমতো নুন
প্রণালী
প্রেশার কুকারে আদা, রসুন, লেবুপাতা, দারচিনি, এলাচ, লবঙ্গ এবং নুন দিয়ে মুরগির মাংস সেক্স করে নিন। তার পর মাংসের জল ঝরিয়ে রাখুন। একটি কড়াইয়ে তেলছাড়া জিরেগুঁড়ো ভেজে নিন। রোস্ট করা গুঁড়ো অন্যত্র সরিয়ে রাখুন। পাত্রে তেল দিয়ে পেঁয়াজকুচি ও শুকনোলঙ্কা ভেজে নিন। এ বার হাতে হাতে হাড় থেকে মাংস আলাদা করে নিন। চাইলে মিশ্রর গ্রাইন্ডারও ব্যবহার করতে পারেন। নয়তো হাতেই মেখে নিতে পারেন সেক্স মাংস। এর সঙ্গে দিতে হবে ভাজা পেঁয়াজ, কঁচালঙ্কা ও জিরেগুঁড়ো। চাইলে অল্প কাঁচা তেল মিশিয়ে হাতে মেখে নিতে পারেন। তাতে মুরগির ভর্তা আরও একটু নরম হবে। গ্রম ভাতের সঙ্গে সেক্স মাংসের ভর্তা মেখে খেলে তৃপ্তি পাবেন।

শজনেউটার সুস্বাদু পদ

এখন শজনের মৌসুম। তাই সুলভ মূল্যেই কেনা যাচ্ছে এই সুপারফুড। পাতে রাখতে পারেন পুষ্টিগুণে ভরপুর এই সবজির নানা পদ। পাঁচ পদের রেসিপি দিয়েছেন রন্ধনশিল্পী আনিসা আক্তার নূপুর

শজনেউটায় বড় মাছের খাট্টা

উপকরণ
রুই মাছ চার টুকরা, শজনেউটা ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ, পেঁয়াজ বাটা, আদা বাটা ও রসুন বাটা দুই চা চামচ করে, ধনে, জিরা, হলুদ ও মরিচ গুঁড়া, তেঁতুলের টক পানি এক চা চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, চিনি সামান্য এবং সয়াবিন তেল আধা কাপ।
শজনেউটার সুস্বাদু পদ
যেভাবে তৈরি করবেন
* কড়াইয়ে তেল গরম করে মাছের সঙ্গে লবণ ও হলুদ মেখে ভেজে নিন।
* ভেজে রাখা মাছ তুলে নিয়ে ওই তেলের মধ্যে পেঁয়াজ কুচি, সব বাটা ও গুঁড়া মসলা দিয়ে কষিয়ে নিন।
* তারপর শজনেউটা দিয়ে আবার কষিয়ে প্রয়োজনমতো পানি দিন।
* সিদ্ধ হয়ে এলে মাছ দিয়ে ঢেকে রান্না করুন। পাঁচ মিনিট পর তেঁতুলের টক পানি দিয়ে আরো কিছুক্ষণ নেড়ে চিনি দিয়ে নামিয়ে পরিবেশন করুন।

শজনের আচারি ডাল

উপকরণ
শজনেউটা ১৫০ গ্রাম, মসুর ডাল ও মুগ ডাল এক কাপ, কাঁচা আম তিন টুকরা, পেঁয়াজ কুচি দুই টেবিল চামচ, রসুন কুচি, আদা, রসুন বাটা, হলুদ, মরিচ গুঁড়া, পাচফোড়ন এক চা চামচ করে, শুকনা মরিচ তিন-চারটি, কাঁচা মরিচ চার-পাঁচটি, লবণ স্বাদমতো, তেজপাতা একটি এবং সরিষার তেল দুই টেবিল চামচ

যেভাবে তৈরি করবেন
* ডাল ধুয়ে সব মসলা ডালের সঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে আধা লিটার পানি ও শজনেউটা দিয়ে ঢেকে সিদ্ধ হওয়া পর্যন্ত রান্না করুন।
* তারপর আম দিয়ে দুই মিনিট পরে অন্য কড়াইয়ে তেল গরম করে পাঁচফোড়ন, শুকনা মরিচ, রসুন কুচি ও তেজপাতা ফোড়ন দিয়ে ডালের সঙ্গে মিশিয়ে নামিয়ে নিন। এরপর পাত্রে ঢেলে পরিবেশন করুন।

সরিষা বাটায় শজনেউটা

উপকরণ
শজনেউটা ২৫০ গ্রাম, পেঁয়াজ কুচি এক টেবিল চামচ, আদা-রসুন বাটা ও ধনে গুঁড়া এক চা চামচ করে, সরিষা বাটা দুই চা চামচ, কাঁচা মরিচ বাটা দুই চা চামচ, হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ, লবণ স্বাদমতো এবং সরিষার তেল দুই টেবিল চামচ।

যেভাবে তৈরি করবেন
* কড়াইয়ে তেল গরম করে পেঁয়াজ কুচি হালকা ভেজে সরিষা বাটা বাদে বাকি সব মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন।
* তার পরে শজনেউটা দিয়ে আবার ভালো করে কষিয়ে দুই কাপ পরিমাণ পানি দিয়ে ঢেকে রান্না করুন ১০ মিনিট।
* এরপর সরিষা বাটা একটু পানি দিয়ে গুলে দিন। ঢেকে রান্না করুন। মাখা মাখা হয়ে এলে নামিয়ে পাত্রে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

শজনের পাঁচমিশালি

উপকরণ
শজনেউটা ২০০ গ্রাম, বরবটি ১০০ গ্রাম, বেগুন, মিষ্টি আলু ও পেঁপে এক কাপ করে, পেঁয়াজ বাটা এক টেবিল চামচ, রসুন কুচি দুই চা চামচ, ঘি, আদা বাটা, সরিষা বাটা, ধনে গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া ও হলুদ গুঁড়া এক চা চামচ করে, পোস্ত দানা বাটা আধা চা চামচ, নারকেল বাটা এক টেবিল চামচ, শুকনা মরিচ পাঁচটি, তেজপাতা দুটি, রাঁধুনি আধা চা চামচ, সরিষার তেল দুই টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো এবং চিনি সামান্য।
যেভাবে তৈরি করবেন
* কড়াইয়ে তেল গরম করে তেজপাতা, শুকনা মরিচ ও রাঁধুনি দিয়ে ফোড়ন দিন।
* তারপর একে একে বাটা ও গুঁড়া মসলা দিয়ে ভালো করে কষিয়ে নিন। এরপর সবজিগুলো দিয়ে কষিয়ে প্রয়োজনমতো পানি দিয়ে রান্না করুন ১০ মিনিট।
* সবজিগুলো সিদ্ধ হলে এক চিমটি চিনি ও ঘি দিয়ে নেড়েচেড়ে নামিয়ে নিন। পাত্রে ঢেলে সাজিয়ে পরিবেশন করুন।

শজনেউটা কাঁচা আমের যুগলবন্দি

উপকরণ
কাঁচা আম ও বেগুন এক কাপ করে, শজনেউটা ২০০ গ্রাম, রসুন কোয়া চার-পাঁচটি, রসুন কুচি এক টেবিল চামচ, পাঁচফোড়ন, হলুদ গুঁড়া, মরিচ গুঁড়া ও জিরা গুঁড়া এক চা চামচ করে, লবণ স্বাদমতো, শুকনা মরিচ চারটি, চিনি দুই চা চামচ এবং সরিষার তেল তিন টেবিল চামচ।

BANGLADESH HAIR DRESSER



দক্ষ কারিগর দ্বারা সুন্দর করে চুল কাটাতে হলে বাংলাদেশ হেয়ার ড্রেসারে আসুন।
যোগাযোগ: নিখিলবাবু

OPEN 7 DAYS , 9AM-8PM

বাংলাদেশ হেয়ার ড্রেসার

471McDonald Avenue, Brooklyn, NY 11218

Tel.: 718-435-7151

DESH BIDESH UNISEX BARBER SHOP

দেশ বিদেশ ইউনিসেক্স বারবার সপ

HAIR CUT \$15.00

এখানে বাঙালী কারিগর দ্বারা চুল কাটা হয়



৭ দিনই খোলা - OPEN 7 DAYS (9AM - 11PM)

Tel : 917-832-6788



Suru

মহিলাদের জন্য পার্লারের সুব্যবস্থা আছে
৭ দিনই খোলা - OPEN 7 DAYS (9AM - 11PM)



Porimal

37-53 73rd Street, Jackson Heights, NY 11372

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ১৮ বছর পূর্তি উদযাপন

অস্তিত্ব সংকটে"। আলোচনা সভায় বক্তারা বাংলাদেশের মিডিয়া, যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত সাংবাদিকদের কর্মজীবন এবং বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার গতি-প্রকৃতি ও কৌশল বদলে যাওয়া নিয়ে আলোচনা করেন। আলোচনায় বক্তারা বাংলাদেশের মিডিয়ার পরিস্থিতি প্রসঙ্গে বলেন, রাজনৈতিক তোষামোদী মিডিয়ার গ্রহণযোগ্যতা হারায়। মূলধারার মিডিয়াকে তথ্য প্রকাশে দায়িত্বশীল ভূমিকা রাখার কথা উল্লেখ করেন তারা। প্রযুক্তি ও সোশ্যাল মিডিয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে আপোষ-হীন ও অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার ওপর মিডিয়াকে জোরালো ভূমিকা রাখার কথা বক্তারা অভিমত প্রকাশ করেন।

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন আমেরিকা-বাংলাদেশি প্রেসক্লাবের সভাপতি শওকত ওসমান রচি এবং সেমিনার সঞ্চালনা করেন ক্লাবের সাবেক সভাপতি দর্পণ কবীর। অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেসমিনিষ্টার গোলাম মোর্তুজা, নিউইয়র্কস্থ বাংলাদেশ কনস্যুলেটের কপাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক, প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ। এছাড়া আলোচ্য বিষয়ের ওপর প্যানেল আলোচক হিসাবে আলোচনা করেন প্রবীণ সাংবাদিক সাঈদ তারেক, মঈনুদ্দীন নাসের, বাংলাদেশ প্রতিকার সম্পাদক ডাঃ ওয়াজেদ এ খান, জন্মভূমি প্রতিকার সম্পাদক রতন তালুকদার, প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা প্রতিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী ও প্রবাস প্রতিকার সম্পাদক ও ক্লাবের সাবেক সভাপতি মোহাম্মদ সাঈদ, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক শোয়েব আহমেদ ভূঁইয়া। অনুষ্ঠানের শুরুতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান মজুমদার ও শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন প্রেসক্লাবের কোষাধ্যক্ষ মল্লিকা খান মুনা, সহ-সভাপতি মোহাম্মদ মনজুরুল হক ও সহ-সাধারণ সম্পাদক আবু বকর সিদ্দিক। দেড়ঘণ্টা পূর্তি উপলক্ষে স্মরণিকা 'আলোকবর্তিকা'র মোড়ক উন্মোচন করার সময় শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন স্মরণিকাটির সম্পাদক তোফাজ্জল লিটন এবং সবশেষে সভাপতির ভাষণ দেন শওকত ওসমান রচি।

অনুষ্ঠানে সেমিনার পর্ব শেষ হলে কেকে কেটে প্রেসক্লাবের ১৮ বছর পূর্তির আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয়। এ ছাড়া দেড় ঘণ্টা পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত স্মরণিকা 'আলোকবর্তিকা'র মোড়ক উন্মোচন করা হয়। এরপর এই প্রেসক্লাবের পক্ষ থেকে কণ্ঠশিল্পী এম. এ. সোয়েব ও অভিনেত্রী মৌসুমীকে বিশেষ সম্মাননা ফ্রেস্ট প্রদান করা হয়। বরণ্য কণ্ঠশিল্পী রথীন্দ্রনাথ রায় এম. এ. সোয়েবকে এবং প্রেসমিনিষ্টার গোলাম মোর্তুজা এবং কপাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক চিত্রনায়িকা মৌসুমীর হাতে ফ্রেস্ট তুলে দেন। অনুষ্ঠানে আগতদের ক্লাবের পক্ষ থেকে গোলাপ দিয়ে শুভেচ্ছা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সাংস্কৃতিক পর্বে সঙ্গীত পরিবেশন করেন এম. এ. সোয়েব এবং টিনা রাসেল। অনুষ্ঠানে কমিউনিটির সুবীজন, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী এবং ক্লাবের সদস্যরা সপরিবারে উপস্থিত ছিলেন। সেমিনারে মানবজমিন প্রতিকার প্রধান সম্পাদক মতিউর রহমান চৌধুরীর 'কেমন আছে বাংলাদেশি মিডিয়া' লেখা পাঠ করেন অনুষ্ঠানের সঞ্চালক দর্পণ কবীর। এই লেখার ওপর আলোচনা করেন বক্তারা। প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমেদ বলেন, মিডিয়ায় অপপ্রচার বা মিথ্যা সংবাদ বা সত্য আড়াল করার চেষ্টা হলে মানুষের কাছে সোশ্যাল মিডিয়া বা অন্য কিছু ঢুকবেই। মিডিয়া নিজের গ্রহণযোগ্যতা হারাতে পারে।

বাংলাদেশ দূতাবাসের প্রেসমিনিষ্টার গোলাম মোর্তুজা বলেছেন, বাংলাদেশের মিডিয়ার বিপর্যয়ের জন্য মিডিয়ার সম্পাদক এবং মালিকরাই দায়ী। বাংলাদেশে এমনটা দেখা যায়নি। কপাল জেনারেল মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক বলেন, সঠিক তথ্য বা বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতাই সকল মানুষ জানতে চায়, শুনতে চায় বা দেখতে চায়। দলীয় প্রতিকার সংবাদ দলীয় সমর্থকরা যদি পছন্দ করত তাহলে বিভিন্ন সময়ে দলীয় প্রতিকারগুলোর প্রচার সংখ্যা বেশি-এমনটা দেখা যেত। তা দেখা যায়নি। তিনি আরো বলেন, নতুন যে কোন মাধ্যমকে স্বীকার করতে হবে, প্রতিযোগিতা করতে হবে। এখন সোশ্যাল মিডিয়ার যুগ। সকলে দৃষ্টি রাখি ওখানে। প্রবীণ সাংবাদিক সাঈদ তারেক বলেন, বাংলাদেশের ৬০ বা ৭০ দশকের সাংবাদিকতা এখন নেই। সাংবাদিকতার চরিত্র ও সজ্জা বদলে গেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মিডিয়াগুলোকে চ্যালেঞ্জ নিতে হয়েছে। আমাদের দেশের মিডিয়াগুলোতে সংকট চলছে। অনেক মিডিয়ার সাংবাদিকরা ঠিক মত বেতনই পাচ্ছেন না। এই সংকটও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতার চর্চাকে ব্যাহত করছে। বাংলাদেশ প্রতিকার সম্পাদক ডাক্তার ওয়াজেদ এ খান বলেন, বিশ্বব্যাপী মিডিয়ার সংকট চলছে। পাঠকের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তনও হয়েছে। সোশ্যাল মিডিয়া বা এআই এর উত্থান প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক্স মিডিয়াকে চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে হচ্ছে। সাংবাদিক নেতা মঈনুদ্দীন নাসের বলেছেন, সাংবাদিকতায় সত্যতা ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আগে এই সত্যতাকে মূল্যায়ন করতে দেখেছি। এখন কী দেখছি? উল্টো। জুলাই বিপ্লবের পর দেশে একজন সাংবাদিক সাংবাদিক গ্রেপ্তার হবার পর জানতে পারলাম তার ব্যাংক একাউন্টে ৪৪ কোটি টাকা আছে। একজন সাংবাদিক এতো টাকার মালিক কীভাবে হলেন? আমরা কোথায় আছি? প্রভাষক শোয়েব আহমেদ ভূঁইয়া বলেন, সাংবাদিকরা চাটুকার হয়ে গেলে সং সাংবাদিকতা আশা করা যায় না। তিনি বাংলাদেশের অর্থনীতির কথা উল্লেখ করে বলেন, একটি দেশের অর্থনীতির উন্নতি না হলে এর প্রভাব মিডিয়াতেও পড়ে। সমাজের পরিবর্তন হয় না। তিনি বলেন, ৬৬ সালে সিংগাপুর স্বাধীন হয়ে অর্থনীতিতে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। আর বাংলাদেশের অর্থনীতি তলানিতে।

প্রবাস প্রতিকার সম্পাদক মোহাম্মদ সাঈদ বলেন, প্রবাসে আমরা বাংলা মিডিয়ার মাধ্যমে কমিউনিটি বিনির্মাণের কাজ করে যাচ্ছি। বাংলাদেশের সংবাদ প্রকাশ করে সেতুবন্ধনেরও কাজ করছি। এই প্রবাসেও মিডিয়া সংকটে ভুগছে। পাঠক কমে যাচ্ছে। প্রতিকার প্রকাশনাও কমে যাচ্ছে। প্রথম আলো উত্তর আমেরিকা প্রতিকার সম্পাদক ইব্রাহিম চৌধুরী বলেন, মিডিয়ার সংকট আছে-এ নিয়ে সন্দেহ নেই। এ সংকট সবসময়েই ছিল নানা অভিধায়। এখন সংকটের জন্য এআইকে বা প্রযুক্তিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালে আসল সমস্যাটা আড়ালেই থেকে যায়। প্রযুক্তি বদলেছে। পাঠক বদলেছে। মানুষের খবর পড়ার, দেখার, শোনার অভ্যাস বদলেছে। মিডিয়ার ব্যবসায়িক মডেল বদলেছে। -মিডিয়ার সংকটটাই বদলে গেছে।

জন্মভূমি প্রতিকার সম্পাদক রতন তালুকদার বলেন, মিডিয়ায় সমস্যা আগেও ছিল, আছে এবং থাকবে। আমাদের সতর্ক থাকা উচিত যেন মিডিয়ায় মিথ্যা তথ্য পরিবেশিত না হয়।

মিশিগানে বাংলাদেশি মেয়ের গাড়িচাপায় বাবার মৃত্যু

বিকেল ৫টার দিকে টেন মাইল রোড ও দক্ষিণ ওয়ার্লার এলাকার নিজ বাসার সামনে এ দুর্ঘটনা ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাতে জানা যায়, আবদুর রহিম তার মেয়েকে গাড়ি চালানো শেখাচ্ছিলেন। এ সময় ভুলবশত গাড়িটি রিভার্সে দ্রুত পেছনে চলে গিয়ে তাকে চাপা দেয়। খবর পেয়ে ওয়ারেন পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস ঘটনাস্থলে পৌঁছে গুরুতর আহত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যায়। পরে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ঘটনার পর তার শিক্ষানবিশ চালক মেয়েকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ হেফাজতে নেওয়া হয়েছে বলে জানা গেছে। ২০১৯ সালে যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান মোহাম্মদ আবদুর রহিম। তার আকস্মিক মৃত্যুতে মিশিগানের বাংলাদেশি কমিউনিটিতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

DAS WINE & LIQUOR



UTTAM
347-885-2025



RATAN
646-361-5660



KRISHNA
646-363-3137



25-09 39th Avenue, Store # 1C, Long Island City, NY 11101

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



প্রতিপক্ষের ঢালাও অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

ঘিরে কোন কোন মহল নানা অভিযোগ তুলেছেন। ফলে নানা মহলে প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছেন সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী নেতৃত্বাধীন বর্তমান কার্যকরী পরিষদ। বিশেষ করে আসন্ন নির্বাচন ঘিরে কমিউনিটিতে অভিযোগগুলো আলোচিত হচ্ছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে স্বচ্ছতার স্বার্থে সোসাইটির কার্যকরী পরিষদ সংবাদ সম্মেলন করে সকল অভিযোগের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন- বর্তমান কার্যকরী পরিষদ সোসাইটির একটি ডলারও অপচয় করেনি বরং এই কমিটির বিদায়ের সময় সংগঠনের ফান্ডে প্রায় এক মিলিয়ন ডলার বা তারও বেশী অর্থ ব্যাংকে গচ্ছিত রেখে যাবে। সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়: “আমরা কোনো কাদা ছোড়াছুড়ি বা ব্যক্তিগত বিতর্কে যেতে চাই না। আমরা হিসাব, নথি ও প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলতে চাই। যারা এই অভিযোগ করছেন, তাদের প্রতি আমাদের স্পষ্ট আহ্বান বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার খরচ বা আত্মসাৎ করেছে, এর পক্ষে ন্যূনতম কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকলে তা সোসাইটির সদস্যদের সামনে প্রকাশ করুন।”

উল্লেখ্য, সোসাইটির আগামী নির্বাচনে ‘সেলিম-আলী’ প্যানেল পুনরায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তাদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বি প্যানেল ‘কুনু-ফিরোজ’ পরিষদ। ২০২৪ সালের ২৭ অক্টোবর অনুষ্ঠিত সোসাইটির নির্বাচনে সেলিম-আলী নেতৃত্বাধীন পূর্ণাঙ্গ প্যানেলে জয়লাভ করেছিলো।

বাংলাদেশ সোসাইটির নিজস্ব কার্যালয়ে গত ২৮ সেপ্টেম্বর, সোমবার বিকেলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে দীর্ঘ লিখিত বক্তব্যে বিস্তারিত এবং অভিযোগগুলোর ব্যাখ্যা তুলে ধরেন সংগঠনের সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী। এরপর সোসাইটির ট্রাস্টি বোর্ডের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়ান, সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী উপস্থিত সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন। জনাকীর্ণ এই সংবাদ সম্মেলনে সোসাইটি ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্য আজিমুর রহমান বুরহান, আব্দুর রহীম হাওলাদার, মোহাম্মদ আতারাউল আলম, আহসান হাবীব, জুনেদ চৌধুরী, ফখরুল ইসলাম দেলোয়ার ও নাসিম টুটুল সহ কর্মকর্তাদের মধ্যে সিনিয়র সহ সভাপতি মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ সভাপতি কামরুজ্জামান কামরুল, সাংগঠনিক সম্পাদক ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক রিজু মোহাম্মদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক মোহাম্মদ হাসান (জিলানী), কার্যকরী সদস্য জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী, হাছান খান উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনে মোহাম্মদ আলী তার ৮ পৃষ্ঠার লিখিত বক্তব্যের শুরুতে বাংলাদেশ সোসাইটির ভালো সময়ে এবং বিভিন্ন কঠিন সময়ে পাশে থাকা এবং আন্তরিকতা, সহযোগিতা ও পাশে থাকার জন্য সংবাদিকদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং বিস্তারিত তুলে ধরেন। তিনি বলেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আজ আমাদের এই সংবাদ সম্মেলন আহ্বান করতে হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং বিভিন্ন জনসমাগমে সোসাইটির কয়েকজন সদস্য বাংলাদেশ সোসাইটি বর্তমান কার্যকরী পরিষদ এবং এর কর্মকর্তা নিয়ে বেশ কিছু মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর ও বাস্তবতাবিপর্যিত বক্তব্য দিয়ে আসছেন। এসব বক্তব্য আমাদের ব্যথিত করেছে এবং কমিউনিটির মানুষের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তাই আজ আমরা কোনো পাল্টা অভিযোগ বা ব্যক্তিগত আক্রমণের জন্য নয়, বরং উত্থাপিত বিষয়গুলোর প্রকৃত তথ্য ও বাস্তবতা আপনাদের মাধ্যমে কমিউনিটির সামনে তুলে ধরতে উপস্থিত হয়েছি।

মোহাম্মদ আলী বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি ৫১ বছরের একটি প্রতিষ্ঠান। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণের শুরুতেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সোসাইটির কার্যক্রম হবে স্বচ্ছ, জবাবদিহিমূলক এবং সদস্যদের জন্য সহজলভ্য। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা গঠনতন্ত্র অনুসরণ করে সেই দায়িত্ব পালনের সর্বোচ্চ চেষ্টা করছি। ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪-এর অভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠানে বিদায়ী কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্যে জানানো হয়েছিল যে, সোসাইটির অ্যাকাউন্টে প্রায় ৩ লক্ষ ৮৫ হাজার ডলার রেখে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু পরবর্তীতে আনুষ্ঠানিকভাবে ব্যাংক হিসাব ও আর্থিক দায়দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর আমরা দেখতে পাই, অ্যাকাউন্টে প্রকৃত অর্থের পরিমাণ ছিল মাত্র ১ লক্ষ ৩৫ হাজার ৬৭৩.৮৯ ডলার। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ অনুষ্ঠানসহ পূর্ববর্তী কমিটির সময়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠান, সেবা ও অন্যান্য খাতে প্রায় ২০ হাজার ডলারের বকেয়া দায়ও আমাদের পরিশোধ করতে হয়েছে। অর্থাৎ, সব দায় সমন্বয় করলে কার্যত মাত্র ১ লক্ষ ১৬ হাজার ডলারের নিট আর্থিক অবস্থান নিয়ে আমরা বাংলাদেশ সোসাইটির দায়িত্ব গ্রহণ করি।

তিনি বলেন, আমরা কার্যত মাত্র ১ লাখ ১৬ হাজার ডলার নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিলাম। কিন্তু এই সময়ে অর্থ সংঘর্য করতে গিয়ে আমরা সোসাইটির কার্যক্রম থামিয়ে রাখিনি গত ২০ মাসে বরং অত্যন্ত জমকালো আয়োজনে বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তি উদ্‌যাপন করেছি, পবিত্র রমজানে নিউইয়র্ক সিটির বাঙালি অধ্যুষিত চারটি এলাকায় মোঁ চটি ইফতার মাহফিলের আয়োজন করেছি। পাশাপাশি ইমিগ্রেশন সেমিনার, এনআইডি কার্ড সংক্রান্ত সেমিনারসহ বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ক্রীড়া, ধর্মীয় ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি পরিচালনা করেছি। সোসাইটির কোনো সদস্য মৃত্যুবরণ করলে, তাঁর পরিবারের এই কঠিন সময়ে আমরা পাশে দাঁড়িয়েছি। প্রয়োজন অনুযায়ী ফিউনারেল সহায়তা, সোসাইটির নিজস্ব কবরের ব্যবস্থা অথবা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছি। এতসব কর্মসূচি, অনুষ্ঠান, সহযোগিতা ও জনকল্যাণমূলক ব্যয় করার পরও গত ৩১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত বাংলাদেশ সোসাইটির অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত অর্থের পরিমাণ প্রায় এক মিলিয়ন ডলার (৯ লাখ ১৯ হাজার ডলার)। রেকর্ড অনুযায়ী, বাংলাদেশ সোসাইটির ৫০ বছরের ইতিহাসে এ পরিমাণ অর্থ সোসাইটির অ্যাকাউন্টে গচ্ছিত থাকার নজির নেই।

কমিউনিটির দায়িত্বশীল কারো কারো ‘৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার ব্যয়ের অভিযোগ’ সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী বলেন, কিছুদিন ধরে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এবং বিভিন্ন বক্তব্যে বলা হচ্ছে, বর্তমান কার্যকরী পরিষদ নাকি বাংলাদেশ সোসাইটির ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার খরচ করেছে, এমনকি ‘হিরলুট’ করেছে। অত্যন্ত গুরুতর এই আর্থিক অভিযোগ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা কোনো কাদা ছোড়াছুড়ি বা ব্যক্তিগত বিতর্কে যেতে চাই না। আমরা হিসাব, নথি ও প্রমাণের ভিত্তিতে কথা বলতে চাই। যারা এই অভিযোগ করছেন, তাদের প্রতি আমাদের স্পষ্ট আহ্বান বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার খরচ বা আত্মসাৎ করেছে, এর পক্ষে ন্যূনতম কোনো গ্রহণযোগ্য প্রমাণ থাকলে তা সোসাইটির সদস্যদের সামনে প্রকাশ করুন। আমরা সেই

প্রমাণকে স্বাগত জানাব এবং প্রকাশ্যেই তার জবাব দেব। কিন্তু প্রমাণ ছাড়া এত বড় আর্থিক অভিযোগ বারবার প্রচার করা কোনোভাবেই দায়িত্বশীল আচরণ হতে পারে না।

তিনি বলেন, সোসাইটির ৫০ বছর পূর্তির বড় আয়োজন, গত দুই বছরে বাঙালী অধ্যুষিত চারটি এলাকায় ৮টি ইফতার মাহফিল, দুটি একুশে ফেব্রুয়ারির অনুষ্ঠান, দুই দুইটি বাংলা স্কুল পরিচালনা খরচ এবং আরও বহু সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও জনকল্যাণমূলক কর্মসূচি আমরা পরিচালনা করেছি। একই সময়ে অফিস পরিচালনা ও সোসাইটির নিয়মিত কার্যক্রমও অব্যাহত ছিল। জানুয়ারী ২০২৫ থেকে আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত আমাদের হিসাব অনুযায়ী, সোসাইটির নিয়মিত অপারেটিং ব্যয় হয়েছে প্রায় ২ লাখ ৫ হাজার ৪৭ ডলার এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচিতে ব্যয় হয়েছে প্রায় ৩ লাখ ২০ হাজার ৪১৮ ডলার। অর্থাৎ সব মিলিয়ে ব্যয়ের হিসাব ২৫ লাখ ২৫ হাজার ৪৬৫ ডলার, ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার নয়। অথচ ৭ লাখ ২৫ হাজার ডলার ‘হিরলুটের’ যে অভিযোগ প্রচার করা হচ্ছে, তার সঙ্গে বাস্তব হিসাবের মিল কোথায়? বাংলাদেশ সেন্টার ক্রয় সম্পর্কে তিনি বলেন, এনিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য ছড়ানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বর্তমান কার্যকরী পরিষদের অন্যতম প্রধান নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল প্রবাসী বাংলাদেশিদের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ বাংলাদেশ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা। আমরা যখন দায়িত্ব গ্রহণ করি, পূর্ববর্তী দায়দেনা সমন্বয়ের পর আমাদের কার্যকর আর্থিক অবস্থান ছিল মাত্র ১ লাখ ১৬ হাজার ডলার। আমাদের বিশ্বাস ছিল সং উদ্দেশ্য, সঠিক পরিকল্পনা এবং কমিউনিটির সহযোগিতা থাকলে এই স্বপ্ন বাস্তবায়ন সম্ভব। দীর্ঘ অনুসন্ধানের পর জ্যামাইকা এলাকায় একটি ভবন আমাদের পছন্দ হয়। অবস্থান, যোগাযোগ ব্যবস্থা ও কমিউনিটির সু-বিধাসহ বিভিন্ন বিষয় বিবেচনা করে প্রাথমিক যাচাই-বাছাইয়ের পর কার্যকরী পরিষদ ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের আলোচনায় ক্রয় প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। আমাদের অ্যাটর্নির মাধ্যমে ৩১ অক্টোবর ২০২৫ শর্তসাপেক্ষ ক্রয়চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। সোসাইটির পক্ষ থেকে ২ লাখ ডলার ডিপোজিট প্রদান করা হয়, যার মধ্যে ১ লাখ ২৫ হাজার ডলার বোর্ড অব ট্রাস্টিজের চেয়ারম্যান শাহ নেওয়াজ ব্যক্তিগতভাবে অনুদান হিসেবে প্রদান করেন। চুক্তিটি ছিল শর্তসাপেক্ষ। ভবনটিতে কিছু ভায়োলেশন ও অন্যান্য অসঙ্গতি ছিল এবং সেগুলো সমাধানের শর্তেই আমরা এগিয়েছিলাম। পরবর্তীতে বিক্রেতা পক্ষ নির্ধারিত শর্ত পূরণ করতে না পারায় সোসাইটির বৃহত্তর স্বার্থে আমরা চুক্তি বাতিল করি এবং সম্পূর্ণ ২ লাখ ডলার ডিপোজিট ফেরত নিয়ে আসি। তিনি বলেন, আমরা কখনো বলিনি, ‘ভবন কিনে ফেলেছি।’ আমরা বলেছিলাম ‘প্রথম ধাপ সম্পন্ন করেছি’ কারণ শর্তসাপেক্ষ চুক্তি স্বাক্ষর এবং ২ লাখ ডলার ডিপোজিট প্রদানের মাধ্যমে বাস্তবেই ক্রয় প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল। আমাদের অনুরোধ একটাই অভিযোগের আগে তথ্য যাচাই করুন। বাংলাদেশ সেন্টার কোনো ব্যক্তি বা একটি পরিষদের স্বপ্ন নয়; এটি আমাদের পুরো কমিউনিটির এবং আগামী প্রজন্মের জন্য একটি স্থায়ী ঠিকানা গড়ার স্বপ্ন।

সোসাইটির ভবনের ভায়োলেশন ও জরিমানা নিয়ে বিভ্রান্তিকর বক্তব্য সম্পর্কে তিনি বলেন, অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলতে চাই এই ভায়োলেশনগুলো বর্তমান কার্যকরী পরিষদের সময়ে সৃষ্টি হয়নি এবং এর বিপরীতে আরোপিত জরিমানাও আমাদের মেয়াদকালের নয়। আমরা দায়িত্ব গ্রহণের সময় এগুলো পূর্ববর্তী সময় থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছি। এ সংক্রান্ত তথ্য নিউইয়র্ক সিটির সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পাবলিক রেকর্ডে রয়েছে: যে কেউ চাইলে তা যাচাই করতে পারেন। আমরা দায়িত্ব নেওয়ার সময় দেখতে পাই, সোসাইটির ভবনের ওপর পূর্ববর্তী সময়ের বিভিন্ন ভায়োলেশন বাবদ প্রায় ৮২ হাজার ডলারের মত জরিমানা রয়েছে। বছরের পর বছর এক কমিটি থেকে আরেক কমিটির কাছে বিষয়টি চলে এসেছে, কিন্তু এর স্থায়ী সমাধান হয়নি। তিনি বলেন, আমরা চাইলে দায়িত্ব নিয়েই সোসাইটির অর্থ থেকে পুরো জরিমানা পরিশোধ করে বিষয়টি শেষ করে দিতে পারতাম। কিন্তু আমরা মনে করেছি, সেটি সোসাইটির অর্থের সর্বোত্তম ব্যবহার হবে না। যে অর্থ সোসাইটির সদস্যদের, সেই অর্থ থেকে এক ডলার খরচ করার আগেও আমাদের দেখতে হবে আইনসম্মতভাবে সেই ব্যয় কমানোর বা এড়ানোর কোনো সুযোগ আছে কি না। এই দায়িত্ববোধ থেকেই আমরা দায়িত্ব গ্রহণের পর একটি পেশাদার ফার্মকে নিয়োগ দিয়েছি। যেহেতু বাংলাদেশ সোসাইটি একটি নন-প্রফিট প্রতিষ্ঠান, তাই আইনগতভাবে



জরিমানা কমানো, সমন্বয় করা কিংবা সম্ভব হলে সম্পূর্ণ মওকুফের কোনো সুযোগ রয়েছে কি না সেই প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে। এ ধরনের প্রক্রিয়া সময়সাপেক্ষ, এবং কাজটি এখনো চলমান। তিনি আরো বলেন, আমাদের প্রচেষ্টায় ইতোমধ্যে প্রায় ৮২ হাজার ডলারের জরিমানার পরিমাণ কমিয়ে প্রায় ৩১ হাজার ডলারে নিয়ে আসা হয়েছে। বার্ষিক ইফতার মাহফিলের ব্যয় নিয়ে তোলা অভিযোগ-কে ‘ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলী বলেন, সোসাইটির বার্ষিক ইফতার মাহফিল নতুন কোনো আয়োজন নয়। যুগ যুগ ধরে এটি সোসাইটির একটি নিয়মিত ও অত্যন্ত সংবেদনশীল ধর্মীয়-সামাজিক আয়োজন। তবে অতীতে এটি মূলত একটি নির্দিষ্ট এলাকায় অনুষ্ঠিত হতো। সময়ের সঙ্গে বাস্তবতা বদলেছে। আজ নিউইয়র্কের বিভিন্ন এলাকায় বিপুলসংখ্যক প্রবাসী বাংলাদেশীর বসবাস। সেই বাস্তবতাকে সামনে রেখেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম সোসাইটি যদি সবার হয়, তাহলে সোসাইটির আয়োজনও সবার দোরগোড়ায় পৌঁছাতে হবে। এটি আমাদের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিরও একটি অংশ ছিল। তাই একটি এলাকায় একটি বড় অনুষ্ঠান করে নির্দিষ্টসংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে, বাঙালী অধ্যুষিত চারটি এলাকায় ইফতার মাহফিল নিয়ে গিয়েছি। গত দুই বছরে আমরা মোট ৮টি ইফতার মাহফিল আয়োজন করেছি, যাতে সাধারণ সদস্য, পরিবার, শিশু-কিশোর, নতুন প্রজন্মসহ কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষ সহজে অংশ নিতে পারেন।

তিনি বলেন, অভিযোগে বলা হচ্ছে, বর্তমান কার্যকরী পরিষদ ইফতার মাহফিলে প্রায় ৮৯,০০০ হাজার ডলার খরচ করেছে। সংখ্যাটি মোট ব্যয় হিসেবে ঠিক, কিন্তু যেভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে, সেখানে পুরো চিত্রটি বলা হচ্ছে না। এই ৮৯,০০০ হাজার ডলার একটি ইফতার মাহফিলের খরচ নয়; এটি দুই বছরে চারটি এলাকায় অনুষ্ঠিত মোট ৮টি ইফতার মাহফিলের সম্মিলিত ব্যয়। এই মোট ব্যয়ের মধ্যে ৪২ হাজার ৫৭০ ডলারের বেশি এসেছে স্পন্সর ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের সহযোগিতা থেকে। এর একটি উল্লেখযোগ্য অংশ দিয়েছেন আমাদের বোর্ড অব ট্রাস্টি এবং কার্যকরী পরিষদেও কর্মকর্তার। অর্থাৎ সোসাইটির নিজস্ব ফান্ড থেকে ৮টি অনুষ্ঠানের জন্য ব্যয় হয়েছে আনুমানিক ৪৬ হাজার ৪৩০ ডলার, গড়ে প্রতিটি ইফতার মাহফিলে মাত্র ৫,৮০০.৭৫ ডলার।

সোসাইটির কর্মকর্তাদের নামে ইস্যুকৃত চেক সম্পর্কে সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী বলেন, এনিয়ে সদস্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরির চেষ্টা করা হচ্ছে। সোসাইটির কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে অনেক সময় এমন কিছু জরুরি খরচ আসে, যেখানে নগদ অর্থে পেমেট করতে হয়। অথচ সোসাইটির ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে ইচ্ছামতো নগদ অর্থ উত্তোলন করে খরচ করার প্রচলিত ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রয়োজনে সভাপতি, সিনিয়র সহ-সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ কিংবা অন্য কোনো দায়িত্বশীল কর্মকর্তা নিজের পকেট থেকে সোসাইটির অনুমোদিত খরচটি পরিশোধ করেন। পরে সেই খরচের যথাযথ রসিদ বা ভাউচার জমা দেওয়ার পর তা যাচাই-বাছাই করা হয় এবং ব্যয়টি সঠিক প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে তার নিজের খরচ করা অর্থ ফেরত দেওয়ার জন্য তার নামে চেক ইস্যু করা হয়।

বার্ষিক সাধারণ সভা, হিসাব ও অডিট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি কোনো ব্যক্তির ইচ্ছায় পরিচালিত হয় না; এটি পরিচালিত হয় এর গঠনতন্ত্র ও বিধি অনুযায়ী। বর্তমান কার্যকরী পরিষদ সেই নিয়ম মেনেই দায়িত্ব পালন করছে এবং মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত সেভাবেই পরিচালনা করবে। গঠনতন্ত্র অনুযায়ী গত ডিসেম্বর মাসে আমরা বার্ষিক সাধারণ সভা করেছি। সেখানে সিপিএ রিপোর্টসহ সোসাইটির আয়-ব্যয়ের বিস্তারিত হিসাব সদস্যদের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ফিউনারেল সার্ভিস ও কবরের অর্থ নিয়ে বিভ্রান্তি’র অভিযোগ সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী বলেন, অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে শুনছি, বলা হচ্ছে বর্তমান কার্যকরী পরিষদ নাকি কবর বা ফিউনারেল সার্ভিসের অর্থ শেষ করে ফেলেছে কিংবা সেই অর্থের কোনো হিসাব নেই। আমরা অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে পরিকার করে বলতে চাই এটি সঠিক নয়। একটি ডলারও হারিয়ে যায়নি। অর্থের হিসাব আছে এবং অর্থ তার নির্ধারিত জায়গায় রয়েছে। বরং স্বচ্ছতা আরও নিশ্চিত করতে ফিউনারেল ও কবর সংক্রান্ত অর্থের জন্য সম্পূর্ণ পৃথক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং কার্যকরী পরিষদে এ বিষয়ে রেজুলেশনও গৃহীত হয়েছে। এই খাতের অর্থ এই ফান্ডেই থাকবে এবং ফিউনারেল ও কবরের প্রয়োজনেই ব্যবহৃত হবে।

কবর ক্রয়সংক্রান্ত অভিযোগ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমরা ১৬ ডিসেম্বর ২০২৪ শপথ গ্রহণ করি এবং গঠনতন্ত্র অনুযায়ী ১ জানুয়ারী ২০২৫ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে দায়িত্ব গ্রহণ করি। দায়িত্ব বুঝে নেওয়ার পর ব্যাংক হিসাব পর্যালোচনা করতে গিয়ে জানতে পারি, আমাদের শপথ গ্রহণের দিনই বিদায়ী কার্যকরী পরিষদের সময় একটি প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কবর ক্রয়ের উদ্দেশ্যে ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার প্রদান করা হয়েছিল। সেই অর্থ প্রদানের প্রক্রিয়ায় গঠনতান্ত্রিক প্রশ্ন দেখা দেওয়ায় কার্যকরী পরিষদ ও বোর্ড অব ট্রাস্টিজের সমন্বয়ে একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়। আমাদের আহ্বানে বিদায়ী পরিষদের তৎকালীন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক আলোচনায় অংশ নেন। আলোচনায় তাঁদের প্রক্রিয়াগত এবং সাংবিধানিক ভুলটি বুঝতে পারেন এবং অর্থ ফেরত আনার ক্ষেত্রে সহযোগিতার আশ্বাস প্রদান করেন। পরবর্তীতে বর্তমান কার্যকরী পরিষদ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বশীল ব্যক্তিদের সঙ্গে দফায় দফায় আলোচনা করে। আলোচনার পর তারা সম্পূর্ণ ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার কয়েকটি কিস্তিতে বাংলাদেশ সোসাইটিকে ফেরত দেওয়ার বিষয়ে সম্মত হন। তাঁদের সহযোগিতা ও আন্তরিকতার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।

অন্যান্য অভিযোগ সম্পর্কে মোহাম্মদ আলী বলেন, আমাদের বিরুদ্ধে আরও কিছু অভিযোগ, অপবাদ, ভুল ব্যাখ্যা এবং অর্ধসত্য তথ্য বিভ্রান্তভাবে প্রচার করা হচ্ছে। আমরা দায়িত্ব পাওয়ার পর সেই প্রতিশ্রুতিগুলো বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছি। আমাদের মূল্যায়ন অনুযায়ী, অধিকাংশ কাজ ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে; কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখনো চলমান রয়েছে। বর্তমান কার্যকরী পরিষদের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত, এবং মেয়াদের শেষ দিন পর্যন্ত অসমাপ্ত কাজগুলো এগিয়ে নেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা আমরা করে যাব।

লিখিত বক্তব্যেও সবশেষে মোহাম্মদ আলী কমিউনিটির উদ্দেশ্যে বলেন, ‘আসুন, বিভ্রান্তি নয় সত্যকে সামনে রাখি।’

বিভাজন নয় ঐক্যকে শক্তিশালী করি। ব্যক্তির উর্ধ্বে প্রতিষ্ঠানকে রাখি, আর আগামী প্রজন্মের জন্য সবাই মিলে একটি সুন্দর বাংলাদেশ সোসাইটি গড়ে তুলি।

সংবাদ সম্মেলনে এক প্রশ্নের উত্তরে আতাউর রহমান সেলিম বলেন, আমরা গঠনতন্ত্র মেনেই সোসাইটি পরিচালনা করছি। একটি ডলারও তছরূপ হচ্ছে না, হবেও না। সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব রয়েছে।

অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শাহ নেওয়াজ বলেন, সোসাইটির আগামী নির্বাচনের পর যে বা যারাই বিজয় হন না কোনো আমি তাদেরও সহযোগিতা করবো এবং বাংলাদেশ সেন্টার প্রতিষ্ঠা হবেই ইনশাআল্লাহ।

সোসাইটির কোষাধ্যক্ষ সহ কয়েকজন কর্মকর্তার সংবাদ সম্মেলনে অনুপস্থিত থাকা প্রসঙ্গে মোহাম্মদ আলী বলেন, আমরা সবাইকে জানিয়েছি। কে বা কারা কোনো আসলো না এটা তাদের নিজস্ব ব্যাপার।

সোসাইটি বা কর্মকর্তাদের সম্পর্কে মিথ্যা অভিযোগকারীদের বিরুদ্ধে আইনগত কোন ব্যবস্থা নেয়া হবে কিনা- এমন প্রশ্নের জবাবে সোসাইটির কর্তৃকর্তা বলেন, বাংলাদেশ সোসাইটি সবার। আমরা সবাই মিলে সোসাইটিকে শক্তিশালী করতে চাই। চাই সত্য প্রকাশ হোক, সবাই সত্যটা জানুক। সবার কাছে তাই আশা করি।

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

CHAIRMAN



PRESENTS



CHIEF PATRON



POWERED BY



বহির্বিদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় অনুষ্ঠান

টালিউড অ্যাওয়ার্ড ২০২৬

DHALLYWOOD

AWARD 2026

POWERED BY



GRAND SPONSOR



PROUD SPONSOR



FILM
MUSIC
FASHION
CULTURE
ENTERTAINMENT

INAUGURATE

SIFA AMIN

CHAIRMAN, ALL COUNTY HOME CARE

HONORARY GUEST

FARIDUR REZA SAGAR
MD, IMPRESSO TELEFILM LTD & CHANNEL-1

KONA REZA
ENTREPRENEUR

AFZAL HOSSAIN
ACTOR, DIRECTOR, WRITER

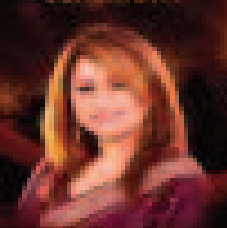
DR MOHAMMED ENAMUL HOQUE
MEMBER OF TRUSTEE BOARD, BANGLADESH SOCIETY INC.

NEW YORK
GETS
BIGGER

MEGA STAR

SHAKIB KHAN

MASTER OF THE CEREMONY



SHARMINA SHIRAZ
SONIA

ORGANIZED BY



SHOWTIME
MUSIC & PLAY

Oct 10, 2026

Venue: Evangel Church Center
3920 27TH ST. LIC. NY 11101

TICKETS COLLECTION

HOQUE MOBILE, 487 MCDOLAND AVE, BROOKLYN, 917-373-6629

DARUCHINI, 1063 LIBERTY AVE, BROOKLYN, 718-316-6101

KHALIL BIRYANI HOUSE, 167-20 HILLSIDE AVE, 718-373-3225

KALAM'S BAZAAR, 69 CHURCH AVE, BROOKLYN, 347-365-9525

KHAMAR BARI, 37-16 73RD ST, JACKSON HEIGHTS, 718-639-6868

CONTACT

KAHARUL ISLAM KHOKAN
646-421-9496

MEDIA PARTNER



SCAN FOR TICKETS

www.ChallengerCenterNY.com

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪



টাইম টিভি' এক যুগ ও বাংলা

ডেমোক্রেটিক দলীয় নেতা হাকিম জেফ্রিস বাংলাদেশী কমিউনিটির অবদান তুলে ধরে এ অঙ্গীকার করেন। অনুষ্ঠানের অন্যান্য বক্তারও কমিউনিটির অগ্রযাত্রার টাইম টেলিভিশন ও প্রশংসা করে নাগরিক অংশগ্রহণ, নতুন প্রজন্মের নেতৃত্ব এবং স্বাধীন গণমাধ্যমকে শক্তিশালী করার ওপর জোর দেন।

গত ২৭ সেপ্টেম্বর, রোববার নিউইয়র্ক সিটির কুইন্সের অ্যাস্টোরিয়া ওয়ার্ল্ড ম্যানরের বলরুমে দিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। বিকেলে মূল পর্ব শুরু হয় বাংলাদেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে। এর আগে অপরাহ্নে ফিতা কেটে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর ও ফ্লোরিডার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মনির হোসেন। এতে মূলধারার জনপ্রতিনিধি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, পেশাজীবী, ব্যবসায়ী ও কমিউনিটির বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। এছাড়াও বিরূপ প্রকৃতি উপেক্ষা করে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী সপরিবারে অংশ নেন। প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে ঘিরে ছিল বিজনেস এজুপা, একাধিক সেমিনার, শুভেচ্ছা বিনিময় ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনা। বাংলা পত্রিকার তিন দশক এবং টাইম টেলিভিশনের এক যুগের পথচলা উদ্‌যাপনের পাশাপাশি আলোচনায় উঠে আসে প্রবাসীদের অর্জন, বর্তমান চ্যালেঞ্জ ও ভবিষ্যতের করণীয়।

অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি কংগ্রেসওম্যান গ্রেস মেং, নিউইয়র্ক স্টেট সিনেটর জন সি ল্যু, বাংলাদেশ ব্যাংকের সাবেক গভর্নর আহসান এইচ মনসুর, নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলী সদস্য জেসিকা গনজালেজ রোহাস ও প্যাব্লিক মার্টিনেজ, প্রবীণ সাংবাদিক মনজুর আহমদ, অনুষ্ঠানের টাইটেল স্পন্সর ও ফ্লোরিডার বিশিষ্ট ব্যবসায়ী মোহাম্মদ মনির হোসেন, সাউথ এশিয়ান জার্নালিস্টস এসোসিয়েশনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও সাংবাদিকতা বিভাগের শিক্ষক শ্রী শ্রীনিবাসন, নিউজার্সির মনমাউথ প্রিন্সিপ্যালয়ের অধ্যাপক ড. গোলাম এম. মাতব্বর, এটর্নি মীর মিজানুর রহমান, বাংলা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাহবুবুর রহমান, সাপ্তাহিক পরিচয় সম্পাদক নাজমুল আহসান, কুইন্স ডেমোক্রেটিক পার্টির ডিস্ট্রিক্ট লিডার এট লার্জ অ্যাটর্নি মঈন চৌধুরী, অধ্যাপক ডক্টর শওকত আলী, বিশিষ্ট রাজনীতিক ও ব্যবসায়ী আলহাজ্ব সোলায়মান ভূইয়া, ডাক্তার বনলী হাসান, আরমান চৌধুরী সিপিএ, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সভাপতি মনোয়ারুল ইসলাম, মামুন টিউটেরিয়াল-এর কর্ণধার শেখ আল মামুন, পার্কেস্টারের রিয়েল এস্টেট এর কর্ণধার সালেহউদ্দিন সাল, রিয়েল এস্টেট ইন্সট্রাক্টর আজিজুল হক মুন্না, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আমীন মেহেদী এবং নতুন প্রজন্মের প্রতিনিধি তরুণ বক্তা নাবিল এইচ মুহিত প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে সাপ্তাহিক বাংলাদেশ সম্পাদক ডা. ওয়াজেদ এ খান, সিনিয়র সাংবাদিক মঈনুদ্দীন নাসের, মাহমুদ খান তাসের ও সাঈদ তারেক, বাংলা পত্রিকার সাবেক বার্তা সম্পাদক হাবিব রহমান, নিউইয়র্ক বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মমিনুল ইসলাম মজুমদার, সাপ্তাহিক নবযুগ সম্পাদক শাহাবুদ্দীন সাগর, সাপ্তাহিক হককথা ও ইউএনএ সম্পাদক এবিএম সালেহউদ্দিন আহমেদ, সাপ্তাহিক যুগান্তর সম্পাদক মোস্তাফিজুর রহমান, বাংলাদেশ সোসাইটির সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী, অ্যাসাল-এর প্রতিষ্ঠাতা মাফ মিজবাহ উদ্দিন, বাংলাদেশ সোসাইটির সাবেক সভাপতি নাগিস আহমেদ ও সাবেক ভারপ্রাপ্ত সভাপতি আব্দুর রহিম হাওলাদার, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী হেলাল আহমেদ, ফার্মাসিস্ট সাহাব আহমেদ ও মোস্তাক আহমেদ, জাকির চৌধুরী সিপিএ, ডাক্তার জুন্নু চৌধুরী, ডাক্তার ইনামুল হক এম সবুর, মিয়া মোহাম্মদ আবজাল, বেস্ট কেয়ার হোম সার্ভিস-এর প্রেসিডেন্ট ও সিও ও ব্রায়েন শীল, বীর মুক্তিযোদ্ধা মতিউর রহমান, জালালাবাদ এসোসিয়েশনের অব আমেরিকার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক রোকন হাকিম, বাগ-এর সভাপতি জয়নাল আবেদীন ও সাধারণ সম্পাদক শাহ-ানা মাসুম, কবি ও লেখক এবিএম সালেহ উদ্দিন, কমিউনিটি অ্যাক্টিভিষ্ট আব্দুস শহীদ, দুলাল মিয়া এনাম, কাজী ফৌজিয়া, মাজেদা উদ্দিন, ঢাকা জেলা এসোসিয়েশনের সভাপতি দুলাল বেহেদু, বিশিষ্ট রাজনীতিক জিল্লুর রহমান জিল্লু, মূলধারার রাজনীতিক খোরশেদ খন্দকার, ব্যবসায়ী ও শেফ খলিলুর রহমান, এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সভাপতি সোহেল আহমেদ, সাধারণ সম্পাদক মো. জাবেদ উদ্দিন, সহ সভাপতি কয়েস আহমেদ, ডেভিড সরকার, মীর মোহাম্মদ হোসেন সহ বিভিন্ন পর্যায়ের জনপ্রতিনিধি ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বাংলাদেশী-আমেরিকানদের অবদানের স্বীকৃতির সঙ্গে উঠে আসে অভিবাসীদের অনিচ্ছা, জীবনযাত্রার ব্যয়, স্বাস্থ্যসেবা, সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা এবং কমিউনিটির রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের প্রসঙ্গ।

বাংলা পত্রিকার তিন দশক ও টাইম টেলিভিশনের এক যুগের পথচলাকে ঘিরে বক্তাদের অভিনন্দনের সঙ্গে উঠে আসে ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও। নির্ভরযোগ্য সংবাদ পরিবেশন, মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরা এবং প্রজন্মের মধ্যে সংযোগ তৈরির কাজে দুই প্রতিষ্ঠান আরও এগিয়ে

যাবে বলে আশা প্রকাশ করেন তাঁরা। প্রধান অতিথির বক্তব্যে বাংলাদেশী আমেরিকানদের অবদানের প্রশংসা করে হাকিম জেফ্রিস বলেন, এই কমিউনিটি পরিশ্রমী, উদ্যোগী, পরিবারকেন্দ্রিক, পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি যত্নশীল এবং দেশপ্রেমিক। ব্যবসা, পেশা ও সামাজিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা নিউইয়র্ক সিটি এবং যুক্তরাষ্ট্রকে শক্তিশালী করছেন। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা বাংলাদেশ আমেরিকানদের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় পাশে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করেন তিনি।

হাকিম জেফ্রিস তার বক্তব্যে নিউইয়র্ক পুলিশের বাংলাদেশী আমেরিকান কর্মকর্তা দিদারুল ইসলামের আত্মত্যাগ স্মরণ করে বলেন, তাঁর জীবন ও আত্মত্যাগ নিউইয়র্কের সেরা মূল্যবোধ এবং বাংলাদেশী অভিবাসী কমিউনিটির অবদানের প্রতিফলন। বিভিন্ন দেশ ও গণভূমি থেকে আসা মানুষের ঐক্যই যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি বলে মন্তব্য করেন তিনি। বাংলাদেশী কমিউনিটির বিভিন্ন দাবির পক্ষে নিজের কাজের বিবরণ দিতে গিয়ে গ্রেস মেং ঈদের দিন ফেডারেল ছুটির স্বীকৃতি দেওয়ার উদ্যোগের কথা বলেন। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের লক্ষ্য ও আদর্শ সমর্থন এবং হালাল খাবারের প্রাপ্যতা বাড়ানোর প্রচেষ্টার কথাও উল্লেখ করেন। ইসলামবিদ্বেষ মোকাবিলা এবং হুমকি ও আক্রমণ থেকে কমিউনিটিকে সুরক্ষিত রাখার কাজে পাশে থাকার অঙ্গীকার জানান তিনি।

গ্রেস মেং অভিযোগ করেন, বর্তমান ট্রাম্প প্রশাসনের বিভিন্ন নীতি কমিউনিটির মধ্যে উদ্বেগ বাড়িয়েছে এবং কর্মজীবী পরিবারগুলোর জীবনযাত্রা আরও ব্যয়বহুল করেছে। স্ল্যাপ, মেডিকেইডসহ প্রয়োজনীয় কর্মসূচিতে কাটছাঁটের সমালোচনা করেন তিনি। এসব নীতির নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় সম্মিলিতভাবে কাজ করার ওপর জোর দিয়ে বাংলাদেশী আমেরিকানদের দীর্ঘদিনের বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানান।

রাজনৈতিক মতভিন্নতা প্রসঙ্গে ড. মাতব্বর বলেন, বাংলাদেশী কমিউনিটিতে ডেমোক্রেট, রিপাবলিকান, স্বতন্ত্র এবং কোনো দলের সঙ্গে যুক্ত নন, এমন মানুষও রয়েছেন। এই বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে হবে। মানুষকে কোন রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা বলে দেওয়ার পরিবর্তে নিজেদের বিবেচনায় সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান ও সুযোগ নিশ্চিত করাই দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানের মাঝে মাঝে প্রতিষ্ঠান দুটির পথচারী ভিডিওচিত্র প্রদর্শন করা হয়। সঙ্গীত, নৃত্য পরিবেশনা, অতিথিদের শুভেচ্ছা এবং মধ্যে বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে মিডিয়া দুটির প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে প্রবাসী কমিউনিটির মিলনস্থল। অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশনা করেন প্রবাসের জনপ্রিয় শিল্পী করিম হাওলাদার, রশ্টি দাস, কৃষ্ণা তিথি, রেশমী মিজা, টিনা রাসেল, আফজাল, শেখ সবুজ, নাহিদ সুলতানা প্রমুখ।

অনুষ্ঠানের বিভিন্ন পর্ব উপস্থাপনায় ছিলেন সিনিয়র সাংবাদিক শেখ সিরাজুল ইসলাম, নিউজ প্রজেক্টার দিমা নেফারতিতি ও সাদিয়া খন্দকার এবং ডাক্তার সৈয়দ আল আমীন রাসেল। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন মেরী জোবাইদা, সৈয়দ ইলিয়াস খসরু ও আবুল হাসান। অনুষ্ঠানে অতিথি ও আমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন ব্যবস্থাপনায় ও বিশেষ সহযোগিতায় ছিলেন এস্টোরিয়া ওয়েলফেয়ার সোসাইটির কর্মকর্তাবৃন্দ।



মাথার দাম ১০ কোটি! আমেরিকার মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় উঠল গোন্ডি

ঢাকা। এফবিআই-এর মতে, সতিন্দরজিৎ সিং ওরফে গোন্ডি ব্রার দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া-সহ আমেরিকার একাধিক জায়গা ও কানাডায় হিংসাত্মক কার্যকলাপে জড়িত। এফবিআই জানিয়েছে, গোন্ডির বিরুদ্ধে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বদের খুন, গুলি চালানো, অপহরণ, তোলাবাজি, হামলা, মাদক ও অস্ত্র পাচারের অভিযোগ রয়েছে। বর্তমানে এই ব্যক্তি আমেরিকায় বসবাস করে এবং উত্তর আমেরিকায় একটি গ্যাংয়ের নেতা। গত ১ জুলাই আমেরিকার এক আদালত তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছে। তবে এসবের পাশাপাশি গোন্ডি ব্রার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ হল এই গ্যাংস্টার কানাডায় খলিস্তানি জঙ্গি হরদীপ সিং নিজ্জর খুনে অভিযুক্ত। যার জেরে একটা সময় ভারত ও কানাডার কূটনৈতিক টানাপোড়েন চরম আকার নিয়েছিল।



ওজনপার্কের 'সেলিম-আলী' প্যানেলের নির্বাচনী

কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ ও প্যানেলের প্রার্থীদের উপস্থিতিতে দোয়া মাহফিলের মধ্যদিয়ে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনায় গত ২৮ সেপ্টেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় ওজনপার্কের ১০১ এভিনিউর উপর নির্বাচনী অফিস উদ্বোধন করা হয়। দোয়া পরিচালনা করেন স্থানীয় আল আমান মসজিদের ইমাম মাওলানা নুরুল ইসলাম। দোয়ায় সোসাইটির সাবেক সভাপতি কামাল আহমেদ সহ পরলোকগত সকল মুসলিমের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা এবং 'সেলিম-আলী' প্যানেলের জিয় কামনা করা হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির আহ্বায়ক শাহাব উদ্দিন চৌধুরী। সভায় কমিউনিটি নেতৃবৃন্দের মধ্যে ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান মুক্তিযোদ্ধা বাবর আলী, প্রধান উপদেষ্টা হুমির উদ্দিন, বিয়ানীবাজার সমিতির সাবেক সভাপতি মকবুল রহিম চুনই, 'সেলিম-আলী' প্যানেলের কেন্দ্রীয় নির্বাচন পরিচালনা কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক দুলাল মিয়া এনাম, সদস্য সচিব জে মোল্লা সনি সহ ইঞ্জিনিয়ার এ এম খালেক, তাজু মিয়া, এসএসএম মাইনউদ্দিন পিন্টু, এডভোকেট রেদওয়ানা রাজ্জাক সেতু প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

এছাড়াও 'সেলিম-আলী' প্যানেলের প্রার্থীদের মধ্যে সভাপতি পদপ্রার্থী, বর্তমান সভাপতি আতাউর রহমান সেলিম ও সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী, বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ আলী সহ অন্যান্য প্রার্থীর মধ্যে শুভেচ্ছা বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. মহিউদ্দিন দেওয়ান, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী মো. কামরুজ্জামান কামরুল, সহ-সাধারণ সম্পাদক পদপ্রার্থী হারুন চেয়ারম্যান, কোষাধ্যক্ষ পদপ্রার্থী নওশাদ হায়দার, সাংগঠনিক সম্পাদক পদপ্রার্থী ডিউক খান, জনসংযোগ ও প্রচার সম্পাদক পদপ্রার্থী রিজু মোহাম্মদ, সাহিত্য সম্পাদক পদপ্রার্থী রুমানা আহমেদ, স্কুল ও শিক্ষা সম্পাদক পদে এসএসএম মাইন উদ্দিন, যুব ও তথ্যপ্রযুক্তি সম্পাদক পদপ্রার্থী জাহাঙ্গীর শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং কার্যকরী সদস্য পদের প্রার্থীদের মধ্যে মো. উজ্জ্বল পিপুল, শামীম আহমেদ, মো. এ মাল্লান, মোঃ আব্দুল মালেক খান ও কাজী রবিউজ্জামান। সভায় কমিউনিটি নেতা গহর চৌধুরী কিনু, করীম চৌধুরী, রোকন হাকিম, গণেশ কীর্তনীয়া সহ বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশী অনুষ্ঠানে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সেলিম-আলী' প্যানেলের ওজনপার্কের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির সদস্য সচিব আমিনুল হোসেন। সভায় বক্তারা 'সেলিম-আলী' প্যানেল-কে সোসাইটির যোগ্য ও সেরা পরিষদ হিসেবে উল্লেখ করে ওজনপার্কের নির্বাচনী অফিসের মাধ্যমে নির্বাচনী সকল কর্মকাণ্ড পরিচালনার হবে।

পারসন্স হালাল মিট এন্ড গ্রোসারি

নতুন মালিকানায় পুরনো পরশা এখন

সব ধরনের ভাজা মাংস সবজি, ফল, মাছ, হালাল মাংস ও গৃহ ব্যবহারের নিত্য প্রয়োজনীয় সামগ্রীর বিশাল সমাহার

কোরবানির অর্ডার নেয়া হচ্ছে

বিশেষ সেল চলেছে!!!

ইবিটি, ফুডস্টাম্প সহ সব ধরনের ক্রেডিট কার্ড গ্রহণ করা হয়।

PARSONS HALAL MEAT AND GROCERY
83-39, Parsons Blvd, NY 11432

ফ্রি পার্কিং সুবিধা

347-238-1333



অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৭১৮-৩৮০-৬৭১২



প্রোহেলথ হোমকেয়ার



মামুনুর রশীদ
চিফ এক্সিকিউটিভ
917-476-8914

দীর্ঘ ১২ বছরের TDS ইন্স্যুরেন্স ব্যবসায় সুনাম
অর্জনের ধারাবাহিকতায় মামুনুর রশীদ এখন
হোমকেয়ার ব্যবসায় সেবা দিচ্ছেন।



প্রোহেলথ হোমকেয়ার

ProHealth Home Care, Inc.

375 McDonald Ave, Brooklyn, NY 11218

Phone: 718-633-1112

Fax: 718-633-1117



New York Endocrine & Diabetes Center

এন্ডোক্রাইন ও ডায়াবেটিস স্পেশালিষ্ট

Dr. Kaushik Mandal, MD, FACP

Board Certified

(Endocrinologist, Diabetes and Obesity Specialist)

with TJH Medical services PC

Affiliated with Jamaica Hospital



Location: 134-20 Jamaica Ave, 1st floor, Jamaica, NY 11418

(Located next to the subway Jamaica Sutphin Blvd
Parking \$4 fee for patient flat fee)

Patients can call 718-206-6742 to make an appointment.

অনলাইন ও সাপ্তাহিক জন্মভূমিতে বিজ্ঞাপন দিন ৬৪৬-৩২৭-৭৯৬৪

J. K. GAIN MULTISERVICES
J. K. GAIN INSURANCE AGENCY

TAX SERVICES Tel: **347-536-5107**
INSURANCE Office: **917.396.4509**
TLC INSURANCE (YELLOW, BLACK & GREEN CAB)
Life Insurance
Auto • Home • Business
Medicare Health Insurance
Immigration Services
DDC. (6 Hrs. Defensive Class)
Pay your Bill here

Jaydeb Gain

Authorized e-file Provider
41-15 75th Street, Suite 2
Elmhurst, NY 11373
gain_jaydeb@yahoo.com
www.JKGainMulti.com

LOW COST
এটি সবকিছুর
একদুটি
ফ্রি কর্মশালা
আপনার জন্য

Notary Public

NYC MASTER ELECTRICIAN
GREEN POWER ELECTRIC CORP
NYC LICENSED ELECTRICAL CONTRACTOR

OUR SERVICES
SERVICE UPGRADE
GENERAL WIRING
RESIDENTIAL & COMMERCIAL
VIOLATION REMOVAL
TROUBLESHOOTING
PANEL UPGRADE

আমরা সব ধরনের ইলেকট্রিক্যাল কাজ করে থাকি

Khagendra Gharti-Chetty, Esq.
Attorney at Law

Nasreen K. Ahmed
Sr. Legal Consultant
LL.M, New York
Law School, NY, USA
646-359-3544
nasreenahmed2006@gmail.com

যেসব বিষয়ে পরামর্শ দিই

- Business Immigration/Non-Immigrant Work Visa (H-1B, L1A/L1B, O, P, R-1, TN)
- PERM Labor Certification (Employment based Green Card)
- Family Petition
- Deportation
- Cancellation of Removal
- Visas for physicians, nurses, extra-ordinary ability cases
- Appeals
- All other immigration matters

এই প্রকল্পে যে কোন অস্ট্রেলিয়ান সহযোগিতা
এ পর্যন্ত আমরা দুই শতাব্দীক বাংলাদেশীকে
বিভিন্ন ডিটেনশন সেন্টার থেকে মুক্ত করেছি
এখনো শতাব্দীক বাংলাদেশী ডিটেনশন মামলা পরিচালনা করছি

CHHETRY & ASSOCIATES
365 7th Avenue, Suite 1500, New York, NY 10001
Phone: 212-947-1079

Mita Chowdhury, MD.
Assistant Professor,
Mount Sinai School of Medicine
Attending Physician, Elmhurst Hospital Center
Board Certified in Internal Medicine.

**মেডিসিন বিশেষজ্ঞ, বাংলাদেশী ডাক্তার
ডাঃ মিতা চৌধুরী**

অভিজ্ঞ চিকিৎসক
বহুত্বপূর্ণ সেবাদানকারী কর্মী
রোগীকে পর্যাপ্ত সময় দেয়া হয়
অত্যাধুনিক প্রযুক্তি
আন্তরিক পরিবেশ

আমাদের সেবাসমূহ
সম্পূর্ণ প্রাইমারি কেয়ার
ডায়াবেটিস, রক্তচাপ, কোলেস্টেরল, এজমা,
থাইরয়েড, হৃদরোগের চিকিৎসা
বয়স অনুযায়ী ক্যানসার স্ক্রিনিং
সব ধরনের টিকা
চেহারা রক্ত, ইকোজি এবং প্রস্রাব পরীক্ষা
ওজন ব্যবস্থাপনা
মেডিকেল ফরম পূরণ

**আমরা প্রায় সকল
ইন্সুরেন্স গ্রহণ করি।**
** ইন্সুরেন্স বিহীন রোগী দেখার বিশেষ ব্যবস্থা আছে।

MC MEDICAL CARE, PLLC
218-38 Hillside Ave. Queens Village NY 11427
ph.929-331-5702 Fax: 718-465-1199

চেহারা আসার আগে অনুগ্রহ করে ফোন করুন

GLOBAL MULTI SERVICES, INC.
THE MOST TRUSTED TAX PREPARER SINCE 2006

TAX IMMIGRATION

IRS e-file PROVIDER

Tareq Hasan Khan

37-18, 74th Street, Suite - 202
Tel: (718) 205-2360

FAUMA INNOVATIVE
CONSULTANCY GROUP

- ◆ ALL CHOICE ENERGY
- ◆ WOODSIDE ADULT DAYCARE CENTER
- ◆ BALAKA 3 STAR STAFFING
- ◆ MERCHANT SERVICES
- ◆ NEW YORK STATE ENERGY BROKER

FAHAD R SOLAIMAN
PRESIDENT/CEO

OFFICE: 718.205.5195, CELL: 347.393.8504
EMAIL: FAHAD@FAUMAINC.COM, FAUMA@FAUMAINC.COM
37-18 73RD ST. SUITE 502, JACKSON HEIGHTS, NY 11372

For Online Advertisement:**Tell: 718-380-6712, Cell: 646-327-7964,****E-mail: Jonmabhumi@gmail.com**

আমরা দিচ্ছি
বিশ্বস্ত ও
যত্নশীল সেবা



লাইসেন্সপ্রাপ্ত হোম কেয়ার এজেন্সি

NY HOME CARE SERVICE INC.

আমাদের সেবাসমূহ

PCA

OPWDD

HHA

যোগাযোগ করুন

**718-874-0047**✉ ই-মেইল: info@nyhcs.org🌐 ওয়েবসাইট: www.nyhcs.org**ফয়সাল আজিজ**প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (CEO)
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্**এম. আজিজ**প্রেসিডেন্ট
এন ওয়াই হোম কেয়ার সার্ভিস ইনক্
ট্রাস্টি বোর্ডের সদস্য ও সাবেক প্রেসিডেন্ট
বাংলাদেশ সোসাইটি ইউএসএ

প্রধান কার্যালয়: 37-18 73rd Street, Suite 402, Jackson Heights, NY 11372

মানসম্মত সেবা

বিশ্বস্ত সহযোগী

মানসিক শান্তি



মুক্তিযোদ্ধা অবিনাশ আচার্য্য ও সমাজসেবক সুশীল সাহা সমর্থিত

নিউইয়র্ক ডেস্ক : মুক্তিযুদ্ধ ও সমাজ সেবায় অবদানের জন্যে নিউইয়র্কের হিন্দু সম্প্রদায় গুরুবার ২৫শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ সন্ধ্যায় কুইপে মুক্তিযোদ্ধা ৮৬ বছর বয়স্ক অবিনাশ আচার্য্য এবং ৮৩ বছর -বাকী অংশ ১৯ পাতায়

সেন্টার ফর এনআরবি'র ব্র্যান্ডিং

বাংলাদেশ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিউইয়র্ক : গবেষণা প্রতিষ্ঠান 'সেন্টার ফর এনআরবি' বাংলাদেশ ভিত্তিক একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান। বহির্বিদেশে বাংলাদেশকে ব্র্যান্ডিং করতে বা তুলে-বাকী অংশ ২৬ পাতায়

স্বতঃস্ফূর্ত মানুষের অংশগ্রহণ

বৃষ্টি উপেক্ষা করে

নিউইয়র্কে বর্ণাঢ্য মুসলিম

ডে প্যারেড

নিউইয়র্ক : প্রবল বৃষ্টি উপেক্ষা করে ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার ম্যানহাটনে অনুষ্ঠিত মুসলিম ডে প্যারেড -বাকী অংশ ১৯ পাতায়

টাইম টিভি' এক যুগ ও বাংলা পত্রিকা'র ৩০ বছর পূর্তি

নিউইয়র্ক : পরিশ্রম, উদ্যোক্তা মনোভাব, পারিবারিক মূল্যবোধ ও সমাজের প্রতি দায়িত্ববোধের মধ্য দিয়ে নিউইয়র্কসহ পুরো যুক্তরাষ্ট্রকে সমৃদ্ধ করছে বাংলাদেশী কমিউনিটি। বাংলাদেশী আমেরিকানরা এই দেশের অগ্রগতির অংশীদার, তাঁদের মর্যাদা ও অধিকার রক্ষায় পাশে থাকতে হবে। টাইম টেলিভিশনের এক যুগ ও বাংলা পত্রিকা'র ৩০ বছর পূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেসম্যান ও প্রতিনিধি পরিষদের -বাকী অংশ ৩৬ পাতায়

ভিসা জালিয়াতি ঠেকাতে পোর্টাল চালু যুক্তরাষ্ট্রের

নিউইয়র্ক : ভিসার অপব্যবহার ও জালিয়াতি ঠেকাতে অনলাইন পোর্টাল চালু করেছে যুক্তরাষ্ট্র। এর মাধ্যমে যে কেউ ভিসা জালিয়াতি বা অপব্যবহার সংক্রান্ত তথ্য মার্কিন সরকারকে দিতে -বাকী অংশ ১৯ পাতায়

টাইমস স্কয়ারে দুর্গাপূজা ১০ ও ১১ অক্টোবর

নিউইয়র্ক : নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কয়ারে দ্বিতীয়বারের মতো অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে মহালয়া ও দুর্গাপূজা। আগামী ১০ ও ১১ অক্টোবর দুই দিনের এ আয়োজনে থাকছে চণ্ডীপাঠ, শিশু-কিশোরদের গীতাপাঠ, সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান, পূজা, অঞ্জলি, ধুনি নাচ এবং বাংলাদেশ, নিউইয়র্ক ও পশ্চিমবঙ্গের শিল্পীদের পরিবেশনা। গত ২৭ সেপ্টেম্বর নিউইয়র্কে এক সংবাদ সম্মেলনে উৎসবের কর্মসূচি তুলে ধরেন আয়োজকেরা। সেখানে বক্তব্য দেন সংগঠনের উপদেষ্টা ও কালচারাল-বাকী অংশ ১৮ পাতায়



মাথার দাম ১০ কোটি! আমেরিকার মোস্ট ওয়াণ্টেড তালিকায় উঠল গোন্ডি ব্রার নাম

নিউইয়র্ক : আমেরিকার মোস্ট ওয়াণ্টেড তালিকায় এবার নাম উঠল লরেন্স বিমোই গ্যাংয়ের সদস্য গ্যাংস্টার গোন্ডি ব্রার। সোমবার মোস্ট ওয়াণ্টেড অপরাধীদের এই তালিকা প্রকাশ করেছে মার্কিন তদন্তকারী সংস্থা এফবিআই। সেখানে দেখা যাচ্ছে, গোন্ডি ব্রারকে গ্রেপ্তারিতে সাহায্য করতে তাঁকে ১০ লক্ষ ডলার পুরস্কার দেওয়া হবে। ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় ১০ কোটি -বাকী অংশ ৩৬ পাতায়



প্রতিপক্ষের ঢালাও অভিযোগের প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ সোসাইটির কার্যকরী পরিষদের সংবাদ সম্মেলন

নিউইয়র্ক (ইউএনএ) : বাংলাদেশ সোসাইটির বর্তমান কমিটির মেয়াদ আগামী ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত। এই মেয়াদেও আগেই আগামী ২৫ অক্টোবর, রোববার অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ত্রি-বার্ষিক (২০২৭-২০২৯) নির্বাচন। বিদায়ী কমিটির কার্যক্রম এবং অর্থের হিসাব-বাকী অংশ ৩৪ পাতায়

আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ১৮ বছর পূর্তি উদযাপন

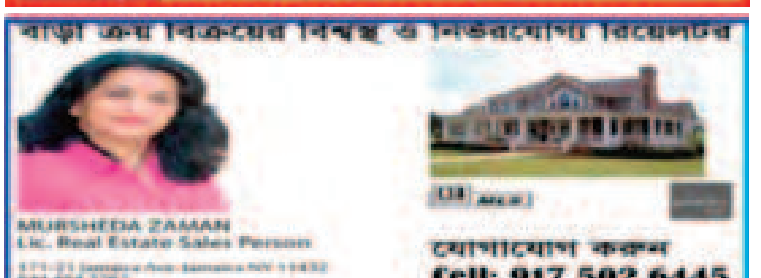
নিউইয়র্ক : আমেরিকা-বাংলাদেশ প্রেসক্লাবের ১৮ বছর পূর্তি উদযাপনে উপলক্ষে নিউইয়র্কে সেমিনার এবং মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়েছে গত ২৯ সেপ্টেম্বর (মঙ্গলবার) উডসাইডস্থ গুলশান ট্যারেস মিলনায়তনে। সেমিনারে আলোচনার বিষয় ছিল - "বিশ্বব্যাপী মিডিয়া-বাকী অংশ ৩৩ পাতায়

গাজা, নেতানিয়াহু এবং মামদানী

শিতাংগু হু।। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন বলেছিলেন, আমি প্রেসিডেন্ট থাকাকালীন গাজা ও পশ্চিমতীর নিয়ে ফিলিস্তিন রাষ্ট্র দিয়েছিলাম, কিন্তু তাতেও ফিলিস্তিনীরা রাজি হয়নি, তাঁরা আসলে স্বাধীনতা চায়না, -বাকী অংশ ১৮ পাতায়

মিশিগানে বাংলাদেশি মেয়ের গাড়িচাপায় বাবার মৃত্যু

মিশিগান : মিশিগান স্টেটের ওয়ারেন সিটিতে মেয়েকে গাড়ি চালানো শেখাতে গিয়ে দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫৭ বছর বয়সী প্রবাসী বাংলাদেশি মোহাম্মদ আবদুর রহিম। ২৭ সেপ্টেম্বর রোববার-বাকী অংশ ৩৩ পাতায়



Moinul Islam
(Licensed Real Estate Agent)
917-535-4131
Office: 718-373-0638
Email: MOINUL4@GMAIL.COM
Mega Homes Realty
32-11 32 Ave, Jackson Heights, NY 11372
Commercial and Residential Real Estate Firm

York Holding Realty
Licensed Real Estate Broker
Over 20 Years Experience in Real Estate Business
Now Hiring Sales Persons
Free Training (We will pay course fees)
Earn up to 300K Yearly
Zakir H. Chowdhury
President
zchowdhury646@gmail.com
718-255-1555, 917-400-3880
70-32 Broadway, Jackson Heights NY-11372 www.yorkholdingrealty.com

Mohammed Nasiruddin Khan
MS in Acctg & Fin Mgmt Concentration
Certified Public Accountant (CPA)
MBA, MCOM, FCGA, LLB
Brilliant Accounting & Tax Services Inc.
Ph: (929) 287-7354, (929) 395-2322
Email: bat.info20@gmail.com
42 Ellsworth Drive, Cheektowaga, Buffalo, NY 14225
TAX & NOTARY